আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন

হারিয়েট বীচার স্টো

BanglaBook.org

বাংলাবুক পরিবেশিত

www.BanglaBook.org

অনুবাদক

রূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন

● হ্যারিয়েট বীচার স্টো ●

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

UNCLE TOM'S CABIN

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

নভেম্বর
১৯৯১
১০

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ১৬·০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

গল্পের পটভূমি

এক ধরনের বই আছে, যা মানুষের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়ে যায় ও মানুষের সভ্যতাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে। 'আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন' হলো সেই ধরনের একখানি অবিস্মরণীয় বই। সভ্য মানুষের কলঙ্ক-মোচনের ইতিহাসে এই বইয়ের দান অপরিমেয়।

এ কথা ভাবতেও আজকের মানুষের মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়ে যে, এক শতাব্দীর কিছু আগেও এই পৃথিবীতে এক শ্রেণীর সভ্য সবল মানুষ আর এক শ্রেণীর নিতান্ত অসহায় দুর্বল মানুষকে নিছক পণ্যসামগ্রী বলে মনে করতো এবং গরু-ছাগলের মতো ওদের প্রকাশ্য বাজারে শেকলে বেঁধে অথবা খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে বেচাকেনা করতো। যেসব নির্মম মানুষ এ ধরনের বেচাকেনা করতো, তারা ওদের আত্মার বা মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না এবং ওদের সুখদুঃখের অনুভূতি নেই বলে মনে করতো ও যথেচ্ছ দৈহিক নিপীড়নের দ্বারা তাদের কাছ থেকে আমৃত্যু শ্রম আদায় করে নিজেদের ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গড়ে তুলতো। মনুষ্যত্বের অবমাননার এই মহাকলঙ্কের নাম হলো ক্রীতদাস-প্রথা।

যে শ্বেতাঙ্গরা আজ বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে সারা পৃথিবীতে এনেছে যুগান্তর, মানুষের সামনে তুলে ধরেছে সভ্য জীবনের নব-নব-সম্ভাবনা, সেই শ্বেতাঙ্গ সভ্য মানুষেরাই নব্য যুগের প্রারম্ভে এই ক্রীতদাস-প্রথাকে পুনঃ প্রবর্তন করেছিলো, যা ছিলো একদিন সুদূর অতীতে রোমান সাম্রাজ্যের কলঙ্কজনক অধ্যায়। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন আর পর্তুগালের আধুনিক ঐশ্বর্যের নদীর তলা দিয়ে বইছে শত-সহস্র কৃষ্ণকায় নিগ্রো ক্রীতদাসের রক্তের ধারা···আমেরিকার মেঘচুম্বী স্কাই-স্ক্রাপারের তলায় আছে সেই সকল লক্ষ-লক্ষ অসহায় ক্রীতদাসের অস্থি।

আমেরিকায় গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার সময়

১—আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন

www.BanglaBook.org

দেখলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের মাটি তুলোর চাষের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। এই তুলোর চাষের জন্যে প্রয়োজন পড়লো অতি অল্প খরচে অধিক শ্রমদানকারী অসংখ্য মানুষের, যারা চিরদিনের মতো কেনা গোলাম হয়ে দৈহিক নিপীড়নের ভয়ে বিনা পারিশ্রমিকে আমৃত্যু শ্রমদান করবে। তাই প্রয়োজনের তাগিদে এ ধরনের শ্রমিক শিকার করা হলো আফ্রিকার দুর্বল অসহায় কালো কাফ্রীদের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে, আর ওদের খাঁচায় পুরে শেকলে বেঁধে নিজেদের দেশ ও সমাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হলো কামান আর বন্দুকের ভয় দেখিয়ে সমুদ্রের পরপারে আমেরিকায়। হয়ে গেলো ওরা আজন্ম ক্রীতদাস ওদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে, আর যারা ওদের শিকার করেছিলো সেসব ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা ওদের বেচতে লাগলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের ওই সব শ্বেতাঙ্গ তুলো-চাষীদের কাছে। যে-সব শ্বেতাঙ্গ ওদের কিনতো, তারা ওদের মৃত্যু ঘটালেও আইনের চোখে অপরাধী হোতো না, কেননা ওরা আইনের বলে সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এক ধরনের পণ্যসামগ্রী।

অথচ আমেরিকার এসব শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলো যে, সকল মানুষকেই ঈশ্বর সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং কোনোরকমেই হস্তান্তর-যোগ্য নয় এমন কতকগুলো মৌলিক অধিকার দিয়ে মানুষকে ভূষিত করেছেন যাদের মধ্যে আছে স্বাধীনতা, নির্বিঘ্ন সামাজিক জীবন-যাপন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগ।

ক্রমশ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এক-আধজনের দৃষ্টি পড়লো এই অমানুষিক অত্যাচারের ওপর। তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে এই জঘন্য ক্রীতদাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে লাগলেন। সেই সময় একজন মহিলা লেখিকাও এই জঘন্য ক্রীতদাস-প্রথার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কলম ধরলেন, তারই ফলে 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' উপন্যাসের জন্ম হলো ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই মহিলা লেখকের নাম হ্যারিয়েট্ বীচার্ স্টোঈ।

www.BanglaBook.org

এই উপন্যাসের ভেতর লেখিকা যে অপূর্ব মমতায় এই জঘন্য ক্রীতদাস-প্রথার বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুললেন, তাতে জগতের চেতনা জেগে উঠলো। অপমানিত, নির্যাতিত মানবতার জয়ধ্বজা তুলে ধরলো এই উপন্যাসখানি। এই সব আন্দোলনের ফলে আইনের নতুন বিধানে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত করা হলো, কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা এই নতুন আইনকে পদদলিত করে নিজেদের অঞ্চলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলো। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের ব্যাপার নিয়ে উত্তর আর দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে তুমুল গৃহযুদ্ধ বেধে গেলো।

সৌভাগ্যবশত সেসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিপদে এমন একজন লোক অধিষ্ঠিত ছিলেন, যিনি এই লজ্জাকর ঘৃণ্য পাপ-প্রথার উচ্ছেদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম হলো আব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন্‌, যিনি শেষপর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে এই পাপ-প্রথার মৃত্যু-দলিলে স্বাক্ষর করে গেলেন।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের মূলে এই একখানি উপন্যাস যে গভীর প্রভাববিস্তার করেছিলো, তার তুলনা হয় না। তাই প্রত্যেক সভ্য দেশে এই অপূর্ব উপন্যাসখানি মানবতার পতাকাবাহী রূপে সম্মান পেয়ে আসছে।

জগতে যেসব বই অমর হয়ে থাকবে তাদের মধ্যে 'আঙ্কল্‌ টম্‌স্‌ কেবিন' হবে অন্যতম।

গ্রন্থকার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের বেচাকেনা

কেনটাকী-প্রদেশের পি-শহরে ফেব্রুয়ারী মাসের এক হাড়-কনকনে শীতের দিনে বিকেলবেলায় বৈঠকখানা-ঘরে দু'জন লোক একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে কথা কইছেন। ঘরের আসবাব-পত্র দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাড়ির মালিক রীতিমত ধনী লোক। ঘরে চাকর-বাকর বা আর কেউ ছিল না এবং লোক দুটি যেভাবে চেয়ার টেনে নিয়ে কাছাকাছি ঘেঁষে বসেছেন, তাতে মনে হয়, গোপনে দু'জনের কোনো দরকারী কথাবার্তা চলছে।

দূর থেকে দু'জনের পোশাক-আশাক দেখে প্রথমে মনে হয়, দু'জনেই বুঝি সমাজের ওপর-থাকের সম্ভ্রান্ত লোক। কিন্তু একজন ঠিক জাত-সম্ভ্রান্ত লোক নয়, সমাজের নীচু থাক থেকে বরাতগুণে ওপরের থাকে উঠেছে। তার নাম হেলী। আর যে ভদ্রলোকটি সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত, তিনিই হচ্ছেন এ বাড়ির মালিক। তাঁর নাম মিঃ শেল্‌বী।

মিঃ শেল্‌বীর বৈঠকখানার পাশেই একটা মস্ত বড় সবুজ মাঠ জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মাঠের একপাশে একটা কাঠের ঘর। সেটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বৈঠকখানা থেকে। কাঠের ঘরটি হচ্ছে মিঃ শেল্‌বীর অন্যতম ক্রীতদাস টমের। আশপাশের প্রত্যেক নিগ্রো ক্রীতদাস টম্‌কে কাকা বলে ডাকে। তাই ওই কাঠের ঘরটি টম্‌কাকার কুটীর নামে সকলের কাছে পরিচিত। ওই ঘরটির সামনে মাঠের ওপর কয়েকজন কৃষ্ণকায় নিগ্রো ক্রীতদাস নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চাদের হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে গান গাইছিল। তাদের বাঁধনহারা নাচগানে সারাটা মাঠ মুখরিত।

মিঃ শেল্‌বীর সাথে কথা বলার সময় হেলী মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরের মাঠের দিকে তাকাচ্ছিল। তার মুখ দেখে মনে হয়, ক্রীতদাসদের এ ধরনের স্বচ্ছন্দ হৈহল্লা দেখতে সে মোটেই অভ্যস্ত

www.BanglaBook.org

নয়। কোনো রকমে অসন্তোষের ভাবটা চাপা দিয়ে হেলী মিঃ শেল্‌বীর সাথে কথা কইছিল।

কথা বলতে-বলতে মিঃ শেল্‌বী বেশ জোর গলায় বলে উঠলেন, "আমি গুরুতরভাবে দেনায় জড়িয়ে না পড়লে এ ধরনের কাজ করার কথা মনেও ঠাঁই দিতাম না।"

একথা শুনে হেলী উত্তেজিত হয়েই জবাব দিয়ে উঠল, "এভাবে চিন্তা করলে কোনোদিনই ক্রীতদাস বেচতে পারবেন না, মিঃ শেল্‌বী··· আরে মশাই, ওরা কি মানুষ না ওদের আত্মা বলে কিছু আছে যে ওদের ভাল-মন্দ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে? না—না, এ সব নিয়ে আপনি অনর্থক মাথা ঘামাবেন না।"

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "তুমি আমার মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারছো না হেলী। সত্যি কথা বলতে কি, এ কাজটা করতে আমার বিবেকে বাধছে, অথচ আজ আমি একান্ত নিরুপায়।"

রাগতভাবে হেলী বলল, "তাহলে, মিস্টার শেল্‌বী, ঘর-দোর, খেতখামার বেচেই তো আপনি নিজের দেনা শোধ দিতে পারতেন? আমাকে ডেকে পাঠাবার দরকার ছিলো কি?"

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আমাকে ভুল বুঝো না, হেলী। ক্রীতদাস-দের বেচবো না একথা বলছি না। আমি কেবল তোমার কাছ থেকে একটা আশ্বাস পেতে চাই।" মিনতির সুর বেজে ওঠে মিঃ শেল্‌বীর কণ্ঠে।

"বলুন! একেবারে অসম্ভব না হলে আপনার কথাটা রাখবো বৈকি।"—পরিহাসের সুরে বলে ওঠে হেলী।

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আমার ক্রীতদাসদের কোনো নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকের কাছে বেচবে না—একথাটা আমাকে দাও। তোমার কাছ থেকে একথা পেলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

এ কথায় হেলী অপ্রসন্ন মুখে বলে ওঠে, "আরে মশাই, আমি তো ক্রীতদাসদের কিনে ওদের দেহের শ্রম আদায় করি না। আমি তো ওদের নিয়ে ব্যাপারী করি। এ-হাটে ওদের কিনি, আর ও-হাটে ওদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেচি। যে ওদের কিনবে, সে ওদের সাথে কি রকম ব্যবহার করবে, তার নিশ্চয়তা আমি কি করে দেই। তবে হ্যাঁ···আপনার কথাটা আমি মনে রাখবো ওদের বেচে দেবার সময়।" এই বলে হেলী এমন মুখের ভাব দেখাল, যেন সেও ক্রীতদাসদের ব্যাপারে মিঃ শেল্‌বীর মত একজন দরদী।

মিঃ শেল্‌বী আবার বললেন, "আমার আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হলেই আমি আবার ওদের কিনে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। তাই যাদের কাছে ওদের বেচবে, তাদের নাম-ঠিকানাটাও আমাকে জানাবে।"

"বেশ, বেশ, তাই হবে, মিঃ শেল্‌বী। এবার আপনার ক্রীত-দাসদের মধ্যে কাকে কাকে কিনবো, আর তাদের কি দর হবে, সেসব ঠিক করে ফেলি।"—এই বলে হেলী চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে, মাঠের দিকে ভাল করে নজর দিল।

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আমার তো মাত্র বারশো ডলার চাই—ওর বেশী আমি চাই না—ওতেই আমার দেনা শোধ হয়ে যাবে।"

হেলী কিন্তু তখন জানালার বাইরে একমনে মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানে একপাল ক্রীতদাস নাচগান করছে। হেলী দেখতে পেল একজন লম্বা মতো কালো কুচকুচে লোক কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে ছেলেদের সাথে হাত ধরাধরি করে নাচছে আর গান গাইছে। লোকটার একটু বয়স হয়েছে বটে, তবে তার শরীরটা বেশ মজবুত। খুব খাটিয়ে লোক হবে বলেই হেলীর মনে হল। বাজারে এর চাহিদা কতটা হতে পারে এ নিয়ে হেলী মনে মনে হিসাব করতে লাগল লোকটার চেহারা দেখে। শেষ পর্যন্ত সে ওকে কেনাই স্থির করল।

মিঃ শেল্‌বীকে জিজ্ঞাসা করল হেলী, "ওই লোকটা কে, মিঃ শেল্‌বী—ওই যে ওই? কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেদের দিকে-এগোচ্ছে—ও লোকটি কে?"

মিঃ শেল্‌বী এবার চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে মাঠের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে নজর দিয়ে বললেন, "ও হচ্ছে টম্—আমাদের টম কাকা। ওই কাঠের ঘরটা হচ্ছে টম্ কাকার কুটীর।"

হেলী বলল, "ওই টম্ ব্যাটাকেই আমি কিনবো বলে ঠিক করলুম, আর—"

হেলীর কথাটা শেষ হবার আগেই মিঃ শেল্‌বী বলে উঠলেন, "না—না, ওকে আমি বেচতে পারবো না হেলী। ওর মত সাধু সচ্চরিত্র মানুষ দুনিয়ায় খুব কম আছে। ওকে আমি বেচতে পারবো না।"

হো-হো করে এবার হেসে উঠে হেলী বলল, 'বলেন কি মশাই, ক্রীতদাস আবার সাধু ও সচ্চরিত্র! যাক্, আমার কাছে যা বলেছেন, তা আর কাউকে বলবেন না। লোকে আপনার একথা শুনলে গায়ে থুথু দেবে। ছোঃ! ক্রীতদাস কখনো মানুষ হয়, মশাই! ওরা তো গাধা-ঘোড়ার সামিল। এখন বলুন তো, আমার পছন্দ-করা মাল আমাকে বেচবেন কিনা। যদি না বলেন তো চলে যাই।"

মিঃ শেল্‌বী সহসা একথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না। কালকের মধ্যে দেনা শোধ করার জন্যে তাঁকে বারশো ডলার যোগাড় করতে হবে, নইলে যে লোকের পাল্লায় তিনি পড়েছেন সে তাঁর ঘর-বাড়ি খেতখামার মামলা করে কেড়ে নেবে।

"ওকেই আমি চাই। ওই টম্ ব্যাটাকেই আমি চাই। বেচতে হয় বেচুন—দর হাঁকুন, নইলে আমি ফিরে যাই।"—হেলীর তীব্রকণ্ঠ শুনতে পেলেন মিঃ শেল্‌বী।

অনুরোধের সুরে মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আর কাউকে পছন্দ করো হেলী, টম্‌কে ছেড়ে দাও, ওকে বেচলে এখানের সকলেই খুব দুঃখ পাবে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল হেলী। মিঃ শেল্‌বী বুঝলেন, হেলী তাঁর অনুরোধ রাখবে না। হেলীর দাবীকে অগ্রাহ্য করার মত আর মনের জোর তিনি পাচ্ছেন না যেন। মনস্থির করে ফেললেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচু গলায় মিঃ শেল্‌বী বললেন, "তাহলে ওকেই কিনে নিয়ে বারশো ডলার আমায় দাও।"

হেলী বলল, "কিন্তু ওর দাম তো বারশো ডলার হবে না। দেনার পুরো টাকাটা পেতে হলে আপনাকে আরও একজনকে বেচতে হবে।"

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "টম্ সাধারণ নিগ্রোদের মতন নয়···যে বাজারেই তুমি ওকে বেচতে যাওনা কেন, ওর দর তুমি নিশ্চয়ই বেশী পাবে···কাজে সে এতটুকু গাফিলতি করে না, চুরি করা কাকে বলে তাও সে জানে না, যে-কাজেই তাকে দাও না কেন, সে তা ঠিক শেষ করবে! সে একাই আমার সমস্ত চাষবাস দেখাশুনো করে ··একেবারে খাঁটি মানুষ!"

একটু শ্লেষের হাসি হেসে হেলী বলল, "খাঁটি মানুষ! মানে, নিগ্রোরা যেমন খাঁটি তেমনি!"

মিঃ শেল্‌বী প্রতিবাদ তুলে বললেন, "খাঁটি মানুষ বলতে যা বোঝায়, টম্ নিগ্রো হলেও ঠিক সেই রকম খাঁটি মানুষ···এমন ভালো সচ্চরিত্র লোক বড় একটা দেখা যায় না। টম্‌কে বেচতে আজ বাধ্য হচ্ছি, তবু একথা খুবই সত্যি যে তাকে বেচে আমি মর্মান্তিক দুঃখ পাবো! সেজন্য বলছি, টম্‌কে বেচে বারশো ডলার আমায় পাওয়া উচিত। অন্তত তোমার যদি এতটুকু বিচার-শক্তি থাকে, তাহলে আমার কথার অন্যথা করবে না!"

হেলী হেসে ওঠে, "বিচার-শক্তি ব্যবসা করতে গেলে এতটুকু বিচার-শক্তি থাকা উচিত, তা নিশ্চয়ই আমার আছে। আর সেজন্যই আপনার প্রস্তাবে রাজী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

মুখ ভার করে মিঃ শেল্‌বী বললেন, "তাহলে তোমার প্রস্তাবটা শুনি?"

"আমার প্রস্তাব হলো, বারশো ডলার যদি আপনি পেতে চান, তাহলে টমের সঙ্গে অন্তত আর একটা ছোট ছেলে কিংবা একটা ছোট মেয়ে দিতে হবে।"

মিঃ শেল্‌বীর মুখ ভারী হয়ে আসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটি কালো নিগ্রো ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। তার মাথায় কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো ছোট-ছোট চুল। ছেলেটির চোখ ও মুখের দিকে তাকালেই এমন একটা কমনীয় লালিত্য চোখে পড়ে যে কালো বলে তার দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!

তাকে দেখে মিঃ শেল্‌বী বলে উঠলেন, "কি চাই জিম্?"

সঙ্গে-সঙ্গে আদর করে টেবিল থেকে এক-টুকরো রুটী তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিঃ শেল্‌বী। জিম্ কি করবে ঠিক করতে না পেরে আস্তে-আস্তে মিঃ শেল্‌বীর দিকে এগিয়ে এল। শিশুকে কাছে টেনে তার মাথায় হাত দিয়ে মিঃ শেল্‌বী আদর করতে লাগলেন। মনিবের কাছে আদর পেয়ে শিশু যেন নিশ্চিন্ত হল! ঘরে ঢুকে মিঃ শেল্‌বীর পাশে গোমড়ামুখো হেলীকে দেখে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

আদর করতে-করতে মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আচ্ছা জিম্, তুমি এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দাও দিকি, কেমন নাচতে আর গাইতে পারো!"

মিঃ শেল্‌বীর কথায় শিশু জিম্ নাচতে শুরু করে দেয়। তাদের সমাজে বড়-বড় নিগ্রোদের যেমন বলিষ্ঠভাবে সে নাচতে দেখেছে, তেমনি বলিষ্ঠভাবে পা তুলে আর ফেলে জিম্ নাচতে আরম্ভ করে। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে জিম্ গান গেয়ে ওঠে। শিশুর সেই ভরাট গম্ভীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিগ্রোজাতির প্রকৃতিদত্ত অপূর্ব স্বরের মহিমা।

হেলী খুশী হয়ে টেবিল চাপড়ে মিঃ শেল্‌বীকে বলল, "এই তো! এই ছেলেটাকেই টমের সঙ্গে বেচে দিন···আমি আর কিছু চাই না। এতেই আমি খুশী হয়ে বারশো ডলার আপনাকে দিচ্ছি।"

মিঃ শেল্‌বীর মুখে কোন কথা বেরুল না। নির্বাক বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন হেলীর দিকে। হেলী কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলের ওপরে রেখে বলল, "এই নিন্ আপনার বারশো ডলার আর এই দলিলে 'টম্ আর জিমকে বেচে বারশো ডলার পেলুম' বলে লিখে সই করে দিন।"

www.BanglaBook.org

দলিলের কাগজটা মিঃ শেল্‌বীর হাতে গুঁজে দিল হেলী, আর নিজের কলমটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল সই করার জন্যে।

এমন সময় ঘরে চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক নিগ্রো মেয়ে এসে ঢুকল···ঢুকে করুণভাবে শিশুর দিকে চেয়ে হাত বাড়াল! শিশু যে-ভাবে তার কাছে ছুটে গেল, তাতে হেলীর বুঝতে বাকি রইল না, শিশুর সঙ্গে এই নিগ্রো মেয়েটির কি সম্পর্ক!

মেয়েটির দিকে চেয়ে মিঃ শেল্‌বী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার এলিজা?"

এলিজা ভয়ে জড়সড় হয়ে একান্ত কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিল, "আজ্ঞে জিম্‌কে খুঁজছিলাম·····"

মিঃ শেল্‌বী শান্তকণ্ঠে বললেন, "এলিজা, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও এবার!"

এলিজা তাড়াতাড়ি জিম্‌কে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেলী বলল, "নিন্, এবার দলিলে সই করে দিন মিঃ শেল্‌বী।"

মিঃ শেল্‌বী কিন্তু কলমে হাত দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন দলিলের দিকে তাকিয়ে। দলিলে বেচাকেনার সব শর্তই লেখা ছিল, শুধু যাদের বেচা হবে তাদের নামটা বাদে। সেখানে নিজের হাতে টম্ আর জিমের নাম বসিয়ে দলিলের নীচে সই করে দিতে হবে মিঃ শেল্‌বীকে। তাহলেই ওদের মালিকানা পেয়ে যাবে হেলী সেই মুহূর্তে।

মিঃ শেল্‌বীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে হেলী বলল, "তাহলে ছেলেটাকে টমের সঙ্গে দিচ্ছেন না! বেশ, তাহলে আমি চললাম·····অনর্থক আমার খানিকটা সময় নষ্ট করলেন। মনে রাখবেন, আমি যে দর দিয়েছি, এর চেয়ে সুবিধার দর আপনি আর কোথাও পাবেন না!"

মিঃ শেল্‌বী এবার জিজ্ঞাসা করেন, "এ শিশুকে নিয়ে তুমি কি করবে?"

হেলী হেসে জবাব দেয় "আমার এক বন্ধু একটা নতুন ব্যবসা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুলেছে···শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেচাকেনার কারবার সে করতে চায়, তাকেই আমি ওকে বেচে দেব !"

মিঃ শেল্‌বী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "না, এ হতেই পারে না···কি করে এই অবোধ শিশুকে আমি বেচবো ? আমি তো একজন মানুষ। কি করে মায়ের বুক থেকে ওকে কেড়ে নেবো ?"

হেলী তাতে কিছুমাত্র দমলো না।

সে বলে উঠলো, "এ আর এমন কি কঠিন কাজ ! মা-টাকে দু' একদিন কি এক হপ্তার মতন বাইরে কোথাও কাজে পাঠিয়ে দিন··· সেই ফাঁকে ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাবো···তাহলেই তো চুকে গেল ! এর মধ্যে ভাববার এত কি আছে ? মা-টা যদি ফিরে এসে কান্নাকাটি করে, তাহলে আপনার স্ত্রীকে বলবেন, তিনি যেন একজোড়া পিতলের দুল কিংবা একটা পুরোনো গাউন তাকে দিয়ে দেন, তাহলেই ছেলের কথা সে ভুলে যাবে !"

মিঃ শেলবী গম্ভীরভাবে জবাব দেন, "তুমি যত সহজ মনে করছো, ব্যাপারটা ঠিক তত সহজ নয় ;"

হেলী প্রতিবাদ করে বলে, "আশ্চর্য কথা ! আপনি কি এই কালো নিগ্রোদের আমাদের মতন মানুষ বলে মনে করেন নাকি ? আরে ছো ! ওদের ওসব স্নেহ, মায়া-টায়া কিছু নেই···ছেলের বদলে একটা কিছু পেলেই ওরা সব ভুলে যায়।"

মিঃ শেল্‌বী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি এখন তোমাকে পাকা কথা দিতে পারছি না···স্ত্রীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি ! তুমি বরং আজ সন্ধ্যার পর একবার এসো···তখন পাকা কথা তোমাকে বলতে পারবো !"

হেলীকে বিদায় দিয়ে মিঃ শেল্‌বী বিষণ্ণমনে ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগলেন।

আজ মিঃ শেল্‌বী দেনার দায়ে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, কি করে তা থেকে উদ্ধার পাবেন, তার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৎ পথে ব্যবসা করতে গিয়ে অসাধু লোকেদের ধাপ্পায় বারবার তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। যদিও বাইরে ধনী বলে আজও তাঁর নাম-ডাক আছে, কিন্তু আসলে তিনি আজ কপর্দকশূন্য, তার ওপর ঘাড়ে বিরাট দেনার বোঝা। এমন কি নিজের স্ত্রীও তাঁর বর্তমান নিঃস্ব অসহায় অবস্থার কথা জানেন না, বাইরের লোক তো দূরের কথা!

ওধারে এলিজা জিম্‌কে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পায় জিম্‌কে হেলী কিনতে চাইছে! ভয়ে তার সর্বদেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে। এমন সময় মিসেস্ শেল্‌বী বাড়ির ভেতর থেকে তাকে ডাকতেই দরজা ছেড়ে সে জিম্‌কে বুকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেল।

এলিজার মুখের দিকে চেয়েই মিসেস্ শেল্‌বী বলে উঠলেন, "কি হয়েছে রে এলিজা? তোর মুখখানা এমন শুক্‌নো কেন?"

এলিজা চুপ করে থাকে। মিসেস্ শেল্‌বী তাকে আদর করে কাছে ডেকে বললেন, "কিরে। কি হোলো তোর? হ্যারিসের কিছু খারাপ খবর পেয়েছিস্ নাকি?"

স্বামী হ্যারিসের কথা মনে হতেই এলিজা যেন একটা আশার আলো দেখতে পেল। হ্যাঁ....দরকার পড়লে সে ছেলেকে নিয়ে চুপিচুপি এখান থেকে পালিয়ে যাবে, ঠিক যেমনটি তার স্বামীও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পালাচ্ছে। মনিবগিন্নী যাতে তার মনের কথা বুঝতে না পারেন, তাই সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "না—সেরকম কিছু নয়।" এই বলেই সে ঘরের কাজে মন দিল। কিন্তু যে-কাজ সে করতে যায়, তাতেই সে ভুল করে বসে। হাত থেকে মাটির কুঁজোটা পড়ে ভেঙে গেল...মিসেস্ শেল্‌বীকে গাউন দিতে গিয়ে ভুলে মিস্টার শেল্‌বীর কোটটা নিয়ে হাজির হল।

এলিজার হাত ধরে মিসেস্ শেল্‌বী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে রে তোর এলিজা? এরকম তো তুই কোনোদিন করিস্ না! কি হয়েছে তোর, আমাকে সব কথা খুলে বল।"

www.BanglaBook.org

এলিজার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। মনিবগিন্নীর কাছে তার দুশ্চিন্তার কথাটা আর চেপে রাখতে পারল না সে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "এইমাত্র বৈঠকখানা-ঘরে দেখে এলুম এক দাস-ব্যাপারী বসে, মা···"

মিসেস্ শেল্‌বী ধমক দিয়ে ওঠেন, "তাতে তোর কি ?"

এলিজা বলে, "শুনলুম, আমার জিম্‌কে সে নাকি কিনতে চায় ! আপনার পায়ে পড়ি মা··· মনিব কি আমার এই দুধের বাছাকে বেচে দেবেন ?"

ব্যাপার শুনে মিসেস্ শেল্‌বী বলে ওঠেন, "বোকা মেয়ে ! তা কি কখনো হয় ? কোনো চাকর-বাকর তেমন বদমায়েসী না করলে উনি তাদের ছাড়িয়ে দেন না। দক্ষিণের দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উনি তো কোনো কারবার করেন না !"

মিসেস্ শেল্‌বীর পা জড়িয়ে ধরে এলিজা বলে, "আপনি বলুন মা, আপনি কখনো এতে মত দেবেন না···"

মিসেস্ শেল্‌বী বলেন, "অসম্ভব ! তুই পাগল হলি ! আমি কি কখনো এমন ব্যাপারে মত দিতে পারি ? তোর ছেলেকে আমার নিজের পেটের ছেলের মতন আমি দেখি···মা হয়ে আমি কি ছেলে বেচতে পারি ? না-না, তোর ছেলে তোর কাছেই চিরদিন থাকবে।"

মনিবগিন্নীর কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে এলিজার মন খানিকটা শান্ত হয়। আবার সে কাজকর্মে মন দেয়।

মিসেস্ শেল্‌বী তো আর জানেন না তাঁর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ! ব্যথা পাবেন বলে মিস্টার শেল্‌বী কোনোদিন স্ত্রীকে তাঁর এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা জানান নি। মিসেস্ শেল্‌বী জানেন, তাঁর স্বামীর মতন দরদী কোমল-মনের মানুষ আর হয় না। তাই তিনি সরলভাবেই এলিজাকে আশ্বাস দিলেন। বিশেষ কি দরকারে তাঁকে একবার এখনি বাইরে যেতে হবে, তাই তিনি তখন ব্যস্ত। নইলে এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তখনই কথাবার্তা কয়ে এলিজার মনের উদ্বেগ দূর করতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ক্রীতদাসের জীবন

এলিজা যখন কচি বাচ্চা মেয়ে, তখন মিস্টার শেল্‌বী তাকে এক দাস-ব্যাপারীর কাছ থেকে কিনে নিজের সংসারে এনে রাখেন। সেই দিন থেকে মিসেস্ শেল্‌বী এই নিগ্রো মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতন ভালোবাসতেন। তার কাজকর্ম, স্বভাব-চরিত্র দেখে তিনি এত মুগ্ধ যে, কোনোদিনই এলিজাকে তিনি ক্রীতদাসী বলে মনে করেন নি। এলিজা কোনো আবদার করলে তখনি তিনি সেই আবদার রাখেন। তাই শেল্‌বী-পরিবারে বাড়ির মেয়ের মতন আদরে-স্নেহে এলিজা বড় হয়ে ওঠে। মিসেস্ শেল্‌বীর কাছে আবদার আর ভালোবাসা পেয়ে তার স্বভাবও খানিকটা আদুরে হয়ে ওঠে।

এলিজার যখন বিয়ের বয়স হলো, মিসেস্ শেল্‌বী নিজে উদ্যোগী হয়ে তার সঙ্গে এক স্বাস্থ্যবান্ কর্মঠ সচ্চরিত্র নিগ্রো যুবকের বিয়ে দিলেন। সেই যুবকের নাম জর্জ হ্যারিস্। সেও ছিল একজন ক্রীতদাস। তার মালিক ছিলেন একজন জমিদার, থাকতেন দূরের কোনো এক গাঁয়ে। হ্যারিস্‌কে তিনি ভাড়া হিসাবে খাটালেন এক তুলোর কারখানার মালিকের কাছে। মিঃ শেল্‌বীর বাড়ির কাছেই ছিল ওই তুলোর কারখানা। সেখানে হ্যারিস্‌কে ক্রীতদাস রূপে কাজ করতে হতো না। কিছু কিছু মাইনে পেতো সে।

হ্যারিসের বুদ্ধি আর কাজ করার সামর্থ্য দেখে তুলোর কারখানার মালিক হ্যারিসকে কলের মজুরদের সর্দার করে দিলেন। হ্যারিস্‌ও প্রাণ দিয়ে কারখানায় খাটতো। বুদ্ধি খাটিয়ে তুলো পেঁজবার এক নতুন যন্ত্র পর্যন্ত সে তৈরী করেছিল এবং কারখানার মালিককে সেই যন্ত্র দিয়েছিল। যন্ত্রপাতি চালানো বা তৈরী করার ব্যাপারে তার রীতিমত দক্ষতা ছিল।

কালো হলেও হ্যারিসের দেহের গঠন ও মুখশ্রী ছিল অপূর্ব, তেমনি মধুর ছিল তার ব্যবহার! কারখানার প্রত্যেকটি লোক তার কোমল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবহারে তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো। কিন্তু তার বড় দুর্ভাগ্য, সে জন্মেছে কালো চামড়া নিয়ে নিগ্রোর ঘরে, তাই তার বিজ্ঞানী মনের এত গুণ কোনো কাজে লাগলো না! কারণ, শ্বেত মনিবের দল তখন এই কালো-চামড়াওয়ালা নিগ্রোদের মানুষ বলে মনে করতো না, তাদের আত্মা ও মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না। শ্বেত-মনিবদের কাছে কালো নিগ্রোরা ছিল শুধু ব্যবসার নির্জীব আসবাব বা পণ্যের সামিল। তাদের দেহেও রক্ত আছে, তাদের মনেও দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা আছে, একথা শ্বেত-মনিবরা ভুলেও মনে করতো না।

হ্যারিসের গুণের জন্য কারখানার মালিক কিন্তু তাকে ভালো চোখেই দেখতেন। হঠাৎ একদিন হ্যারিসের আসল মালিক সেই জমিদার তুলোর কারখানায় এসে হাজির। হ্যারিস্ একটা নতুন যন্ত্র তৈরী করেছে শুনে মালিক-জমিদারের মন হিংসায় জ্বলে উঠলো। লোকে যেমন ঘর ভাড়া দেয়, হ্যারিস্‌কেও তেমনি ভাড়া দিয়েছেন তুলোর কারখানার মালিকের কাছে। তাই তুলোর কারখানায় এসে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, হ্যারিস্‌কে তিনি এবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

জমিদারের মুখে হঠাৎ একথা শুনে তুলোর কারখানার মালিক তো অবাক্! জমিদার গম্ভীরভাবে জানালেন, তিনি শুধু হ্যারিস্‌কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তা নয়, হ্যারিস্ এখান থেকে এযাবৎ যা-কিছু রোজগার করেছে, তা আইনতঃ তাঁরই প্রাপ্য। কারণ, হ্যারিস্ হলো তাঁর ক্রীতদাস·····ক্রীতদাসের নিজের কোনো জিনিস বা সম্পত্তি থাকতে পারে না!

কারখানার মালিক অবাক্ হয়ে বললেন, "এটা কি খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?"

জমিদার গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন, "হ্যারিস্ আমার ক্রীতদাস··· তার ওপর আইনতঃ আমার পুরো অধিকার···এর মধ্যে আবার বাড়াবাড়ি কি?"

জমিদারের ভাবগতিক দেখে কারখানার মালিক অনুনয়ে করে

www.BanglaBook.org

বলেন, "হ্যারিসের দরুণ আপনাকে যে ভাড়া দিয়েছি, আমি তার চেয়ে আরো বেশী কিছু দিতে রাজী আছি।"

জমিদার রেগে বললেন, "ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আমার ক্রীতদাসকে, আমি আর ভাড়া দেবো না। এই আমার সাফ কথা। সে আমার জিনিস, আমি তাকে কেরত নিয়ে যাবো!"

ক্রীতদাস মানুষ নয়, জিনিস! সুতরাং তার নিজের কিছু মতামত থাকতে পারে না! বাধ্য হয়েই হ্যারিস্‌কে তার আসল মালিকের সঙ্গে ফিরে যেতে হোলো তার পুরোনো আড্ডায়। সেখানে আবার সেই ক্রীতদাসের একঘেয়ে জীবন···একটানা নির্যাতনের মাঝে মুখ বুজে তাকে দিন কাটাতে হয়।

তুলোর কারখানায় কাজ করার সময় হ্যারিস্ এলিজাকে বিয়ে করেছিল। কারখানার কাজের ফাঁকে দরকার মতো যখন সে ছুটি পেত, তখন সে এলিজার সঙ্গে দেখা করতে আসত। মিসেস্ শেল্‌বীও এলিজাকে ভালোবাসতেন, তাই তাঁর ব্যবস্থামতো এলিজা তাঁর কাছেই থাকত। হ্যারিস্ এলিজার কাছে এলে তিনি খুশী হতেন। এলিজা যখন শুনল, হ্যারিস্‌কে তার জমিদার-মালিক তুলোর কারখানা থেকে আবার নিজের খামারে নিয়ে গেছে, তাঁর মাথায় তখন যেন বাজ পড়লো! এলিজা শুনেছিল, হ্যারিসের জমিদার-মালিক কতখানি নিষ্ঠুর, আর কি রকম অত্যাচারী। সেখানে যে হ্যারিস্‌কে কয়েদীর মতো বাস করতে হচ্ছে, সে বিষয়ে এলিজার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

নির্যাতন, অবিচার, আর নিদারুণ পরিশ্রমে হ্যারিসের দেহমন আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে লাগল।

মিঃ শেল্‌বীর বাড়িতে হেলীর আসার কিছু আগে হ্যারিস্ হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। এসে দেখল, এলিজা মুখ ভার করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চুপিচুপি, সে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে তার কাঁধে হাত দিল! এলিজা চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে,—হ্যারিস্!

www.BanglaBook.org

"উঃ! আমি চম্‌কে উঠেছিলুম হ্যারিস্! তোমার কথাই আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম! মনিব গিন্নী একটু বাইরে গেছেন। আমার ঘরে এসো।"

এই বলে এলিজা বারান্দার ধারে ছোট্ট একটা ঘরে হ্যারিস্‌কে নিয়ে গেল। মনিব গিন্নী ঘরে থাকলে এই ছোট্ট ঘরটিতে বসে সে আপনার মনে সেলাই-এর কাজ করে। মনিব গিন্নী ডাকলেই যাতে তাড়াতাড়ি যেতে পারে, সেজন্য এই ছোট্ট জায়গাটুকু গিন্নী তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

ঘরে নিয়ে গিয়ে এলিজা হ্যারিসের মুখের দিকে চেয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ে। সে দেখে, হ্যারিসের মুখে আর আগের মতো হাসি নেই, চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে তার কপালে।

স্বামীর মন ভোলাবার জন্যে এলিজা জিম্‌কে কাছে টেনে নিয়ে আসে। ছেলেকে দেখিয়ে সে বলে, "দেখো, জিম্ কেমন সুন্দর হয়েছে!"

নিশ্বাস ফেলে হ্যারিস বলে, 'সুন্দর! নিগ্রোর ছেলে আবার সুন্দর! ও না জন্মালেই ভালো ছিল! ওকে আমি দেখতে চাই না। দেখলেই হয়তো মায়া হবে। ক্রীতদাসের আবার ছেলেমেয়ে! ওরা তো মনিবের অস্থাবর সম্পত্তি, যখন খুশী বেচে দেবে।" এই বলে একটু চুপ করে থেকে আর একবার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হ্যারিস্ বলে, "ভাবছি, ভগবান আমাকেই বা জন্ম দিয়েছিলেন কেন! ছেলেবেলাতেই কেন মরে গেলুম না।'

স্বামীর এই মর্মান্তিক কথায় এলিজার দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে সে, তারপর আর্তকণ্ঠে বলে, "দোহাই হ্যারিস, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা বলো না। আমি জানি, তুলোর কারখানা থেকে জোর করে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে। কি করবে বলো, সবই আমাদের ভাগ্য! কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, ওরকম অধীর হয়ো না! ধৈর্য ধরো! হয়তো কোনো উপায়..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"উপায়? উপায় কিছু নেই। ধৈর্যের কথা বলছো তুমি? মানুষের কত ধৈর্য আর থাকতে পারে? তুলোর কারখানায় মনের সুখে ছিলাম, সবাই আমাকে ভালোবাসতো, আমিও সবাইকে ভালোবাসতাম। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, কোনো কারণ নেই, কোনো যুক্তি নেই, সেখান থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসে চাবুক দেখিয়ে বললো, 'বড় বাড়্ বেড়েছো! দুদিনে ঢিট্ করে দেবো!' তারপর বেছে বেছে যত শক্ত হাঙ্গামের কাজ আমার ঘাড়ে একটার পর একটা চাপিয়ে দিচ্ছে, যাতে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে না পাই! এ যাতনা আমি আর সইতে পারছি না···মানুষের পক্ষে সওয়া সম্ভব নয়! সামান্য অজুহাতে চাবুক চালায়! কঠোর কাজকর্ম সেরে একটু যদি পড়ার বই নিয়ে বসি, তাহলে আর রক্ষা নেই! এ আর আমি সইতে পারছি না, আর সইবো না! কিছুতেই না!" এই বলে নিষ্ফল আক্রোশে ঊর্ধ্বে বদ্ধ মুষ্টি তোলে হ্যারিস্।

হ্যারিসের সেই বিদ্রোহী মূর্তি দেখে এলিজা ভয়ে কেঁপে ওঠে। চারদিকে সে চেয়ে দেখে, কেউ তাদের দেখছে কিনা! তার স্বামীর এ- রকম মূর্তি সে আর কখনও দেখেনি! কি বল্‌বে, ঠিক করতে না পেরে ভয়ে এলিজা চুপ করে থাকে।

বেশীক্ষণ বাইরে থাকার উপায় নেই হ্যারিসের, তাই সে এলিজার কাছে বিদায় চায়। সে বলে, "আজ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, এলিজা! আমার দুঃখের দিনে তুমিই ছিলে আমার একমাত্র আনন্দ। কিন্তু তোমাকে ছেড়েও আজ আমাকে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, যেতে আমাকে হবেই। চির দাসত্বের এ বাঁধন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি মুক্তি চাই। তোমাকেও মুক্ত করতে চাই! কিছুদিনের মতো এখন বিদায়!" কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে হ্যারিস্।

এলিজা চমকে ওঠে হ্যারিসের কথায়। আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কেন বিদায় চাইছো তুমি? কোথায় যাচ্ছো?"

গলা খাটো করে হ্যারিস্ বলে, "বহুদূরে কানাডায়। ঈশ্বরের

www.BanglaBook.org

কাছে তুমি প্রার্থনা করো, সেখানে গিয়ে যেন টাকা জমাতে পারি। একদিন না একদিন হয়তো সে টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নিতে পারবো! এ ছাড়া আর আমার করার কিছুই নেই। আমার একমাত্র ভরসা, তোমার মনিবের মতো দরদী দয়ালু মনিব বড় একটা হয় না! তাই আমার বিশ্বাস, টাকা পেলেই তিনি তোমাকে আমার কাছে বেচে দেবেন। তখন নতুন করে দুজনে আমরা একসঙ্গে ঘর সংসার পাতবো।"

এলিজার কানের কাছে এসে হ্যারিস্ চুপি চুপি বলে, "লুকিয়ে আমাকে পালিয়ে যেতেই হবে, মুক্তি পাবার অন্য কোনো উপায় নেই! পালাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে ফেলেছি। আমার কজন বন্ধু আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই হয়তো শুনতে পাবে, কজন ক্রীতদাস একসাথে পালিয়েছে···জেনো, তাদের মধ্যে আমিও আছি। আর দেরী নয়, এবার বিদায়!"

একথা বলেই হ্যারিস্ ঝড়ের মতো বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

এলিজার দুচোখ জলে ভরে আসে···নীরবে সে দাঁড়িয়ে দেখে হ্যারিসের শরীরটা ছায়ার মতো ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঠের ওদিকে ঘন ঘন গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

টম্ কাকার কুটীরে

টম্ কাকার কাঠের ঘরটি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানেই টম্ শিশুকাল থেকে বাস করে এসেছেন। তাঁর কাঠের কুঠরীর সামনে খানিকটা খালি জায়গা পড়ে ছিল। সেই ছোট্ট জায়গাতে টম্ নিজের হাতে চমৎকার একটা বাগান তৈরী করেছেন। যে সময়ের যা, টম্ সেসব ফল-ফুল বা শাক-সব্জীর চাষ করেন নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাগানে। তাই তাঁর সেই কুটীরের সামনেটা সব সময়ে সবুজে ছেয়ে থাকে। তাঁর যত্ন আর পরিশ্রমের ফলে তাঁর বাগানের শাক-সব্জী আর তরি-তরকারি সকলের নজরে পড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কুঠরীর একধারে একটা ছোট্ট রান্নাঘর। রান্না-ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে হাতের তৈরী একটা তক্তার টেবিলের সামনে কতকগুলো কাঠের টুল।

একটা টুলে রাতের আহারের জন্য বসেছেন টম্ কাকা। যদিও টম্ কাকার বয়স হয়েছে, কিন্তু তাঁর বিরাট সুগঠিত দেহ এখনো ভেঙে পড়েনি। চওড়া বুক, ভরাট গম্ভীর মুখ, পেশীযুক্ত হাত, চোখ দুটো ছোট বটে কিন্তু কি স্নিগ্ধ আর করুণ তার চাউনি! টম্ কাকাকে দেখলে মনে হয়, তিনি যেন জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের মর্ম জানতে পেরেছেন!

টমের স্ত্রী ক্লো-খুড়ী রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। রান্নাঘরে দু'একজন নিগ্রো বাসন-পত্র ধোয়া-মোছা করছে।

তখনো খেতে একটু দেরী আছে, তাই টম্ কাকা গম্ভীর মুখে এক-দৃষ্টিতে মাথা হেঁট করে মনোযোগ দিয়ে ভাঙা স্লেটে বড় বড় হরফে অক্ষরের ওপর দাগ বুলোচ্ছেন। পরিণত বয়সে টম্ কাকা মনিবের বালকপুত্রের আগ্রহে তার কাছে বর্ণমালা শিখছেন। তার সামনে বসে এই শিক্ষা-কার্য তদারক করছে মিঃ শেল্‌বীর তেরো বছরের ছেলে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ মনিব জর্জ! জর্জের মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হয়, বুড়ো ছাত্রের শিক্ষার ব্যাপারে তার এতটুকু শিথিলতা নেই।

ছাত্র আর শিক্ষক যখন পড়াশুনায় মশগুল, ক্লো-খুড়ী তখন টেবিলের সামনে প্লেট নিয়ে হাজির হলেন এবং শিক্ষাদানরত তরুণ মনিবকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "দোহাই মাস্টার মশাই, এখন তোমার বই আর স্লেটপত্তর তুলে ফেলো, বুড়ো ছাত্তরকে এবার খেতে দাও···তুমিও একটা প্লেট নিয়ে বসে পড়ো···তোমার জন্যে আজ ভালো সশেজ্ তৈরী করেছি!'

খুশীর আমেজে জর্জ এক গাল হেসে বলে ওঠে, "আমি জানতাম

www.BanglaBook.org

খুড়ী, তোমার এখানে যখন এসেছি, তখন ভালো-মন্দ কিছু খেতে পাবো নিশ্চয়ই।"

রান্নাঘর থেকে ক্লো-খুড়ী এসে টম্ আর জর্জের প্লেটে গরম গরম পিঠে পরিবেশন করেন। খেতে খেতে হঠাৎ জর্জের চোখ পড়ল দরজার দিকে। তারই মতো ছোট-ছোট নিগ্রো ছেলেরা হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সে নিজের প্লেট থেকে একটা পিঠে ভেঙে তাদের হাতে দিল!

রান্নাঘর থেকে ক্লো-খুড়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওদের জন্যে তুমি ভেবো না। ওদের জন্যও রেখেছি! এই পেটি, এই মোসি, এদিকে আয়, ওরে ও খুদে রাক্ষসের দল!"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে জর্জ নিজের ঘরে ফিরে গেল।

এদিকে প্রার্থনার জন্য আশপাশের কুটীর থেকে আরো নিগ্রো এসে টম্ কাকার কুটীরের সামনে জমায়েত হয়েছে! এবার সমবেত সকলকে টম্ কাকা বললেন, "এখন আমরা প্রার্থনায় বসবো।"

রোজই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টম্ কাকা প্রতিবেশীদের নিয়ে প্রার্থনায় বসেন। হাতে থাকে তাঁর ছোটো একটি বাইবেল। এই বইটি তাঁর চিরসাথী। শ্রোতাদের কাছে অন্তরে ভক্তি নিয়ে সোজা কথায় টম্ কাকা বাইবেলের ব্যাখ্যা করেন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই সরল ব্যাখ্যা ও অন্তরের প্রার্থনা শুনে সকলের চোখ ভক্তিতে আর ভালোবাসায় জ্বল্‌জ্বল্ করে ওঠে। আনন্দে ভরে ওঠে টম্ কাকার হৃদয়।

টম্ কাকা যখন এভাবে প্রার্থনায় বিভোর হয়ে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলেন, সেসময় মিস্টার শেল্‌বীর ঘরে একটা বিষাদ করুণ সুর বেজে উঠেছে। স্ত্রীকে সব কথাই খুলে বলেছেন মিঃ শেল্‌বী। বলেছেন তাঁর নিরুপায় আর্থিক অবস্থার কথা। আরও বলেছেন··· টাকা না পেলে দেনার দায়ে তাঁকে সব কিছু খোয়াতে হবে, এ অবস্থায় হেলীর কাছে টম্ আর জিমকে বেচতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি, নইলে এ জঘন্য কাজ তিনি কখনই করতেন না। স্বামীর আসন্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিপদের কথা শুনে মিসেস্ শেল্‌বীর মুখ দিয়ে কোনো ভাষা বেরুল না। তিনি নীরবে সম্মতি জানালেন স্বামীর প্রস্তাবে, ভুলে গেলেন এলিজাকে দেওয়া তাঁর আশ্বাসের কথা।

এদিকে ঘরে ফিরে এসেই জর্জ শুনতে পেল বাবা-মার নিরিবিলি কথাবার্তা। টম্ কাকাকে বেচে দেবার কথা শুনেই সে অস্থির হয়ে উঠল। আর চুপ করে থাকতে পারল না সে। কোনো এক ফাঁকে বাবা-মার মাঝখানে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে আবদার করে বলল, "টম্ কাকাকে বেচো না, বাবা।"

ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে মিঃ শেল্‌বী বললেন, "তোমার কথা আমি এখন রাখতে পারছি না বলে খুবই দুঃখিত, তবে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো হলেই ওঁকে আবার কিনে নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবো।"

ঘরের জানালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে এলিজা সব কথা লুকিয়ে শুনছিল। তার মনিব যে জিম্‌কে বেচে দেবেনই তা বুঝতে পেরে এলিজা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার শব্দ শুনে মিঃ শেল্‌বী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নিজের বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে হেলী তাঁর পাকা কথাটা শোনার জন্যে কিছুক্ষণ আগে থেকে এসে বসে রয়েছে। হেলী আর মিঃ শেল্‌বী আবার মুখোমুখি বসলেন। মিঃ শেল্‌বী গম্ভীর মুখে দলিলে টম্ আর জিমের নাম লিখতে আরম্ভ করলেন। লেখা শেষ হলে হেলীকে সেটা পড়তে দিলেন। পড়ে হেলী বললো, "হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে···বাকি শুধু সইটা! আপনি এবার সই করে দিন।"

সই হয়ে গেলে হেলী দলিলটা জামার ভিতরকার একটা পকেটে রেখে দিল, আর অন্য একটা পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে গুণে বারশো ডলার মিঃ শেল্‌বীর হাতে দিয়ে বলল, "এই নিন, আপনার দামটা। ব্যস্, বেচা-কেনাটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল! কাল সকালে এসে ওদের দুজনকে নিয়ে যাবো।"

মিঃ শেল্‌বী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ।"

খুশী মনে দাস-ব্যবসায়ী হেলী বিদায় নিয়ে চলে গেল, আর

www.BanglaBook.org

মলিন মুখে মিঃ শেল্‌বী পাগলের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে-করতে আপন-মনে বকবক করতে লাগলেন, "সবই শেষ হয়ে গেল। সবই-শেষ হয়ে গেল!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এলিজার পলায়ন

টম্ কাকার কুটীরে সেদিনকার প্রার্থনা-সভা ভাঙতে অনেক রাত হলো। ভক্তির আবেগে টম্ কাকা নিজে গোটাকতক বন্দনা গাইলেন, তারপর প্রার্থনার সময় খানিকটা উপদেশ দিলেন। পাড়া-পড়শীরা যখন ফিরে গেল, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। টম্ কাকা আর স্ত্রী ক্লো তখনও শোবার ঘরে জেগে।

এমন সময় অন্ধকারে দরজার পরদা নড়ে উঠল। ক্লো-খুড়ী সেদিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে গো? এত রাতে কে ওখানে পরদার পাশে?"

পরদা একটু সরে গেল। আগন্তুকের মুখটা দেখতে পেয়েই ক্লো আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি সর্বনাশ! এ যে এলিজা পোড়ারমুখী! এত রাত্তিরে! কি রে, কি ব্যাপার?"

ছুটে গিয়ে ক্লো হাত ধরে এলিজাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলেন। টম্ কাকা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে একটা মোমের বাতি জ্বালতেই সে আলোয় এলিজার ভয়ার্ত শুকনো পাংশু মুখ নজরে পড়ল। তার মুখের ফ্যাকাশে চেহারা দেখেই টম্ কাকা বুঝলেন, নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক বিপদ ঘটেছে!

টম্ কাকা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ব্যাপার, এলিজা?"

স্থির শুষ্ক কণ্ঠে এলিজা বললো, "টম্ কাকা, ক্লো-খুড়ী, আমি শুধু তোমাদের দুজনকে বলতে এসেছি···এই দণ্ডে আমি আমার দুধের

www.BanglaBook.org

বাছাকে নিয়ে এখান থেকে পালাচ্ছি! মনিব আমার জিমকে বেচে দিয়েছেন। আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে···"

কান্নায় ভেঙে পড়ে এলিজার কণ্ঠ। টম্ কাকা অবাক হয়ে বলেন, "কি বল্‌ছিস্ তুই? মিস্টার শেল্‌বী তোর ছেলেকে বেচে দিয়েছেন!"

এলিজা স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়, "আমিও আগে একথা বিশ্বাস করিনি। অমন দরদী দয়ালু মনিব জীবনে কেউ পায় না! কিন্তু আমার ভাগ্যে সবই উলটো! গিন্নীর ঘরের জানালার পাশে লুকিয়ে আমি নিজের কানে শুনলাম, গিন্নীমাকে মনিব বললেন, 'আর পারলাম না, এলিজার ছেলে জিম্‌কেও বেচে দিতে হলো। সেই সঙ্গে'···"

একটু থেমে এলিজা আবার বলে, "সেই সঙ্গে টম্ কাকাকেও মনিব বেচে দিয়েছেন। ভোর হলেই মনিব ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন, আর যে লোকটা কিনেছে, সে এসে তোমাকে আর আমার ছেলেকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে। তাই আমি নিশুতি রাতের আঁধারে এখনি পালিয়ে যাচ্ছি।"

সমস্ত ঘর যেন হঠাৎ ওলটপালট হয়ে গেল! এলিজার কথা শুনতে শুনতে কখন নিজের অজ্ঞাতে টম্ কাকার দুটি হাত যোড় হয়ে উপরের দিকে প্রসারিত হয়েছিল! কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু মুখে তাঁর ভাষা ফুটলো না। পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে থাকেন, এ কি সত্য, না স্বপ্ন! এতদিন পরে মিস্টার শেল্‌বীর মতন মহাপ্রাণ লোক তাঁকে দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিলেন—এটাও কি সম্ভব? যখন বুঝলেন, এলিজা যা বলছে, তার এক বর্ণ মিথ্যা নয়, তখন নিমিষে তাঁর চোখের সামনে দুনিয়ার সব আলো নিভে গেল। এলিজার কথার মানে যে কি ভয়ানক, তা ভাবতে গিয়ে থর্-থর্ করে তাঁর সারা দেহ কেঁপে উঠলো। তিনি পুরোনো চেয়ারটায় অসহায় ভাবে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

ক্লো-খুড়ী মাথায় হাত দিয়ে কেঁদে উঠলেন, "কি সর্বনাশ! টম্

www.BanglaBook.org

মনিবের কাছে কি অন্যায় করেছে, যার জন্যে তিনি টম্‌কে এ সাজা দিলেন? সারা জীবন আমরা তাঁর সেবা করে এসেছি! হা ভগবান!"

প্রভুভক্ত ক্রীতদাসী এলিজা তখনো মনিবের প্রশংসা করে বলে, "মনিবের কোনো দোষ নেই! আমি নিজের কানে সব শুনেছি। দেখলাম, মনিবের চোখে জল। তিনি বললেন, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই! আমাকে দেনা শোধ দেবার জন্যে বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হচ্ছে। মহাজন বেটা ভারী পাজী, কিছুতেই শুনবে না। তার দেনা যদি শোধ না দেই, তাহলে সে নালিশ করে বাড়ি ঘরদোর সমেত সব কিছু নিয়ে নেবে!"

ক্লো-খুড়ী বুঝলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠুর হলেও ব্যাপারটায় মনিবের কোনো হাত নেই! ভোর হলেই টম্ কাকাকে দাস-ব্যবসায়ী এসে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে, তাই স্বামীর হাত ধরে ক্লো মিনতি করেন, "তুমিও কেন এলিজার সঙ্গে পালিয়ে যাও না? দোহাই তোমার, আমাদের কথা ভেবো না। তোমার পায়ে পড়ি···তুমিও এই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো। আমি এখনি একটা পুঁটলিতে তোমার জিনিসপত্তর বেঁধে দিচ্ছি।"

টম্ কাকা গম্ভীরভাবে চারদিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, "তা হতেই পারে না···জীবনে আমি কোনোদিন মনিবের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে বেইমানী করিনি···আজও তা করতে পারবো না। সে-অনুরোধ তুমি আমাকে কোরো না ক্লো। এলিজা একাই তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাক্!"

ক্লো-খুড়ী কেঁদে টম্ কাকার পা জড়িয়ে ধরেন। টম্ কাকা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলেন, "তুমি বুঝছো না ক্লো—আমিও যদি পালিয়ে যাই, তাহলে দাস-ব্যবসায়ী মনিবকে ছাড়বে না···মনিবকে তো হয়রানি করবেই, সেই সঙ্গে আরো দশজন নিরীহ লোক, যারা এখনো মনিবের আশ্রয়ে নিরাপদে আছে, তারাও বিপদে পড়বে। না, না,—লুকিয়ে পালানো আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরের এক কোণে একটা ভাঙ্গা পুরোনো খাটে ছিল টম কাকার বিছানা। টম্ সেই বিছানায় শুয়ে পড়েন।

এলিজা আর দেরী করতে পারে না! দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলে, "আমার ছেলের জন্যে আমাকে পালাতেই হবে। কোথায় যাবো, কি করবো, তা জানি না। আজও বিকেল বেলায় হ্যারিস্ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল···জগতে সে-ই আমার একমাত্র ভরসা! কিন্তু তার নিষ্ঠুর মনিব তার এমন দশা করেছে যে, তাকেও পালিয়ে যেতে হচ্ছে! সে আমাকে বলে গেছে, পালিয়ে সে কানাডায় যাবে! তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, যদি তার কোনো খবর পাও, তাহলে তাকে আমার কথা বোলো। তাকে জানিয়ে দিও, আমি কিভাবে অনাথিনী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি! তাকে বোলো, যদি বেঁচে থাকি, যেমন করে হোক, জিম্‌কে নিয়ে কানাডায় তার কাছে আমি যাবোই।"

এলিজার দুচোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে···ঘরে আর যে দুজন প্রাণী, তাদের চোখেও জলের ধারা!

দু-হাত দিয়ে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে এলিজা রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। জীবনে যে কোনোদিন বাড়ির আশপাশ ছাড়া আর কোথাও বেরোয়নি, আজ এই অন্ধকারে সে পথে বেরুল। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই ঠিক নেই। শুধু জানে, যেমন করে হোক বুকের শিশুকে রক্ষা করতে হবে। কালো ক্রীতদাসীর বুকে তখন জেগে উঠেছে নিখিলের মাতৃ-স্নেহ! সে-স্নেহ সন্তানের কল্যাণের জন্য সব বিপদ তুচ্ছ করতে পারে! তার ছেলে এতটুকু শিশু নয় যে হাঁটতে পারে না! কিন্তু তাকে বুক থেকে নামিয়ে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে এলিজার বুক কেঁপে ওঠে!···সব মার মতো সেও ভাবে, মার বুকে যদি সন্তান থাকে, তাহলে সেখান থেকে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তাই এলিজা জিম্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই অন্ধকারে হাঁটতে শুরু

www.BanglaBook.org

করে। পদে পদে টলে পড়ে, হোঁচট খায়! তবুও চলে···মায়ের স্নেহ তার দুর্বল দেহে এনে দিয়েছে পুরুষের শক্তি।

অন্ধকারে একে-একে সে পরিচিত পথ-ঘাট পেরিয়ে নগরের বাইরের দিকে এগিয়ে চলে। এক-একটা মোড়ে আসে আর ভয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, বুঝি বা পেছনে কেউ ধরতে আসছে! আবার চলতে শুরু করে। ক্রমে তার পরিচিত পথ-ঘাট ফুরিয়ে এলো। সামনে যত এগিয়ে যায় ততই সব অপরিচিত লাগে···কোন্ পথে কোথায় যাচ্ছে, সে তার কিছু হদিস করতে পারে না। শুধু জানে, উত্তরের সোজা পথ ধরে রাতের আঁধার থাকতে-থাকতে এই অভিশপ্ত শহর ছেড়ে যত দূরে চলে যেতে পারে ততই তার মঙ্গল!

শেষে শহরের বাইরে এসে পড়লো। দু'একবার সে তার মনিব গিন্নীর সঙ্গে এ পথ দিয়ে এসেছে। এ পথের আর একটু দূরে ওহিও নদীর ধারে ছোট্ট একটা গ্রাম আছে···সেই গ্রামে সে দু'একবার এসেছে। অজ্ঞাতে তার মন আজ তাকে নিয়ে চলে সেই গ্রামের দিকে। সেই গ্রাম তার পরিচিত জগতের শেষ সীমানা! তার বাইরে কি আছে, সে আর ভাবতে পারে না। মনে-মনে শুধু ভগবানকে ডাকে, 'ওগো দয়াময়, অভাগিনী আমি শুধু তোমার নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছি! তুমি রক্ষা কোরো।'

পথ চলতে-চলতে রাত শেষ হয়ে গেল···এলিজা না থেমে এক-নাগাড়ে হেঁটেই চলে। ক্রমে উষার আলোয় দিগন্ত ছেয়ে গেল। ছেলেকে বুকে করে এলিজার পথ চলার বিরাম নেই। যতই দিন বাড়তে লাগল, এলিজার ভয় ততই বেড়ে যেতে লাগল! এলিজা ভাবে হেলী নিশ্চয়ই সকালে জিম্‌কে না পেয়ে এই পথেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তাকে ধরবার জন্যে। তাই সে ঘন ঘন পিছু দেখতে লাগল। আশেপাশের কোনো গ্রামে আশ্রয় নেবার সাহস তার হলো না। তার অমন দরদী দয়ালু মনিব যখন তার দুধের বাছাকে বেচে দিয়েছেন, তখন সে আর কাউকেই বিশ্বাস করবে না। মায়ে-পোয়ে এক সাথে মরবে সেও ভালো, তবুও হেলীর খপ্পরে তার দুধের বাছাকে কিছুতেই

www.BanglaBook.org

সে ছেড়ে দেবে না। দরকার পড়লে কি করে আত্মহত্যা করা যায় সে কথাই সে ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল। পথ যেন আর ফুরোয় না।

এদিকে সকালবেলা মিসেস্ শেল্‌বী এলিজাকে বারবার ডেকেও তার সাড়া পেলেন না। একজন ক্রীতদাসী এসে তাঁকে জানাল যে এলিজা ও তার ছেলেকে বাড়ির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে সে তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। একথা শুনেই মিসেস্ শেল্‌বী ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, এলিজা যেন তার ছেলেকে নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে! তারপর তিনি স্বামীর কাছে ছুটলেন খবরটা তাকে জানাতে।

মিঃ শেল্‌বী তখন দেনা শোধ করার কাজে সারা দিনের মত বাইরে থাকবেন বলে তৈরী হচ্ছিলেন! স্ত্রীর কথায় তিনি বিস্মিত হলেন না। তাঁর মনে হলো—এটাই তো মায়ের স্বাভাবিক কাজ। তিনি মনে মনে খুব খুশী হলেন এলিজার পালিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাড়ির বাইরে বেরুতে যাবেন এমন সময় হাতে একটা মস্ত বড় চাবুক নিয়ে ঘরে ঢুকল হেলী।

"শুনছি, জিমকে নিয়ে তার মা এলিজা পালিয়ে গেছে, কথাটা কি সত্যি মিঃ শেল্‌বী?"—জিজ্ঞাসা করল হেলী।

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "আমিও এইমাত্র সেকথা শুনলাম। এতে আমার করার কিছুই নেই।"

হেলী বলল, "এলিজাকে ধরবার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে হবে আপনাকে। আপনি আমার সাথে চলুন।"

মিঃ শেল্‌বী বললেন, "জানো তো আজ আমার সময় হবে না—দেনার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার জন্যে এখুনি আমাকেও রওনা হতে হবে। আমার তরফ থেকে আমি দুজন লোক তোমাকে দিচ্ছি। তারা তোমাকে সাহায্য করবে।" এই বলে মিঃ শেলবী হাঁক পাড়লেন সাম আর আণ্ডিকে। তারা দুজনে ছুটে আসতেই মিঃ শেল্‌বী তাদের হেলীকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েই নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ীর এই জঘন্য পরিবেশ থেকে দূরে চলে গেলেন নিজের দেনা চুকোবার কাজে।

সাম আর আণ্ডি তখনই হেলীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে গেল। তারা কিন্তু আসলে এলিজাকে সাহায্য করতে চায়—এলিজা যে তাদের অতি আপন জন—এতদিন ধরে তারা সকলে একই পরিবেশে মানুষ—একই ব্যথার ব্যথী। অথচ এলিজাকে সাহায্য করতে হলে হেলীর রওনা বন্ধ করতে হয়, কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাই হেলীর রওনা হতে যত দেরী হয়, তারই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল তারা। তারা ভাবলে—হেলীর রওনা হতে দেরী হলে এলিজার মঙ্গল হবে, কেননা ততক্ষণে সে আরও দূরে—বহুদূরে পালিয়ে যেতে পারবে, হয়তো বা তাদের এই সামান্য সাহায্যের জন্য—এলিজা ও তার ছেলে হেলীর নাগালের বাইরে চলে যাবে।

হেলী যখন সাম ও আণ্ডিকে আস্তাবল থেকে তার জন্যে একটা ভাল তেজী ঘোড়া আনতে বলল, তখন তারা প্রথমত অযথা দেরী করলে, তারপর ঘোড়ার জিনের স্ক্রুগুলো আল্‌গা করে দিলে—যাতে হেলী ঘোড়ায় চাপার সঙ্গে সঙ্গে জিন খুলে পড়ে যায়। : আর হোলও তাই। টম্‌কে নিজের লোকের জিম্মায় রওনা করিয়ে দিয়ে হেলী যখন এলিজাকে ধরবার জন্যে ঘোড়ায় চেপে রওনা হতে গেল, তখনই জিন খুলে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল, আর ঘোড়াটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কোথায় কোন্ গাছের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাম আর আণ্ডি অতিকষ্টে হাসি সামলিয়ে হেলীকে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করল, তার কোটের ধুলোবালি ঝেড়ে দিল, আর ঘোড়াটাকে গালাগালি দিতে লাগল হেলীর মন রাখার জন্যে।

হেলী কিন্তু বুঝতে পারেনি যে তার এই বিপদের জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে সাম্ আর আণ্ডি। তাই সে আর একটা ঘোড়া যোগাড় করে সাম্ আর আণ্ডিকে নিয়ে রওনা হল এলিজা ও তার ছেলেকে ধরার জন্যে। তখন প্রায় দুপুর। হেলী হিসেব করে দেখল, রওনা হতে তার ঘণ্টা তিনেক দেরী হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

ওদিকে এলিজা তার ছেলেকে বুকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে উত্তরের দিকে। তার ক্লান্ত শরীর আর বইছে না। তবুও তার পথ চলার বিরাম নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল শেষে আঁধার করে সন্ধ্যা নামল। সারা দিনের পথশ্রমে এলিজা তখন ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত, তার ওপর প্রচণ্ড শীত পড়েছে। হাওয়া যেন ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে! জিমের হাত-পাও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিজের শরীরও হয়েছে ভারী। কিন্তু এলিজার তখন এ সব দিকে নজর দেবার মতো সময় নেই। কি এক অপূর্ব দৃঢ় মনোবলে সে নিজের শরীরকে টেনে হিঁচড়ে একনাগাড়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরের দিকে—আরও উত্তরে কানাডার দিকে যেখানে গেলে তার ছেলের কোনো বিপদ থাকবে না। সন্ধ্যার মুখে ওহিও নদীর কাছাকাছি একটা গাঁয়ের মধ্যে প্রবেশ করে দেখল, দু'একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। সেদিকে না গিয়ে এলিজা নদীর পারঘাটার দিকে চলল। কিন্তু পারঘাটায় এসে দেখল, একখানাও নৌকো নেই। থাকবেই বা কি করে? সমস্ত নদী বরফে জমে গেছে··· অন্ধকারে নদীর বুকে চাঁই-চাঁই বরফ ভেসে চলেছে। এ অবস্থায় নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার কোনো উপায় নেই দেখে এলিজা তীর ধরে এগিয়ে চলতে লাগল।

কিছু দূর গিয়ে নদীর ধারে এলিজা একটা সরাইখানা দেখতে পেল। সরাইখানার দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরের ভেতরে সরাইখানার মালিকানী চেয়ারে বসে আপন মনে কি বুনছে···সামনের টেবিলে রয়েছে জলখাবার! বোনা রেখে দিয়ে মালিকানী খেতে বসার জন্যে টেবিলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় দরজার বাইরে থেকে এলিজা কাতরকণ্ঠে ডেকে উঠল, "মা! মাগো!"

হঠাৎ সেই কাতর ডাক শুনে সরাইখানার মালিকানী ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কে ওখানে?"

দরজার বাইরে থেকে ভয়ে-ভয়ে এলিজা বলে, "হ্যাঁ মা, নদীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপারে যাবার জন্যে কোনো ফেরী-বোট বুঝি আজ আর পাওয়া যাবে না ?"

ভেতর থেকে জবাব আসে, "না···বরফের দরুণ ফেরী-বোট আজকাল বন্ধ আছে।"

কথা বলতে বলতে মালিকানী দরজার কাছে এগিয়ে আসে। এলিজার কাতর-মলিন মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার ? ওপারে এত কি দরকার ? কারো বুঝি শক্ত অসুখ করেছে ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুব বিপদে পড়েছো !"

ধরা গলায় এলিজা জবাব দেয়, "হাঁ মা, আমি বড় বিপদে পড়েছি ···আমার এক ছেলের ভয়ানক বিপদ···কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম। তাই অনেকখানি পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। তা মা, কোনোরকমেই কি এখন ওপারে যেতে পারবো না ?"

এলিজার বিষণ্ণ মুখ আর কাতর কণ্ঠ শুনে মালিকানীর মনে বোধ হয় মমতা জেগে উঠল। সে বললে, "ফেরী তো এখন বন্ধ। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি তোমার জন্যে কতটা কি করতে পারি !" এই বলেই সে চেঁচিয়ে হাঁক দিলে, "সলোমন···ও সলোমন !"

মালিকানীর হাঁক-ডাকে বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। মালিকানী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সলোমন, আজ রাতে একজন ব্যাপারীর নৌকো ওপারে যাবার কথা আছে না ?"

সলোমন ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে জানালে, "হাঁ !"

মালিকানী এলিজাকে বললে, "শোনো বাছা, এখান থেকে একজন ব্যাপারী তার মালপত্তর নিয়ে ওপারে যাবে বলে শুনেছি। নদীর অবস্থা আজ বড়ই খারাপ। নৌকো ওপারে যাবে কিনা ঠিক বলতে পারছি না। তবে এখনি সে এখানে খেতে আসবে। তুমি বরং এধারে উঠে এসে একটু অপেক্ষা করো বাছা,···দেখি, সে যদি তোমাকে নৌকো করে ওধারে নিয়ে যায় !"

এতক্ষণে জিমের দিকে মালিকানীর নজর পড়ে। জিজ্ঞাসা করে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এই বুঝি তোমার ছেলে? বাছা রে! এই নাও, ওকে এই কেকটা খেতে দাও!"

একথা বলে মালিকানীএলিজার হাতেএকখানা কেক দিল। এলিজা খাওয়াবার জন্যে জিমের মুখের কাছে কেকখানা ধরল। কিন্তু ভয়ে আর পথের ঝাঁকুনিতে জিম্ এমন অবশ হয়ে পড়েছে যে কেক খাওয়ার জন্যে এতটুকু আগ্রহ সে দেখাল না! কেঁদে ককিয়ে উঠল সে।

ছেলেকে শান্ত করার জন্যে এলিজা তাকে আরও নিবিড় করে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে মালিকানীকে সে বলে, "কখনো এতটা পথ হাঁটেনি কিনা···তাই কাঁদছে, মা।"

দরদ জানিয়ে মালিকানী বলে, "ওকে নিয়ে ভেতরে বসো।" এই বলে সে দরজা খুলে পাশে একটা ছোট্ট ঘর দেখিয়ে দেয় এলিজাকে।

এলিজার দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে আসে। জিম্‌কে বুকে নিয়ে ঘরে এসে দেখে, ভাঙা পুরোনো একখানা খাট পাতা। শান্ত ঘুমন্ত ছেলেকে সে খাটে শুইয়ে দেয়। এতক্ষণ পরে সে বুক থেকে ছেলেকে নামাল।

খাটে শোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জিম্ আরামে ঘুমোতে লাগল। কিন্তু এলিজার সারা দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও তার চোখে ঘুম আসে না। ঘুম বা বিশ্রামের কথা সে যেন ভাবতেও পারে না! হাড়ের মধ্যে তখনো আগুনের শিখার মতো জ্বলছে নিদারুণ ভয়। সে জানে, নিশ্চয়ই তাকে ধরার জন্যে হেলী লোক পাঠিয়েছে···যে কোনো মুহূর্তে তাদের হাতে সে ধরা পড়তে পারে! ছোট্ট ঘরের জানালা দিয়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সেই বরফ-জমা নদীর দিকে সতৃষ্ণ চোখে সে চেয়ে থাকে···কোনোরকমে যদি নদীর ওপারে যাওয়া যায়। নদীর ওপারে না যাওয়া পর্যন্ত সে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না! একদৃষ্টিতে তাই সে নদীর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার পর এলিজা হঠাৎ কি যেন দেখে চমকে উঠল—ভূত বা সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে! জানালার নীচে রাস্তা···এলিজা দেখল, সেই রাস্তা

www.BanglaBook.org

ধরে ক'জন লোক ছুটে আসছে ঘোড়ায় চড়ে সরাইখানার দিকে।

এরা আর কেউ নয়, দাস-ব্যবসায়ী সেই হেলী, আর হেলীর পেছনে মিঃ শেল্‌বীর দু'জন পুরোনো ক্রীতদাস সাম্ আর অ্যাণ্ডি। দূর থেকে সাম্ এলিজাকে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। এলিজা কিন্তু তাদের দেখতে পায়নি তখনো।

বুদ্ধি করে সাম্ তাড়াতাড়ি নিজের মাথার টুপিটা ফেলে দিয়ে জোরে চীৎকার করে উঠল, "অ্যাণ্ডি, অ্যাণ্ডি আমার টুপি যে উড়ে গেল!" তার উদ্দেশ্য, চীৎকার করে এমনিভাবে আগে থাকতে এলিজাকে সাবধান করে দেওয়া।

সত্যিই তার চীৎকারে কাজ হলো। সামনে পরিচিত গলা শুনে পাশ ফিরে তাকাতেই এলিজা দেখে, তার যমদূত হেলী তাকে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছে!

মুহূর্তে নিজের আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে এলিজা। সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে সে। ভুলে গেল সে তার দেহের সমস্ত ক্লান্তি। হেলী রাস্তা দিয়ে ঘুরে সরাইখানার দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। এক মুহূর্ত আর দেরী করা চলে না!

এলিজা তাই আর বিন্দুমাত্র দেরী করল না। ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে সে ছুটে চলল বাড়ির পেছনের ছোট্ট একটি দরজার দিকে। সেই দরজা খুলে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে। হেলী তখনো সামনের দরজায় কড়া নাড়ছে।

হঠাৎ হেলীর নজরে পড়ল, রাস্তায় নেমে কে যেন নদীর দিকে ছুটে পালাচ্ছে। শিকার-সন্ধানী চোখ তার! নিমেষে বুঝল, এলিজা পালাচ্ছে! তখনি হেলী চীৎকার করে উঠল, "সাম্, অ্যাণ্ডি, ধর···ধর···ওই এলিজা পালাচ্ছে!" এই কথা বলতে-বলতে হেলী নিজেই নদীর দিকে ছুটল।

এলিজা নদীর ধারে এসে চকিতের জন্যে থমকে দাঁড়াল—এখন সে কি করবে? পেছনেই ছুটে আসছে যমদূতের মতো হেলী। না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর একটুও দেরী করা চলে না। তার বুকে জেগে উঠল চরম দুঃসাহস! মা সে···নিজের সন্তানকে রক্ষা তাকে করতেই হবে। তাতে যদি তার মৃত্যু হয় তবুও!

এমন চরম বিপদে মায়েরা কোথা থেকে যে শক্তি পায় তা ভগবানই জানেন! সেই শক্তি এলিজার দেহে-মনে এনে দেয় সাহস!

নদীর বুকে ক'হাত দূরে একটা বরফের চাঁই ভেসে চলেছে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে এলিজা তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সহজ অবস্থায় কোনো সবল পুরুষও এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে না··· কিন্তু এলিজার তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই! তার মনে তখন একটি মাত্র চিন্তা, যেমন করেই হোক, ছেলেকে রক্ষা করতেই হবে।

পাতলা বরফের চাঁই এলিজার দেহের ভার সইতে না পেরে ভেঙে খান্‌খান্ হতে লাগল। নিরুপায় এলিজা ছেলেকে সজোরে বুকে চেপে ধরে সেখান থেকে ক'হাত দূরে আর একটা বরফের চাঁইয়ে লাফিয়ে পড়ল, তারপর সেই চাঁই থেকে আর একটা চাঁইয়ে লাফ। এমনি করে সে বরফের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ছুটে পালাল। বরফে পা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে, পোশাক ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। এলিজার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তার তখন চেতনা নেই, বেদনা নেই, ভয় নেই···কি করছে, এর পরে কি হবে—সে-হুঁশও তার নেই! একমাত্র চিন্তা, যতক্ষণ না অবশ হয়ে মাটিতে সে ঢলে পড়ে যায়, ততক্ষণ যেমন করে পারে, ওই শয়তানের কাছ থেকে দূরে, যত দূরে পারে পালিয়ে যেতে হবে তাকে!

এভাবে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে এলিজা যখন ওহিও নদীর অপর পারের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন সে দেখে, জলে নেমে একজন লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসছে।

এলিজাকে লক্ষ্য করে লোকটি বলে উঠল, "আমি ওপর থেকে দেখছিলাম তোমার কাণ্ড! এমন সাহসী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি! এসো, আমার হাত ধরো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলিজা কাঁপতে-কাঁপতে তার হাত ধরে নদীর ওপারে মাটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। এতক্ষণ লোকটাকে সে নজর করেনি, এখন মুখ তুলে চেয়ে দেখে, যে লোকটা তার হাত ধরেছে, সে তার চেনা! এ লোকটাকে মিসেস্ শেল্‌বীর সঙ্গে কথা কইতে এলিজা দেখেছে দু'একবার।

দু'হাত জোড় করে এলিজা বলে, "ভগবান আপনার ভালো করবেন মিস্টার সিম্‌স্! আমাকে আপনি বাঁচান···কোনোরকমে কিছুদিনের মতো আমাকে লুকিয়ে রাখুন। আপনার পায়ে পড়ি। নইলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

এতক্ষণ পরে সিম্‌স্ এলিজাকে চিনতে পারল। সে বললে, "আরে, তুমি না মিসেস্ শেল্‌বীর বাড়ির লোক? হাঁ তাইতো, তোমাকে মিসেস্ শেল্‌বীর ওখানেই দেখেছি। তা ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?"

এলিজা জবাব দেয়, "আমার এই একরত্তি ছেলে···আমার যথাসর্বস্ব! মনিব একে বেচে দিয়েছেন। নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে ওই যে লোকটা হাত-পা ছুড়ছে, ওই শয়তানটা একে কিনেছে— দোহাই মিস্টার্ সিম্‌স্, আমার ছেলেকে আপনার পায়ে রাখলাম। ও এখন আপনার, ওকে আপনি বাঁচান!"

সিম্‌স্ এলিজার পিঠ চাপড়ে বলে, "হাঁ, হাঁ, ও আমারই ছেলে। তোমার কোনো ভাবনা নেই···তোমার মতো সাহসী মেয়েকে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবো।"

এলিজাকে সঙ্গে নিয়ে সিম্‌স্ নদীর পাড় থেকে পথে উঠে আসে। এলিজাকে সে বলে, "তোমাকে ঠাঁই দিয়ে রক্ষা করতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই···কিন্তু তোমার জন্যে এখনি কিছু একটা করা দরকার। আমার পরামর্শ শোনো, ওই দেখছো সামনে সাদা রঙের মস্ত বড় বাড়ি···ওখানেই যাও। ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে আশ্রয় দেবেন।"

এলিজা অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা উজাড় করে বলে, "ভগবান আপনার ভালো করবেন!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিম্‌স্ বলে, "না, না, আমি এমন কিছু করিনি, যার জন্যে তুমি এত কথা বলছো।"

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে এলিজা বলে, "কিন্তু দোহাই, ও বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি একথা আর কেউ যেন না জানতে পারে!"

সিম্‌স্ আশ্বাস দিয়ে বলে, "আরে, না, না—আমি কি পাগল নাকি! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমার কাছ থেকে কেউ কোনো কথা জানতে পারবে না। এখন তুমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাও দিকি···আমিও তোমার মতো কালো নিগ্রো···আমাদের ব্যথা-বেদনা সমানই·····"

জিম্‌কে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এলিজা দ্রুত সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে হেলী নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু কি করতে পারে সে এখন! এলিজার মতো পাগলামি করে নদী পার হওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয়! শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে সে সাম্ ও অ্যাণ্ডিকে বিদায় দিয়ে সোজা চলে গেল টমি গুণ্ডার আস্তানায়।

তখনকার দিনে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা গুণ্ডাদের দলকে পুষত। এদের কাজ ছিল পালিয়ে-যাওয়া ক্রীতদাসদের খুঁজে বের করে মালিকের হাতে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে মোটা বকশিশ লাভ করা। এদের নির্মম হাতে কতো যে ক্রীতদাসের প্রাণান্ত হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এদের ভয়ে কোনো ক্রীতদাস পালিয়ে যেতে সাহস করত না। এদের ঘাঁটি ছিল দেশের নানা প্রান্তে—বিশেষ করে যাতায়াতের প্রধান প্রধান সড়কের সংযোগ-স্থলে, নদীর পারঘাটায় আর স্টীমার-স্টেশনে। এদের নজর থাকত রাস্তায় চলমান কালো নিগ্রো ক্রীতদাসদের ওপর। এদের সন্তুষ্ট না করে কোনো কালো লোকই পথ চলতে পারত না। এদের মধ্যে টমি গুণ্ডার খুব নামডাক ছিল।

টমির কাছে গিয়ে হেলী ব্যাপারটা সব খুলে বলল! এলিজা ও

www.BanglaBook.org

তার ছেলের বর্ণনা দিয়ে হেলী ঘোষণা করল তার পুরস্কারের কথা। সে বললে, "টমি, যদি তুমি ছেলেটাকে উদ্ধার করে আমাকে দাও তো ওই মাগীটা হবে তোমার ক্রীতদাসী। ওকে বেচে তুমি অনেক টাকা পাবে।" তখনি রাজী হয়ে গেল টমি। দলকে দল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল এলিজা ও তার ছেলের খোঁজে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এলিজার আশ্রয় লাভ

সেনেটর মিঃ বার্ড রাজধানীর শাসন-পরিষদ থেকে কাজ সেরে সবে বাড়ি ফিরেছেন। বাইরের ঘরে তিনি তখন বুট খুলে নতুন তৈরী পশমের চটি জুতো পরছেন, আর সেই ঘরের অন্য দিকে মিসেস্ বার্ড সিল্ক-মোড়া টেবিলে নিজের হাতে চায়ের সাজ সরঞ্জাম সাজাচ্ছেন। রূপোর চা-দানি আর পেয়ালা ঝক্‌ঝক্ করছে।

এমন সময় বাড়ির পুরোনো নিগ্রো-চাকর বুড়ো কুজো ব্যস্তভাবে এসে মিসেস্ বার্ডকে বললে, "এখনি একবার রান্নাঘরে আসতে হবে, গিন্নীমা!"

কুজোর কথায় মিসেস্ বার্ড তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চায়ের দেরী হবে বুঝতে পেরে মিঃ বার্ড খবরের কাগজখানা হাতে তুলে নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নাঘর থেকে মিসেস্ বার্ড চেঁচিয়ে স্বামীকে ডাকলেন, "জন্, জন্! এক মিনিটের জন্যে এখানে এসে শুনে যাও!"

মিঃ বার্ড তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখেন, রান্নাঘরের সামনে অল্প-বয়সী একটি নিগ্রো মেয়ে পাথরের মূর্তির মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। তার পোশাক ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে···পায়ে রক্ত ঝরছে। নিগ্রো মেয়েটির নির্বাক্ মুখে যেন তার জাতের সমস্ত বেদনা মাখানো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি তখনি স্ত্রীকে মেয়েটির সেবা-শুশ্রূষা করতে বলে আবার বাইরের ঘরে চলে গেলেন।

মিসেস্ বার্ডের হুকুমে কুজোর স্ত্রী ডিনা-বুড়ি এসে এলিজার পা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে, তার চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। গরম দুধ খাওয়াবে বলে বুড়ো কুজো জিম্‌কে বুকে নিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে গেল।

ডিনার সেবায় এলিজার জ্ঞান হলো। বড় বড় হরিণের মতো চোখ দুটি খুলেই পাগলিনীর মতো সে এদিকে-ওদিকে তাকাতে থাকে। জিম্‌কে কোথাও দেখতে না পেয়ে সে সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, "জিম্! আমার জিম্! আমার জিম্ কোথায়? তাকে কি ওরা ধরে নিয়ে গেছে?"

কুজো তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভেতর থেকে জিম্‌কে নিয়ে এলিজার সামনে ছুটে এসে বলে, "এই-যে মা, তোমার ছেলে! কে তাকে কেড়ে নেবে?"

জিম্‌কে এলিজা বুকে চেপে ধরে। মিসেস্ বার্ডের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে সে বলে, "আমাদের রক্ষা করুন গিন্নীমা, আমার দুধের বাছাকে রক্ষা করুন!"

মিসেস্ বার্ড বুঝলেন এই নিগ্রো ক্রীতদাস-রমণীর অন্তরের ব্যথা। শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন, "উতলা হয়ো না, বাছা! এখান থেকে কেউ তোমাদের কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি শান্ত হও। কোনো ভয় নেই তোমার।"

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলিজা বলে, "ভগবান আপনার ভালো করুন!"

মিসেস্ বার্ড নিজে এলিজার খাওয়া আর শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এলিজা আর তার ছেলেকে শুইয়ে তবে মিসেস্ বার্ড নিজের সংসারের অন্য কাজে মন দিলেন। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এলিজা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো।

ঘুম ভাঙার পর এলিজা ছেলেকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনো কিন্তু তার মন থেকে ভয় যায়নি···বুক তার ধক্‌ধুক্ করে কাঁপছে।

এলিজা ঘুম থেকে উঠেছে জানতে পেরে মিসেস্ বার্ড ঘরের মধ্যে এলেন।

মিসেস্ বার্ডকে দেখে এলিজা দু'চোখ তুলে তাঁর দিকে নির্বাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়ছে তার। এই দৃশ্য দেখে মিসেস্ বার্ডের নারী-হৃদয় করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। সস্নেহকণ্ঠে তিনি বলেন, "কেঁদো না মা! এখন বলো, তুমি কোথা থেকে আসছো?"

এলিজা শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, "নদীর ওপারে কেন্‌টাকি থেকে।"

"কখন বেরিয়েছিলে?"

"কাল রাতে।"

"এপারে এলে কি করে?"

"নদীর বুকে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে!"

"সর্বনাশ! কি করে এই কঠিন দুঃসাহসের কাজ করতে পারলে?"

"তা জানি না মা···ভগবান্ নিশ্চয় আমায় শক্তি জুগিয়েছেন··· তিনিই আমাদের এপারে এনে দিয়েছেন।"

"কিন্তু এভাবে নদী পার হতে গিয়ে যদি জলে ডুবে যেতে?"

এলিজা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "হয়তো যেতাম, কিন্তু কি করবো মা, আমাকে ধরার জন্যে যারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল, তারা যে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। তখন আমার আর কোনো হুঁশ ছিল না। যেমন করে পারি, সামনে ছুটে নদী পার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় তো আমার ছিল না।"

মিঃ বার্ড পেছন থেকে এসে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি ক্রীতদাসী?"

"হাঁ। আমি কেন্‌টাকিতে একজনের বাড়িতে ক্রীতদাসী হয়ে ছিলাম।"

মিঃ বার্ড আবার জিজ্ঞাসা করেন, "তিনি বুঝি তোমার ওপর খুব অত্যাচার করতেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না হজুর···তিনি খুব ভালো লোক !"

"তবে পালালে কেন ?"

এলিজা তখন ধীরে ধীরে তার পালানোর কারণ খুলে বলে। বলতে-বলতে কান্নায় ভারী হয়ে আসে তার গলা। মিসেস্ বার্ডের দিকে চেয়ে শেষকালে বলে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মা,—রাগ করবেন না···আপনার কি কোনো ছেলে মারা গেছে ?"

এলিজা অজ্ঞাতে এমন প্রশ্ন করে বসলো, যাতে মিঃ বার্ড আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কারণ মাত্র একমাস আগে তাঁদের একমাত্র শিশুপুত্রটি মারা গেছে। মিসেস্ বার্ড সে-শোক এখনো সামলে উঠতে পারেননি ! নিজের ছেলের কথা মনে পড়ায় মিসেস্ বার্ডের চোখ দিয়ে জল পড়ল।

ব্যাপার বুঝতে পেরে এলিজা বলে ওঠে,"তাহলে মা,আপনি বুঝতে পারছেন, কেন এ অভাগিনী জেনে-শুনে এমন বিপদ মাথায় নিয়েছে। মাগো, এই ছেলেই আমার সব। আমি জানি না, অথচ আমার ছেলে বিক্রি হয়ে গেল ! তাই তাকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে মনিবের বাড়ি থেকে পালাতে হলো !"

মিসেস্ বার্ড জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার স্বামী নেই বুঝি ?"

"হাঁ মা, আমার স্বামী আছেন। তিনিও আর-একজন মনিবের ক্রীতদাস। সে-মনিব ভয়ানক অত্যাচারী। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি কানাডায় পালিয়েছেন। বোধহয় এ-জীবনে আর তাঁর দেখা পাব না।"

কথাটা বলে এলিজা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল।

"তা তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছো ?"

"একটু সুযোগ যদি পাই মা, আমিও কানাডায় যাবো···হাঁ মা, কানাডা কি এখান থেকে খুব বেশী দূরে ?"

নিরক্ষর অবোধ নিগ্রো-মেয়ের এ সরল প্রশ্ন শুনে কর্তা-গিন্নী উভয়ে নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। মিসেস্ বার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে অজ্ঞাতে বলে ওঠেন, "আহা !"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবাব না পেয়ে এলিজা আবার কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, "বলুন না, মা, কানাডা এখান থেকে কতদূর ?"

মিসেস্ বার্ড বলেন, "কানাডা কি কাছাকাছি, বাছা ! সে অনেক ···অনেক দূরে। তা নিয়ে এখন ভেবে তোমার কোনো লাভ হবে না ! দেখি, তোমার জন্যে কতটা কি করতে পারি !"

এই বলে ডিনার দিকে তাকিয়ে মিসেস্ বার্ড বললেন, "ডিনা আপাততঃ আজকের রাতে তোমার ঘরেই এদের একটা বিছানা করে দাও—তারপর ভেবে-চিন্তে কাল সকালে দেখা যাবে। কিছু ভয় নেই বাছা···ভগবানে বিশ্বাস রেখো। একটা উপায় তিনি নিশ্চয়ই করে দেবেন।"

ডিনার সঙ্গে জিম্‌কে নিয়ে এলিজা তার ঘরে যায়।

মিঃ বার্ড স্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকখানা-ঘরে এসে গম্ভীর হয়ে বসলেন। দুজনেই নীরব।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ বার্ড বললেন, "মেয়েটিকে আজ রাতেই এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে !"

মিসেস্ বার্ড জিজ্ঞাসা করেন, "কেন ?"

"বুঝতে পারছো না ? যে-লোকটা ওকে ধরার জন্যে এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে ধাওয়া করেছিল, সে কি আর চুপ করে বসে থাকবে ? ভোর না হতেই মেয়েটির খোঁজ নিতে সে এখানে এসে হাজির হবে !"

"কিন্তু এই রাতে ওদের কোথায় সরাবে ?"

"জায়গা একটা আছে। আমার এক মক্কেল কেন্‌টাকি থেকে নদীর এপারে এসে এখান থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে এক নির্জন বনে জায়গা-জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরী করে বাস করছে। তার যত ক্রীতদাস ছিল, সকলকে সে ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটিকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। ওদিকে কেউ বড় একটা যায় না—কেউ মেয়েটির খোঁজ পাবে না ! তুমি কুজোকে ডেকে বলে দাও, রাত বারোটার সময় সে যেন গাড়ী ঠিক করে রাখে। আমি নিজে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবো !"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত বারোটার সময় সারা শহর যখন নিশুতি, সেনেটর মিঃ বার্ড তখন এলিজা আর তার শিশুপুত্রকে নিয়ে রওনা হলেন।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই গাড়ী এসে তাঁর মক্কেল জন্ ট্রম্‌পির দরজার সামনে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ বাড়ি। কড়া নাড়তে বাড়ির চাকর জেগে উঠল। ট্রম্‌পিকে খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন তিনি। সেনেটর মিঃ বার্ডকে দেখে অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

"ব্যাপার কি সেনেটর? এত রাতে আপনি?"

"আমি এসেছি তোমার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে। মানে, এই মেয়েটিকে আর তার শিশুপুত্রকে আশ্রয় দিতে হবে। এরা পলাতক ক্রীতদাস। পারবে কি তুমি এটুকু সাহায্য করতে?"

ম্লান হেসে ট্রম্‌পি বলেন, "আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করার মানে কি সেনেটর? আপনি তা ভালোরকমেই জানেন যে এই জঘন্য ক্রীতদাস-প্রথা যাতে চিরদিনের মতো উঠে যায়, সেজন্য আমি জান কবুল করেছি!"

মিঃ বার্ড হেসে বলেন, "সেকথা জানি বলেই তো তোমার কাছে এদের নিয়ে আসতে সাহস করেছি!"

ট্রম্‌পি তখন এলিজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই মা। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখবো আমার বাড়িতে। এখানে তোমার কোনো বিপদ হবে না।"

কৃতজ্ঞতায় এলিজা নির্বাক্। তার যা-কিছু বলার ছিল, নীরবে চোখের ভাষায় তা মুখর হয়ে উঠল!

এবার মিঃ বার্ড বললেন, "আমি তাহলে আসি, ট্রম্‌পি। তোমার হাতে মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে সত্যিই আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

এই বলে ট্রম্‌পির হাতে দশ ডলারের একখানা নোট দিয়ে তিনি আবার বললেন, "এটা তোমার কাছে রাখো, ট্রম্‌পি। মেয়েটির দরকার হলে তাকে দিও।"

হাতে হাত মিলিয়ে সেনেটর মিঃ বার্ড বিদায় নিলেন।

মিঃ বার্ড চলে গেলে ট্রম্‌পি এলিজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসো মা, বাড়ির ভেতরে এসো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

টম্ কাকার গৃহত্যাগ

সে-রাতে কেন্‌টাকিতে টম্ কাকার কুটিরে টম্ আর ক্লোর চোখে ঘুম নেই! সারারাত দু'জনের জেগে কেটেছে। সারারাত ধরে টম্ পুরোনো বাইবেল খুলে একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। ক্লো নীরবে শুধু কেঁদেছেন। টমের অন্তরে এমন দুর্লভ ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ববোধ ছিল যে, তাকে ক্ষুণ্ণ করে নিজের মুক্তি নিতেও তিনি রাজী নন্! তাই সারা রাত ধরে তিনি নিজের মনকে তৈরী করছিলেন ভাগ্যের নির্মম সাজাকে মেনে নিতে। তিনি জানতেন, ভোর হলেই অজানা বেদনার পথে তাঁকে রওনা হতে হবে।

সকালবেলা কাঁদতে-কাঁদতে ক্লো-খুড়ী যথারীতি উনানে আগুন ধরিয়ে চা তৈরী করলেন। টেবিলের চারদিকে চায়ের জন্যে আশেপাশের সকলে এসে বসল।

শান্তকণ্ঠে টম্‌কাকার চায়ের পাত্রের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "এই শেষ পাত্তর!"

ক্লো নীরবে চোখের জল মুছতে-মুছতে চা পরিবেশন করেন! এর কি জবাব দেবেন, তা তিনি খুঁজে পান না! টম্ কাকা নিজে যেভাবে এ দুর্ভাগ্যকে মাথা পেতে বরণ করে নিতে চলেছেন, তাতে বলার আর আছেই বা কি তাঁর?

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ক্লো আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে তিনি বললেন, "আমি শুনেছি, এসব দাস-ব্যাপারীরা নিগ্রোদের তুলোর বাগানের মালিকদের কাছে বেচে দেয়··তুলোর বাগানে যারা কাজ করতে যায়, তারা নাকি আর···"

ক্লো সেই নিদারুণ অমঙ্গলের কথা উচ্চারণ করতে পারেন না।

টম্ তেমনি শান্তকণ্ঠে বললেন, "একটা কথা কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো ক্লো, যে-ভগবানের আশ্রয়ে এখানে আছি, সেই ভগবান সেখানেও আছেন··তিনিই সেখানে আমার একমাত্র আশ্রয়!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্লো নতজানু হয়ে নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন।

এমন সময় বুট্-পায়ে কে যেন দরজায় লাথি মারল! লাথির ঘায়ে সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। সকলে চেয়ে দেখে, দরজার সামনে চাবুক-হাতে দাঁড়িয়ে দাস-ব্যবসায়ী হেলী।

চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে হেলী চীৎকার করে ওঠে, "এই ব্যাটা টম্...এখনি বেরিয়ে আয়।"

টম্ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন—নীরবে কুটীরের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তখনি পা বাড়ালেন।

ক্লো হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। মাথা চাপড়াতে থাকেন তিনি। তাঁর গগনবিদারী আর্ত চীৎকারে ভরে ওঠে সারা কুটীরটা! টম্ ক্ষণেকের জন্যে মুহ্যমান হয়ে পড়েন ক্লোর গভীর বেদনায়। তাঁর পা যেন আর উঠতে চায় না কুটীরের বাইরে যেতে!

অধীরভাবে হেলী আবার চাবুক ঘুরিয়ে চীৎকার করে ওঠে, "এখনি বেরিয়ে আয় ব্যাটা!"

ম্লান বিষণ্ণ মুখে নিজের কুটীর থেকে বেরিয়ে এলেন টম্। সামনে দেখতে পেলেন মিসেস্ শেল্‌বীকে।

টমের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে মিসেস্ শেল্‌বী বললেন, "একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন টম্, কি ভাবে আজ বাধ্য হয়ে তোমাকে বিদায় দিতে হচ্ছে! তবে, ভগবানের নাম করে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি...যত শীগ্‌গির সম্ভব টাকা যোগাড় করে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা আমরা করবো। যতদিন তা করতে না পারছি, জেনো, আমরাও মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করতে থাকবো!"

মিসেস্ শেল্‌বীর পাশে জর্জকে দেখে টম্ নিজের চোখের জল সামলাতে পারলেন না। জর্জও বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে! টম্ কাকা যে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন! জর্জ বললে, "টম্ কাকা, তোমাকে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।"

হাত নেড়ে টম্ কাকা মিসেস্ শেল্‌বী ও জর্জের কাছ থেকে বিদায়

www.BanglaBook.org

নিলেন। তাঁর মুখে আজ আর কোনো ভাষা নেই। দুঃখের আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের আরও অনেকে এসেছিল টম্‌কে বিদায় জানাবার জন্যে, কিন্তু হেলী আর সময় দিতে রাজী নয়। তাকে যে এখনি এলিজার পেছনে ধাওয়া করতে হবে জিমকে ধরার জন্যে। তাই সে আবার চাবুক বের করে ঘোরাতে লাগল টম্‌কে ভয় দেখাবার জন্যে। টম্ এগিয়ে আসতেই হেলী তাঁকে শেকল দিয়ে বাঁধার জন্যে নিজের লোকজনদের আদেশ দিলে। টম্‌কে শেকল দিয়ে বাঁধতে দেখে মিসেস্ শেল্‌বী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি হেলীর কাছে ছুটে গেলেন তাকে ওকাজ থেকে বিরত করার জন্যে, কিন্তু হেলী আজ নাছোড়বান্দা। মিসেস্ শেল্‌বী বললেন, "জীবনে টম্‌কে কখনও শেকল পরতে হয়নি। ওকে শেকল দিয়ে বেঁধো না। ও কখনো পালিয়ে যাবে না।"

হেলী বললে, "ও ব্যাটাদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। দেখলেন তো, এলিজা কিরকম অবিশ্বাসের কাজ করলো!" একথার জবাবে মিসেস্ শেল্‌বী আর কি বলবেন? তিনি মাথা হেঁট করে জর্জকে নিয়ে সেস্থান ত্যাগ করলেন।

প্রশান্তমনে শেকল-পরা অবস্থায় টম্ গিয়ে হেলীর গাড়ীতে উঠলেন। এত বড়ো বিপদের মধ্যেও তিনি একেবারে নির্বিকার। যেন মনিবের বিপদে তাঁর ঘাড়ে গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে, আর সেটা পালন করার জন্যে ঈশ্বরের ডাক এসেছে—তাই তিনি সেই ডাকে সমস্ত লাঞ্ছনা ও দুঃখ মাথায় তুলে নিয়ে সাড়া দিচ্ছেন।

এলিজা ও জিমের খোঁজে হেলীকে এখনি রওনা হতে হবে সাম্ আর আণ্ডিকে নিয়ে, তাই হেলী টমের সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পারল না। টম্‌কে নিজের আস্তানায় নিয়ে যাবার জন্যে আপন লোক-জনদের নির্দেশ দিয়ে হেলী এবার গাড়ী চালাতে হুকুম দিলে।

শেকল-পরা টম্‌কে নিয়ে গাড়ী চলল মিঃ শেল্‌বীর খামারের ভেতর দিয়ে। গাড়ীতে হেলীর লোকেরা তাঁর পাশে বসে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে গান গাইতে শুরু করল উদ্দাম উল্লাসে, আর টম্ তাঁর শেকলে

www.BanglaBook.org

বাঁধা হাত দুটো আকাশের পানে তুলে ধরে ঈশ্বরের কাছে বিড়বিড় করে কি যেন প্রার্থনা জানাতে লাগলেন ! তাঁর প্রার্থনার ভাষা হেলীর লোকেদের খুশীর আলোড়নে চাপা পড়ে গেল ! তাঁর ঠোঁট দুটো শুধু নড়তে দেখা গেল। তাঁর দু'চোখের পাতায় বিন্দু বিন্দু জল ! শিকার পেলে শিকারীদের মনে যেমন আনন্দের ফোয়ারা ছোটে, টম্‌কে শেকলে বেঁধে নিয়ে যাবার সময় হেলীর লোকদের মনেও যেন কতকটা সেরকম আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল !

গাড়ীটা এঁকেবেঁকে জোর কদমে এগিয়ে চলল খামারের শেষ সীমানার দিকে। খামারের যেসব নিগ্রো ক্রীতদাস তাদের শ্রদ্ধেয় টম্ কাকাকে শেষ বিদায় জানাতে মিঃ শেল্‌বীর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছিল তারা নীরবে চোখের জল মুছতে লাগল। তাদের ভয়ার্ত মুখে আজ আর কোনো ভাষা নেই। টম্ কাকার ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে তারা সবাই আকুল। কেউ কেউ নিজেদের ওইরকম পরিণতির সম্ভাবনায় কাতর। হেলী তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে চলমান গাড়ীটার দিকে নজর রেখেছিল। গাড়ীটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলে হেলী এবার নিশ্চিন্ত মনে এলিজা ও জিমের খোঁজে বেরুবার জন্যে সাম্ আর আণ্ডিকে ঘোড়া আনতে বলল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

টম্ কাকার নতুন জীবন

শেকল-বাঁধা অবস্থায় টম্ কাকাকে নিয়ে আসা হল হেলীর আস্তানায়, আর তাঁকে রাখা হল বাড়ির উঠানে আকাশের নীচে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা নোংরা খোঁয়াড়ের মধ্যে। টম্ দেখলেন, সেই খোঁয়াড়ের মধ্যে তাঁরই মতো হতভাগ্য জনকয়েক ক্রীতদাস অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে। এরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকলেই হল হেলীর পণ্যদ্রব্য। এদের কিনে নিয়ে আসা হয়েছে নানা জায়গা থেকে। হেলী এদের সকলকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচবে।

সারাদিন টম্ খোঁয়াড়ের মধ্যে শেকল-বাঁধা অবস্থায় সকলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে রইলেন। তাঁর না জুটল এক টুকরো রুটি, না পেলেন তিনি এক গেলাস জল। নিজের স্ত্রীর সেবা-যত্নের কথা মনে করে টমের চোখে জল এল। মিঃ ও মিসেস্ শেল্‌বীর সাদর ব্যবহার, তাঁদের কিশোর ছেলে জর্জের ভালোবাসার কথা, তাঁকে 'টম কাকা' বলে পাড়া-পড়শীদের আদর-সম্ভাষণের ডাক মনে পড়ল। দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন টম্। কিন্তু কি-ই বা তাঁর করার আছে? নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় কি? ভুলে যাবার চেষ্টা করলেন টম্ নিজের পুরানো জীবনের কথা।

রাতের দিকে খোঁয়াড়ের সকলে কয়েক টুকরো শুখো রুটি আর এক গেলাস করে জল পেল। তাই গোগ্রাসে গিলে সকলে আবার সেইখানেই শুয়ে পড়ল। টম্ কিন্তু শুলেন না। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে যীশু, আমার এই নশ্বর দেহটাকে নিয়ে যত পারে ওরা নিজেদের কাজে লাগাক, কিন্তু আমার মনটাকে যেন ওরা তোমার কাছ থেকে কিছুতেই কেড়ে নিতে না পারে!"

শান্ত-সমাহিত টম্‌কে দেখে খোঁয়াড়ের সঙ্গীরা মনে করে বুঝি বা কোনো দেবদূত তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছেন। শোবার জন্যে টম্‌কে তারা সসম্মানে একটু বেশী জায়গা করে দেয়।

পরদিনও ওদের এভাবে খোঁয়াড়ের মধ্যে কাটাতে হল। টম্ বাইবেলের অনেক বাণী সঙ্গীদের পড়ে শোনাতে লাগলেন। কি করে নাজারাথের যীশু মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ক্রুশে জীবন উৎসর্গ করলেন—সেই করুণ কাহিনীও তিনি শোনালেন সঙ্গীদের। ভক্তিনম্রচিত্তে ওরা শ্রদ্ধা জানাল টম্‌কে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিন কয়েক পরে শেকল-বাঁধা একপাল ক্রীতদাস নিয়ে হেলী স্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হয়ে গেল। সেখান থেকে ওদের স্টীমারে নিয়ে যাওয়া হবে আরও দক্ষিণে, তুলোর আবাদ অঞ্চলের একটা ক্রীতদাস বেচাকেনার নামকরা বাজারে, যেখানে ওদের বেচে কয়েক হাজার ডলার মুনাফা করবে হেলী।

স্টীমার ঘাটেই একজন আড়তদারের কাছ থেকে হেলী একটা-কাজের বরাত পেল মোটা টাকায়। কাজটা আর কিছুই নয়, সেই আড়তদারের একগাদা তুলোর গাঁটরি স্টীমারে বোঝাই করতে হবে ক্রীতদাসদের খাটিয়ে। ক্রীতদাসদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে হেলী নিজের চাবুক ঘুরিয়ে তাদের কাজের তদারক করতে লাগল। সে কি লম্বা লম্বা ভারী তুলোর গাঁটরি! সেগুলো একটা একটা করে কাঁধে পিঠে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারে তোলা খুবই কষ্টের কাজ। ওদের কেউ কেউ গাঁটরির ভারে মুখ থুবড়ে পড়ল, কিন্তু হেলীর সপাং সপাং চাবুকের ঘায়ে পিঠের ছাল উঠে যাবার উপক্রম হতেই আবার ওরা গা-ঝাড়া দিয়ে অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা করতে লাগল।

স্টীমারের দোতলায় ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হেলীর তদারকী কাজটা দেখছিলেন। এঁদের কেউ কেউ হেলীকে বাহবা দিচ্ছিলেন, আবার কেউ কেউ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে এ রকম প্রকাশ্য নির্যাতনের দৃশ্য দেখতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দুঃখ করছিলেন।

রেলিং ধরে একটা ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটির নাম ইভা। হেলীর চাবুক ঘোরানো দেখে প্রথমে ইভার কৌতূহল জেগেছিল, কিন্তু যেই হেলীর চাবুক পড়ল কয়েকজন ক্রীতদাসের পিঠে, তখন ভয়ে তার মুখটা সাদা হয়ে গেল।

বাবাকে ইভা বললে, "দেখ বাবা, দেখ! ওই লোকটা কি রকম চাবুক মারছে কালো লোকদের পিঠে!"

ইভার বাবা মিস্টার সেন্টক্লেয়ার বললেন, "ওরা যে ক্রীতদাস, তাই ওদের মালিক ওদের পিঠে চাবুক মারছে।"

www.BanglaBook.org

ইভা কিন্তু বাবার এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। বাবাকে সে আবার বললে, "ওরা তো কতো কষ্ট করে গাঁটরি বইছে, তবুও ওই লোকটা ওদের চাবুক মারছে কেন? তুমি ওই লোকটাকে চাবুক মারতে বারণ কর না বাবা?"

মিস্টার ক্লেয়ার চুপ করে রইলেন। সংসারে অনভিজ্ঞ ছোট মেয়ের এ ধরনের আবদার রাখা যে তাঁর পক্ষে কতো মুশকিল, সে-কথা মেয়েকে কি করে তিনি বোঝাবেন! মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, ক্রীতদাস-প্রথা যদি উচ্ছেদ করা সম্ভব নাও হয়, অন্ততঃ প্রকাশ্য স্থানে এরকম-ভাবে গরু-ঘোড়ার মতো ক্রীতদাসদের চাবুক মারা বন্ধ করার তিনি চেষ্টা করবেন জনমত গড়ে তুলে।

বাবার কাছে কোনো জবাব না পেয়ে ইভা ছুটে চলে গেল তার পিসী ওফেলিয়ার কাছে। রেলিঙের অন্য একধারে দাঁড়িয়ে ওফেলিয়া তখন অন্য এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়ও ছিল ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে। ওফেলিয়া বলছেন, "ক্রীতদাসদের নির্যাতন চোখে দেখাও বড়ই লজ্জার বিষয়—এটা যে সারা দেশের একটা অকথ্য কলঙ্ক।" এই কথার প্রতিবাদে মহিলাটি বললেন, 'কি যা-তা বলছেন! ওদের কি আত্মা আছে যে ওরা মার খেলে-কষ্ট পাবে, আর তাই দেখে দুঃখে আমাদের গলে যেতে হবে? ওরা তো আসলে জানোয়ার।"

ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে ওফেলিয়া শুধু বললেন, "ওদের সঙ্গে তো আমাদের তফাত কেবল গায়ের চামড়ায়, আর কোনো তফাত আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের মতো ওদেরও স্বাধীনতা পাওয়া উচিত।"

মহিলাটি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "আপনার যত সব আজেবাজে কথা! দেখুন, ওরা যদি স্বাধীন হয় তাহলে ওরা পথে ঘাটে না খেয়ে মরবে। তার চেয়ে ওরা বেশ সুখেই আছে—নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাচ্ছে—এর চেয়ে ওরা আর বেশী কি আশা করতে পারে? না হয় মালিকের কাছে দু-এক ঘা চাবুক খাচ্ছে, তাতে ওদের হয়েছে কি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ধরণের কথাবার্তা শুনে ইভা সাহস পেল না ওখানে তার মনের কথা বলার। বাবার কাছে ফিরে এসে সে আবার চুপটি করে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

শেষ গাঁটরিটা স্টীমারে তুলে নিয়ে গেলেন টম্। হেলী টমের কাজে খুবই খুশী। তাঁকে কাজের ব্যাপারে হেলীকে কিছুই বলতে হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, টমের কাজে উৎসাহ দেখে হেলী বিস্মিত হয়েছে। সে-ই একমাত্র বেশী করে গাঁটরি তুলেছে স্টীমারে। হেলীর মনে হলো, মিঃ শেল্‌বী টমের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা বাড়াবাড়ি কিছু নয়। হেলী এবার ডেকের নীচে মাল রাখার জায়গায় একটি গুম্‌টি ঘরে ক্রীতদাসদের গাদাগাদি করে বসিয়ে দিলে। তাদের সকলেরই হাতে পায়ে এমনভাবে শেকল-বাঁধা যে কেউ একজন ইচ্ছে করলে পালাতে পারবে না।

স্টীমারের যাত্রা শুরু হল এবার। চাকা ঘুরিয়ে মিসিসিপি নদীর জল কেটে সাদা ফেনার রেখা টেনে স্টীমারখানা চলল দক্ষিণদিকে। জল কাটার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে ইভা রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ দিয়ে চাকা ঘোরানো দেখতে লাগল।

ক্রীতদাসদের চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেল হেলী ডেকের নীচে গুমটিতে; যেখানে ওদের শেকলে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। হেলীকে দেখে ওরা সমস্বরে কাতর আবেদন জানাল, ওরকম জায়গায় থাকলে ওরা দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে, তাই ওদের ডেকের ওপর নিয়ে যেতে হবে।

ওদের দাবী শুনে হেলীর মাথা গরম হয়ে উঠল। সে ভেঙচি কেটে বললে, "কুত্তার বাচ্ছারা তোদের এতবড়ো সাহস যে ডেকের ওপরে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একসঙ্গে স্ফূর্তি করতে চাস্!" এই বলে হেলী যাকে সামনে পেল তাকেই চাবুক পেটা করলে। টম্ একপাশে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। হেলী তাঁকেও চাবুক মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর ঋষিতুল্য প্রার্থনারত চেহারা দেখে, আর উৎসাহের সঙ্গে তাঁর কাজ করার কথা মনে করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরস্ত হল। টম্‌কে চাবুক মারতে বোধ হয় তার বিবেকে বাধল।

হেলী চলে গেলে টম্ সঙ্গীদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বাইবেলের বাণী শোনালেন খানিকক্ষণ, তারপর ওদের নিয়ে নাচগান করতে লাগলেন, ঠিক যেমনটি করতেন মিঃ শেল্‌বীর আশ্রয়ে থাকার সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে। নাচগানে দুঃখের কিছুটা উপশম হল সঙ্গীদের। ওরা আর চেঁচামেচি করলে না।

ঘণ্টা খানেক বাদে ঘুরতে ঘুরতে হেলী আবার ডেকের নীচে গুমটিতে গিয়ে দেখলে—টম্ ওদের সাথে হাত ধরাধরি করে নেচে গান গাইছে—গানটা অবশ্য ঈশ্বরের নামকীর্তন। হেলী এবার সত্যসত্যই খুশী হল টমের ওপর। তার পাষাণ-হৃদয়ও বোধ হয় গলতে শুরু করেছে! খানিকক্ষণ কি ভেবে টম্‌কে সে ডাকল। টম্ আসতেই সে তাঁর শেকল খুলে দিয়ে ওপরে ডেকে নিয়ে এল।

হেলী বললে, "টম্ আশা করি তোমাকে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দিলে তুমি পালাবে না।"

টম্ হাত জোড় করে বললেন, "মালিক, আমি বেইমান নই। আমি এমন কোনো কাজ কখনো করবো না যাতে মিঃ শেল্‌বীর অসম্মান হয়। আমি কখনো পালাবো না। শুধু আমার অনুরোধ, যদি আমাকে বেচে দেন তো ভালো লোকের কাছে বেচে দেবেন, যাতে আমি ভাল আশ্রয় পাই।"

হেলী বললে, "চেষ্টা করবো তোমার অনুরোধটা রাখতে।"

টম্ এবার স্বাধীনভাবে ডেকের ওপরে ঘোরাফেরা করার অধিকার পেলেন।

কিন্তু ডেকে ঘোরাফেরা করবেন কি করে টম্? ডেকের সকল যাত্রী তো সাদা চামড়ার মানুষ। সেখানে তাঁর মতো কালো চামড়ার লোকের স্থান কোথায়? তারা তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করবে কেন? তারা হয়তো তাঁকে দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তাহলে তাঁকে আবার সেই ডেকের নীচে গুম্‌টি ঘরে ফিরে যেতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অগত্যা টম্ ডেকের এক কোণে একটা তুলোর গাঁটরীর ওপর বসে পড়লেন।

ডেকের এদিকটা ছিল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। তাই সেই ছোট্ট মেয়ে ইভা একটা বল নিয়ে আপন মনে এদিকে খেলছিল। স্টীমারে তার সমবয়সী কোনো সঙ্গী ছিল না। তাই সে একাই বল নিয়ে লোফালুফি করছিল। টম্‌কে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। কিন্তু খেলতে-খেলতে বলটা যখন ছিট্‌কে পড়ল এক কোণে, তখন বলের খোঁজে এগিয়ে আসতেই টমের ওপর নজর পড়ল তার। টম্ এতক্ষণ ইভার বলখেলা দেখছিলেন, আর বলটা ছিটকে কোন্‌দিকে লুকিয়েছে তাও তিনি নজর করেছেন।

ইভার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই টম্ হেসে তাড়াতাড়ি গাঁটরি থেকে নেমে ডেকের কোণ থেকে বলটা খুঁজে নিয়ে ইভার হাতে দিলেন। একটা কালো কুচকুচে লোককে এভাবে এককোণে বসে থাকতে দেখে ইভা প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু টমের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ায় বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। তাঁকে সে বললে, "তোমার নাম কি?"

টম্ বললেন, "সকলে আমাকে 'টম্‌কাকা' বলে।"

ইভা বললে, "তাহলে আমিও তোমাকে 'টম্‌কাকা' বলে ডাকবো।"

এই বলে ইভা টমের হাতে একটুকরো মিছরি গুঁজে দেয়, নিজেও একটুকরো মিছরি খেতে থাকে। তারপর হাত ধরে টম্‌কে ডেকের মাঝে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে বল খেলতে লাগল। আর কথাবার্তার মাঝে টমের পুরোনো ইতিহাস জেনে নিল।

কথাবার্তার মাঝে সে একবার বললে, "আমার বাবাকে বলবো। তোমাকে কিনে নিতে, তাহলে তো তুমি আমাদের কাছে সবসময় থাকবে, আর আমার সঙ্গে খেলা করবে।"

টম্ ইভার কথা শুনে হাসেন। একথার কি জবাব দেবেন, তা ভেবে পান না। ম্লানমুখে শুধু বলেন, "ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই তো হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইভা বললে, "আমাদের বাড়িতে গেলে বেশ আরামে থাকবে টম্‌কাকা। টপ্‌সীকেও তোমার খুব ভালো লাগবে।"

টম্ জিজ্ঞাসা করে, "টপ্‌সী কে?"

ইভা জবাব দেয়, "টপ্‌সীও আমার মতো একটা ছোট্ট মেয়ে। সে বলে কি জান টম্‌কাকা? সে বলে যে সে কখনও জন্মায় নি।"

বিস্ময়ের সাথে টম্ জিজ্ঞাসা করেন, "সে আবার কি?"

একগাল হেসে ইভা বলে, "সে বাঁদরীটা বলে, সে নাকি আপনা-আপনি গজিয়ে উঠে বড় হয়েছে। তার সঙ্গে কথা কইলে তুমি হেসে কুটোপাটি হবে টম্‌কাকা।"

টম্ বলেন, "তাহলে তো বেশ ভালোই হবে। হেসেখেলে তোমাদের ওখানে দিন কাটানো যাবে।"

কথাটা বলে ফেলেই টমের মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তাঁর তো নিজের খুশীমতো কোথাও চাকরি নেবার স্বাধীনতা নেই। তিনি তো হচ্ছেন অপরের মালপত্র, তাঁর মালিক হেলী খুশীমতো তাঁকে যার কাছে বেচে দেবে, তার কাছেই তাঁকে যেতে হবে বিনা ওজর-আপত্তিতে। টম্ ইভার সঙ্গে আর বেশী কথা বলতে চান না, পাছে মায়ার বাঁধন আরও নিবিড় হয়।

এমন সময় স্টীমারের গতি বেশ থেমে গেল। মনে হল, কাছাকাছি কোথাও স্টীমারখানা থামবে। হেলীর হাঁকডাকও শুনতে পেলেন টম্। ডেকের নীচের গুম্‌টি থেকে ক্রীতদাসদের নিয়ে ডেকের ওপরে জড়ো করা হয়েছে। এখন টম্‌কে খুঁজছে হেলী। তাই টম্ তাড়াতাড়ি ইভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেলীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্টীমারটা তীরের কাছে একটা জেটির মতো জায়গায় থামল। জেটির একধারে পড়ে রয়েছে একরাশ ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি। সেগুলো তুলতে হবে স্টীমারে, তাই হেলীর সাহায্য নিয়েছেন স্টীমারের কাপ্তেন। ক্রীতদাসদের শেকল-বাঁধা অবস্থায় জেটিতে নামিয়ে দেওয়া হল কাঠগুলো স্টীমারে তোলার জন্যে। হেলীও সেখানে নামল চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেলিঙের ধারে আবার দাঁড়িয়েছে ইভা তার বাবার পাশে। সেখানে থেকে ক্রীতদাসদের কাঠ তোলা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। টম্‌কে দেখিয়ে সে তার বাবাকে বললে, "ওই দেখ বাবা, টম্‌কাকা।"

মিস্টার ক্লেয়ার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, "ওর সাথে তোর আলাপ হয়ে গেছে বুঝি ?"

ইভা বললে, "হ্যাঁ বাবা, টম্‌কাকা খুব ভালো লোক। আমাদের বাড়িতে ওকে নিয়ে গেলে বেশ মজা হয়। আমি আর টপ্‌সী ওর সঙ্গে খেলবো !"

মিস্টার ক্লেয়ার বলেন, "ও তো একজন ক্রীতদাস—ওর মালিক ওকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে কেন ?"

ইভা বললে, "টম্‌কাকা বলছিলো, ওর মালিক ওকে বেচে দেবে। তুমি ওকে কিনে নাও না কেন, বাবা ?"

মিস্টার ক্লেয়ার বলেন, "তা হয় না রে ইভা ! এবার কারবারে এত টাকা ঢালতে হবে যে হাতে নগদ টাকা থাকবে না বললেই হয়। এখন কি করে তোর টম্‌ কাকাকে কিনবো। বাড়তি টাকা খরচ করার কোনো উপায় নেই এবছর।"

ইভা মুখ চুন করে সরে গিয়ে রেলিঙের একধারে দাঁড়িয়ে রইল। তার বাবাকে সে ভালোমতো চেনে। তার বাবা যে আবদারটা রাখবেন না, তা বাবার চোখমুখ দেখেই সে বুঝেছে।

কাঠ তোলা শেষ হয়ে গেছে। স্টীমার আবার চলতে শুরু করল। তীর ছেড়ে নদীর মাঝ বরাবর এসে স্টীমারটা হঠাৎ একটা বাঁক নিল। মনে হল, সারা স্টীমারটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল !

ইভা এতক্ষণ রেলিঙের ওপর ঝুঁকে নীচে স্টীমারের চাকা ঘোরা দেখছিল। চাকাগুলো কি সুন্দর ভাবে জল কেটে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে সাদা ফেনা ওগরাচ্ছে ! তন্ময় হয়ে ঢেউয়ের রেখা নজর করতে-করতে ইভা একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। এমন সময় হল স্টীমারের সেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ইভা টাল সামলাতে না পেরে রেলিঙ্ টপ্‌কিয়ে

www.BanglaBook.org

নদীর মাঝে ঝুপ করে পড়ে গেল। পড়ার সময় তার কাতর আর্তনাদ শুনতে পেল ডেকের সবাই।

রেলিঙের ধারে ঝুঁকে পড়ে সবাই দেখল, ইভার ছোট্ট দেহটা প্রচণ্ড ঢেউতে মিলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে। মিস্টার ক্লেয়ার মেয়েকে নদীতে পড়তে দেখে পাগলের মতো রেলিঙ ডিঙিয়ে ঝাঁপ দিতে গেলেন, কিন্তু সবাই তাঁকে সজোরে আটকে রাখল। স্টীমারের চাকার সজোর ঘূর্ণনে নদীতে যেভাবে প্রচণ্ড ঢেউ হচ্ছে, তাতে সেখানে ঝাঁপিয়ে কাউকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা নিছক বাতুলতা। তাছাড়া, ইভার ছোট্ট দেহটা জলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে, সেটা আর নজরে পড়ছে না চট্ করে।

হঠাৎ ঝপাং করে জলের মাঝে আর একটা শব্দ হল। কে যেন স্টীমার থেকে লাফিয়ে পড়েছে। তার মুখটাও কেউ ভাল করে দেখতে পেল না। লোকটা জলে পড়ে প্রচণ্ড হাবুডুবু খেয়ে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজছে!

স্টীমার মাঝনদীতে থেমে গেছে। ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য নাবিকেরা এসে খোঁজখবর করছে। জলের ওপরে লোকটাকে মরণপণ সংগ্রাম করতে দেখা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে তার দেহ। মিস্টার ক্লেয়ারের মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে পড়ল, "টম্ কাকা!" হ্যাঁ, টম্ কাকাই আর স্থির থাকতে না পেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইভাকে বাঁচাবার জন্যে।

অনেকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে খোঁজার পর টমের পরিশ্রম সার্থক হল। তিনি এবার ইভার চুল ধরতে পেরেছেন। চুল ধরে টানতে টানতে ইভার সংজ্ঞাহীন দেহ স্টীমারের কাছে নিয়ে এলেন টম্। স্টীমারের কাপ্টেন একটা মোটা কাছি ঝুলিয়ে দিলেন জলের ওপরে। অনেক কসরত করে টম্ কাছিটাকে ধরে ফেললেন একহাতে আর অন্য হাতে ধরে রয়েছেন ইভার চুল। এবার আরও কাছি নামিয়ে দেওয়া হল। নাবিকদের কেউ কেউ কাছি দিয়ে নেমে টম্‌কে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সংজ্ঞাহীন ইভার দেহ ডেকের ওপরে নিয়ে এলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টম্। ডাক্তারের সেবা-শুশ্রূষায় ইভার জ্ঞান ফিরে আসতে দেরী হল না। যে মহিলাটি কিছুক্ষণ আগেও ওফেলিয়ার কাছে বলছিলেন,—"ক্রীতদাসদের আত্মা নেই বলে ওদের দয়ামায়া নেই, ভালোবাসা নেই—ওরা তো আসলে জানোয়ার"—তিনি এখন যেন ওফেলিয়ার কাছে ওসব কথা বলার জন্যে লজ্জিত! ওফেলিয়ার দিকে আর তাকাতে পারেন না তিনি। বিছানায় শুয়ে ইভা মাঝে মাঝে টমের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করল কিন্তু টম্ তাকে কথা বলতে নিষেধ করে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলেন। ইভাও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এবার মিস্টার ক্লেয়ার টম্‌কে কিনে নেবার বিষয়ে মনস্থির করে ফেললেন। তিনি টম্‌কে একান্তে ডেকে এনে বললেন, "টম্, আমাদের নিউ আর্লিয়েন্সের বাড়িতে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো? তুমি সেখানে গেলে ইভা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে।"

টম্ বললেন, "আমি অরাজী নই, কিন্তু আমাকে তো কিনতে হবে আপনাকে।"

মিস্টার ক্লেয়ার বললেন, "তুমি আমার ইভাকে বাঁচিয়েছ! তোমাকে আমি যে কোনো মূল্যে কিনব। আমি এখনি তোমার মালিকের সঙ্গে কথা কইছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলীর সঙ্গে দরদস্তুর করে ইভার বাবা টম্‌কে কিনে নিলেন চোদ্দশো ডলারে। টাকার লেনদেন আর কাগজে সইসবুত স্টীমারে বসেই হল দুজনের মাঝে। এভাবে টম্ এমন একজন মালিকের কাছে পেলেন নতুন আশ্রয়, যিনি মেয়ের প্রাণ-বাঁচানোর জন্যে টমের ওপর একান্ত কৃতজ্ঞ, আর যিনি নিজেও ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধী। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন টম্, কিন্তু অলক্ষ্যে টমের ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় একটু হেসেছিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পলাতকের জীবন

কেনটাকি অঞ্চলের একটা ছোট শহরের এক সম্ভ্রান্ত হোটেলে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। হোটেলের দরজার সামনে একজন দাস-ব্যবসায়ী বড় বড় অক্ষরে একটা হুলিয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। হোটেলের শ্বেতাঙ্গ খদ্দেররা কৌতূহলী হয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করছে। এ হোটেলে নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ, তাই একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই এখানে আসতে-যেতে পারে।

হুলিয়াতে লেখা রয়েছে :

"নিম্নলিখিত ব্যক্তির আইন-সংগত অধিকার থেকে একজন মুলাটো ক্রীতদাস পালিয়েছে। তার নাম জর্জ হ্যারিস্। মুলাটো বলে তার গায়ের রঙ ঠিক নিগারদের মতো কালো নয়, কিন্তু তার মাথার চুল ঠিক নিগারদের মতো ছোট কোঁকড়ানো। জর্জের দৈর্ঘ্য ছ-ফুট···কথাবার্তায় খুব চট্‌পটে। দরকার হলে শ্বেতাঙ্গদের মতো শুদ্ধ ভাষা বলতে পারে···লেখাপড়াও জানে। তার পিঠে, বুকে ও হাতের কবজিতে চাবুকের লম্বা-লম্বা কালশিরা দাগ আছে···তার ডান হাতের চামড়ার ওপরে আমার নামের প্রথম অক্ষর ক্রীতদাসত্বের চিহ্নহিসেবে মুদ্রিত আছে···

যদি কেউ তাকে জ্যান্ত ধরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে চারশো ডলার পুরস্কার দেবো। আর যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে, তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন, তাহলে তার ওপর আরো চারশো ডলার দেবো।"

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নামে নামে···বাইরে ঝিপ্ ঝিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে···হোটেলের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ আড্ডাধারীরা বীয়ারের বোতল নিয়ে জমে বসেছে।

বীয়ারের গ্লাস থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে একজন বললে, "এসব পাজী নিগারগুলো···"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর একজন ফোড়ন কাটল, "ব্যাটাদের উঠতে বসতে জুতো মারা দরকার! নেমকহারাম···শয়তান!"

"ব্যাটাদের জানও বলিহারি যাই। যতই চাবুক মারো, যতই লোহাওয়ালা বুটের লাথি মারো না কেন, ব্যাটাদের যেন কিছুতেই হুঁশ হয় না!"

দরজার কাছ-বরাবর চুপচাপ বসে এক বুড়ো এসব কথা শুনছিলেন। তাঁর নাম মিস্টার উইলসন্। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী। কাজের জন্যে তিনি ওই হোটেলে উঠেছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে তখন। এমন সময় একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে হোটেলের দরজায় থামল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহ এক সুসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ গাড়ী থেকে নেমে গম্ভীরভাবে গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হোটেলে ঢুকল। মিস্টার উইলসনের সামনে দিয়েই ম্যানেজারের ঘরে গেল সে।

সেই নবাগত লোকটির মুখ দেখে মিস্টার উইলসনের মনে হল, তাকে যেন কোথায় দেখেছেন! কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, কে ওই লোকটি! কোথায় ওকে দেখেছেন! সারাক্ষণ মনের মধ্যে এই প্রশ্ন তাঁকে উত্যক্ত করে তুলতে থাকে! অবশেষে রাতে মিস্টার উইলসন্ নিজে উপযাচক হয়ে হোটেলের কর্মচারী পাঠিয়ে সেই নবাগতের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন এবং নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠালেন।

রাত একটু গভীর হলে নবাগত এসে সোজা মিস্টার উইলসনের ঘরে প্রবেশ করল এবং ঘরে প্রবেশ করেই দরজার খিল বন্ধ করে দিল। মিস্টার উইলসন্ ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "কি ব্যাপার?"

হাতের ইশারায় নবাগত বললে, "চুপ করুন!"

তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললে, "কোনো ভয় নেই মিস্টার উইলসন্, আমি আপনার স্নেহভাজন হতভাগ্য জর্জ···যার নামে এই হোটেলের দরজায় হুলিয়া টাঙানো রয়েছে!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস্টার উইলসন্ অবাক হয়ে বলে ওঠেন, "কি সর্বনাশ! জর্জ! এই হোটেলে এসেছো। ধরা পড়লে মারা যাবে যে!"

জর্জ বললে, "আর কোনো উপায় নেই বলেই আমাকে এই চরম বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আমার গায়ের রঙ মেক্-আপ্ করা··· মাথার চুলও পরচুলা। এ আমার ছদ্মবেশ! যে-দেশে গায়ের রঙের দরুণ মানুষের সঙ্গে মানুষ পশুর মতো ব্যবহার করে, সেই অভিশপ্ত দেশে আমি আর থাকতে চাই না! আমি চলে যাবো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে কানাডায়। সেখানে সাদায়-কালোয় কোনো তফাৎ নেই। সেখানে গিয়ে আমি সেখানকার নাগরিক হবো! মানুষের জগতে মানুষ হয়ে বাঁচবো!"

বাধা দিয়ে মিস্টার উইলসন্ বললেন, "কিন্তু কানাডা তো এদিকে নয়।"

জর্জ জবাব দেয়, "আমার স্ত্রী নাকি ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে! সেকথা শুনেই আমি আবার ফিরে এলাম। সে হতভাগিনীকে আর আমার ছেলেকে খুঁজে বের করার জন্যেই আমার এই বেপরোয়া অভিযান! শ্বেতাঙ্গের ছদ্মবেশে গাড়ীতে-গাড়ীতে ঘুরে বেড়াই··· রাতে শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে উঠি। আমার জমানো যা-কিছু টাকা ছিল, সব এভাবে খরচ হয়ে গেছে! তার ওপর···এই দেখুন···দুটো পিস্তল কিনেছি! কার সাধ্য জীবন্ত আমাকে ধরে? আমার স্ত্রী···আমার ছেলে···আমি আর ভাবতে পারি নে, মিস্টার উইলসন্···!"

সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যাঁরা মনে প্রাণে ক্রীতদাস-প্রথাকে ঘৃণা করতেন, মিস্টার উইলসন্ ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি বিশেষভাবে জর্জকে চিনতেন। জর্জের জোরালো বুদ্ধি, লেখাপড়ায় নিবিড় আগ্রহ এবং চরিত্রের শুদ্ধতা দেখে তিনি তাকে ভালোবাসতেন। আজ তার এই বেপরোয়া অভিযানের কথা শুনে জর্জের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন, "আমার সকল শক্তি দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করবো, জর্জ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন তুমি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নাও। এ সময় তোমার কাছে টাকা থাকা বিশেষ দরকার।"

এই বলে তিনি জামার পকেট থেকে কতকগুলো দশ ডলারের নোট বের করে জর্জের হাতে দিলেন। জর্জ সেগুলো হাতে নিয়ে বললে, "আপনার এ দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলবো না। তবে আপনাকে কথা দিতে হবে, যদি কোনো দিন আমি রোজগার করে এ-টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে আসি, তখন কিন্তু আপনাকে তা নিতে হবে!"

"বেশ, বেশ···তাই হবে। এখন যা বলি, শোনো···এক জায়গায় একদল কোয়েকার ক্রীশ্চান আছেন। তাঁরা গোপনে ক্রীতদাসদের সাহায্য করছেন। তুমি যেমন করে পারো, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করো। তাঁদের দলের লোকেরা সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাঁরা হয়তো তোমাকে তোমার স্ত্রীর খোঁজ দিতে পারবেন!"

জর্জ কৃতজ্ঞ-চিত্তে মিস্টার উইলসনের আশীর্বাদ নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

পরদিন সকালে হোটেলের যাত্রীরা জেগে ওঠার আগেই গাড়ী ডাকিয়ে হোটেল থেকে জর্জ বেরিয়ে পড়ল।

নবম পরিচ্ছেদ

কোয়েকারদের কলোনিতে

মিস্টার উইলসন্ যে কোয়েকার ক্রীশ্চানদের কলোনির কথা বলেছিলেন, সেই কলোনিতে এলিজা তার ছেলেকে নিয়ে ট্রম্‌পির চেষ্টায় আশ্রয় পেয়েছে। এই কোয়েকারদের কলোনিতে শান্ত পরিবেশের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলার সামনে বসে আছে পলাতকা ক্রীতদাসী এলিজা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোয়েকাররা আদর্শ ক্রীশ্চানের মতো নীরবে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ বিচার না করে সকল নিপীড়িত মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। এ দলের যাঁরা সভ্য, তাঁরা দুঃখ-দৈন্য, এমনকি মৃত্যুকেও পরোয়া করেন না!

কোয়েকার দলের বর্তমান পরিচালিকা হলেন এই বৃদ্ধা—রাশেল হ্যালিডে। বৃদ্ধা তাঁর দলের লোকদের চারদিকে কান পেতে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তারা এলিজার পলাতক স্বামীর কোনো খবর আনতে পারে!

এলিজাকে বৃদ্ধা আদর-জড়ানো সুরে বলেন, "তোমার স্বামীর কোনো খবর পাওয়া না গেলে তুমি কি করবে, ঠিক করেছো?"

এলিজা বলে, "আমি ঠিক করেছি, মা, এখান থেকে কানাডায় যাবো। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবো!"

বৃদ্ধা কি যেন ভেবে বললেন, "আজও দুটো ক্রীতদাস-ছেলে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। ভাবছি তাদের সঙ্গে তোমাকেও এই দক্ষিণ অঞ্চলের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো!"

এমন সময় একজন কোয়েকার এসে খবর দিলো, "মা, এলিজার স্বামীর খোঁজ পাওয়া গেছে। এইমাত্র খবর এলো, ব্রাদার ফিনিয়াসের সঙ্গে সে নাকি আজ রাতে এখানে আসবে!"

এই হঠাৎ-আসা খোশ-খবরে এলিজার মন খুসীর আমেজে ভরে ওঠে! মনে-মনে সে ভগবান্‌কে ডাকে, "হে ভগবান্! হে দয়াময়! এই অনাথিনীকে দয়া করো!"

সারাটা দিন এলিজা পাগলিনীর মতো পথের দিকে চেয়ে থাকে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে দূর থেকে কোয়েকার-কলোনির ভেতরে ওয়াগন-গাড়ীর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে।

এলিজা তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, "হে ভগবান্! দয়া করে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও! যেন এই গাড়ীতেই তিনি আসেন!"

এলিজার সেই আকুল প্রার্থনা বোধ হয় ভগবানের কানে

www.BanglaBook.org

পৌঁছোয়। একটু পরেই জর্জ এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায় কলোনির বৃদ্ধা পরিচালিকার সামনে।

বহুদিন পরে স্ত্রী আর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে জর্জের। সে তখন জিম্‌কে বুকে নিয়ে আদর করতে শুরু করে। সেই সুমধুর দৃশ্য দেখে কোয়েকার-দলের পাণ্ডা ব্রাদার ফিনিয়াস্ বলে ওঠেন, "জয় যীশু, তোমার নাম ধন্য হোক্, প্রভু!"

দশম পরিচ্ছেদ

মুক্তির লড়াই

পরের দিন যখন তারা জল্পনা-কল্পনা করছে কি করা যায়, সেই সময় শহর থেকে একজন কোয়েকার ব্রাদার দৌড়োতে দৌড়োতে এসে খবর দিলে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে! টমি-গুণ্ডা জানতে পেরেছে, এলিজা আর তার ছেলে এখানে আছে। তাই সে তার দলবল নিয়ে আমাদের ওপর আজ হামলা করবে, ঠিক করেছে!"

ভয়ে বেচারা এলিজার মুখ নীল হয়ে ওঠে! বুঝি, ভগবান্ তার কপালে সুখ লেখেন নি!

ব্রাদার ফিনিয়াস্ বলেন, "তাহলে আর দেরী করে দরকার নেই। চলো, তোমাদের নিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ি! জেলার সীমানার বাইরে আমাদের আর এক আড্ডায় তোমাদের রেখে আসি।"

কোমরের পিস্তল দুটো ঠিক করে নিয়ে জর্জ বলে, "তাই চলুন, ব্রাদার ফিনিয়াস্!"

এক বিরাট ওয়াগনে চার-পাঁচজন পলাতক ক্রীতদাসকে নিয়ে ব্রাদার ফিনিয়াস্ নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে চললেন।

ক্রমে শহর পেরিয়ে তাঁরা খোলা মাঠে এসে পড়লেন। সামনে পাহাড়িয়া অঞ্চলে যাবার পথ। মাঠ থেকে সেই পথ ধাপে ধাপে

www.BanglaBook.org

উঁচুতে উঠে ক্রমে সরু হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ব্রাদার ফিনিয়াস্ প্রাণপণে গাড়ী চালিয়ে উঁচু পাহাড়িয়া পথে গিয়ে উঠলেন। এতক্ষণ একনাগাড়ে চলার ফলে ঘোড়াগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে, তাই ব্রাদার ফিনিয়াস্ এবার আস্তে-আস্তে গাড়ী চালাতে লাগলেন। এমন সময় নীচে মাঠের দিকে নজর পড়তে এলিজা সভয়ে জর্জকে বলে, "ওই দেখ!"

জর্জ চেয়ে দেখে, নীচে মাঠের মধ্যে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে একদল ঘোড়-সওয়ার হাওয়ার বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। ব্রাদার ফিনিয়াস্‌ও দেখতে পেয়েছিলেন তাদের। বুঝতে বাকি রইলো না যে, এই সব ঘোড়সওয়ার আর কেউ নয়···টমি গুণ্ডার দল—তাঁদের ধরার জন্যেই হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসছে এবং গাড়ীর চাকার দাগ অনুসরণ করে আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তারা এখানে এসে তাঁদের ধরে ফেলবে।

ব্রাদার ফিনিয়াস্ বললেন, "আর গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। এখনি ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। তার চেয়ে বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে রেখে, চলো, আমরা উঁচু পাহাড়ের টিলার ওপর একটা সুবিধে মতো জায়গা দেখে আগে থাকতে সেখানে আশ্রয় নিই।"

ব্রাদার ফিনিয়াসের কথায় সায় দিল জর্জ। তখনি গাড়ীটাকে পথ থেকে সরিয়ে ব্রাদার ফিনিয়াস্ এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সেখানে এসে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন সকলে। তারপর পাহাড়ের পথ ধরে এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলেন, সেখানে দু'ধারে বড় বড় পাথরের মাঝখানে পথ এত সরু হয়ে এসেছে যে, পাশাপাশি দু'জন মানুষও সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে না।

পথের একটু উঁচুতে একটা বড় পাথরের আড়ালে সকলে গিয়ে দাঁড়ালেন। জর্জ তার দুটো পিস্তল কোমর থেকে বের করে নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উঁচু জায়গা থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়, সামনে যমদূতের মতো দু'জন লোক, আর তাদের পেছনে আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ-বারো জন···সার দিয়ে ওরা ওপরের দিকে উঠে আসছে। জর্জ পিস্তল বাগিয়ে ধরল তাদের দিকে।

গুণ্ডারা সরু গিরিপথ দিয়ে এক-একজন করে এগিয়ে আসতে লাগল। জর্জ পাথরের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের দেখতে থাকে। জর্জকে দেখতে পেয়েই সামনে যে-লোকটা ছিল, সে চেঁচিয়ে ওঠে, "বেরিয়ে আয়, ডার্টি নিগার! নইলে টমি-গুণ্ডার হাতে তোদের আর রক্ষে নেই আজ!"

এর জবাবে জর্জের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই লোকটির আর্তনাদ শোনা গেল। ওই লোকটিই হল দলের সর্দার টমি। ঘায়েল হয়ে ক্ষেপা বাঘের মতো টমি যেই এগুতে যাবে, অমনি জর্জের হাতের আর-একটা গুলিতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার পেছনে যে লোকটা ছিল, এগিয়ে আসতে গিয়ে তার গায়েও গুলি লাগল। এভাবে রুখে দাঁড়ানোর ফলে গুণ্ডাদলের বাকি লোকগুলো পেছন ফিরে পালাতে শুরু করল। জর্জ তাদের দিকে তাক্ করে সমানে গুলি ছুড়তে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে দেখে তারা পেছন ফিরে চোঁ চোঁ দৌড়! পড়ে রইল শুধু রক্তমাখা দেহে তাদের দলের সর্দার টমিগুণ্ডা···তাকে ফেলেই ওরা পালাল।

ব্রাদার ফিনিয়াস্ আর জর্জ তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে টমির কাছে গিয়ে দেখে, তখনো তার জ্ঞান রয়েছে। তাদের দেখে টমি দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে! নিজের মনে বলে, "ব্যাটারা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল! নেমকহারামের দল!"

জর্জ তাড়াতাড়ি তার রুমাল বের করে টমির ক্ষতস্থান বেঁধে দিলে। ব্রাদার ফিনিয়াস্‌ও একাজে তাকে সাহায্য করলেন।

উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে টমি, "তোমরা তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে না?"

ব্রাদার ফিনিয়াস্ বলেন, "না, আমরা ক্রীশ্চান। মানুষ মারা আমাদের ব্যবসা নয়। আমাদের কাজ মানুষকে বাঁচানো। তুমি

www.BanglaBook.org

এখন আর আমাদের দুশমন নও! মরতে বসেছো তুমি। তোমাকে আমরা বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

ব্রাদার ফিনিয়াস্ আর জর্জ তার বিরাট দেহটি তুলে নিজেদের গাড়ীতে নিয়ে এলেন।

টমি জিজ্ঞাসা করে, "আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো?"

ব্রাদার ফিনিয়াস্ জবাব দেন, "আমাদের আর এক আস্তানায়। সেখানে ডাক্তার আছে, ভালো নার্স আছে। তোমার কোনো ভয় নেই!"

টমি অবাক্ হয়ে ব্রাদার ফিনিয়াসের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

টমের পুনর্জীবন

নিউ অর্লিয়েন্স শহর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রাম্য পরিবেশে মিস্টার ক্লেয়ারের মস্ত বড় খামার। বাড়ির চারদিকে ধু ধু করছে বাগান আর মাঠ। এখানেই আশ্রয় পেলেন টম্।

মিঃ শেল্‌বীর আশ্রয় ছাড়ার পর যে অল্প কয়েকদিনের জন্য পশুর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন টম্, তা ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন তিনি মিস্টার ক্লেয়ারের সদয় ব্যবহারে, আর ইভার আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসায়। ইভার পিসী ওফেলিয়াও টম্‌কে যথেষ্ট সমাদর করতেন। মিসেস্ ক্লেয়ার অবশ্য টমের ওপর মোটেই সদয় ছিলেন না, কিন্তু টমের কি এসে যায় তাতে! টমের মনিব যখন তাঁকে সুনজরে দেখেন এবং নানাভাবে তাঁর কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

www.BanglaBook.org

করেন ও তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিজে কড়া নজর রাখেন, তখন মনিব-গিন্নীর ছোটখাটো ত্রুটি তিনি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস্ ক্লেয়ারও টমের প্রতি প্রথম প্রথম কৃতজ্ঞ ছিলেন তাঁর মেয়ের প্রাণরক্ষার জন্যে, কিন্তু ক্রীতদাসদের প্রতি যে আন্তরিক বিদ্বেষ তিনি পোষণ করে এসেছেন এতদিন ধরে, তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে। ক্রমশঃ সেই কৃতজ্ঞতাও যেন তাঁর মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল!

বাড়ির কর্তার নির্দেশে টম্‌কে কোন কাজকর্ম করতে দেওয়া হত না, কিন্তু টম্ চুপচাপ বসে থাকতেন না। বাড়ির আশেপাশে প্রচুর খোলা মাঠ ছিল। টম্ সেখানে নিজের পছন্দ ও রুচি অনুসারে নানারকম ফুলের চারা ও শাকসবজীর বাগান লাগালেন, ঠিক যেমনটি করতেন মিঃ শেল্‌বীর আশ্রয়ে, থাকার সময়। বাড়ির অন্যান্য ক্রীতদাসেরা তাঁকে বিশেষ সমীহ করত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাদেরও 'টম্ কাকা' হয়ে গেলেন। তারা টম্‌কে তাদের মরুব্বি ঠাওরাত এবং বিপদে আপদে তাঁর সাহায্য নিত। প্রকৃতপক্ষে টম্ তাদের মাঝে আসায় তারা যেন অন্ধকার থেকে আশার আলো দেখতে পেল। আগের অভ্যাসমতো টম্ তাদের নিয়ে রোজ সান্ধ্য প্রার্থনায় বসতেন এবং গল্পের মধ্য দিয়ে বাইবেলের নানা উপদেশ তাদের শোনাতেন। মনিবের ছোট্ট মেয়ে ইভার সঙ্গে খেলাধুলো করা ছিল টমের প্রতিদিনের প্রধান কাজ। এতদিন ইভার সবসময়ের খেলার সাথী ছিল টপ্‌সী বলে সমবয়সী একটা ক্রীতদাসী মেয়ে। কিন্তু টম আসায় ইভা ও টপ্‌সী দু'জনেই খেলার একজন দরদী সাথী পেল।

টপ্‌সী ক্রীতদাসী মেয়ে হলেও ইভার সবসময়ের সাথী ও প্রিয় পাত্রী ছিল বলে বাড়িতে আদর পেত যথেষ্ট, বিশেষ করে পিসী ওফেলিয়ার কাছে। দুষ্টামীতে সে ছিল পাকা। বাড়ির কতো জিনিস সে এধার-ওধার করতো তার ঠিক-ঠিকানা নেই, আর এজন্যে সে পিসী ওফেলিয়ার কাছে বকুনি, আর সময় সময় মারধোর পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

খেত। তবুও টপ্সীর দুষ্টামী কমেনি একটুও। মেয়েটা যেন দিন দিন ইভার মতো সমান আদরের ভাগীদার হয়ে উঠতে চায়।

সেদিন টপ্সীকে খুঁজে পেল না ইভা, তাই সে একাই টম্‌কে নিয়ে বাইরের বাগানে বেড়াতে যাবে ঠিক করল। ঘর থেকে বেরুবার সময় ওরা দু'জনে টপ্সীর গলা শুনতে পেল। টপ্সী চিৎকার করছে, "উঃ! উঃ! মেরে ফেল্লে গো! সাহায্য করো! সাহায্য করো!"

টপ্সীর কাতর আর্তনাদে টম্ ইভাকে নিয়ে ছুটে গেলেন পাশের ঘরে যেখান থেকে টপ্সীর গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে। ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিস্টার ক্লেয়ারও সেখানে হাজির হলেন।

ঘরে ঢুকে ইভা দেখলে, পিসী ওফেলিয়া টপ্সীকে কোলপাঁজা করে চেপে ধরে চুল আঁচড়াবার ব্রাশ দিয়ে পিটছেন, আর টপ্সী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। পিসীর কাছে ছুটে গিয়ে ইভা মিনতি জানিয়ে বললে, "পিসি! ওকে আর মেরো না। ওকে এবার ছেড়ে দাও।" ওফেলিয়া ভাইঝির কথায় কান না পেতে ব্রাশ দিয়ে টপ্সীকে মারতে মারতে বললেন, "বল্, কেন তুই, আমার চুলের কাঁটা আর ফিতে লুকিয়ে রেখেছিলি?"

টপ্সী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "আমি ও কাজ করিনি। আমাকে ছেড়ে দাও!"

ওফেলিয়া টপ্সীকে ব্রাশ দিয়ে আরও কয়েক ঘা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দাদাকে দেখে থম্‌কে গেলেন।

মিস্টার ক্লেয়ার বললেন, "ওফেলিয়া, ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এবার টপ্সীকে ছেড়ে দাও।"

ওফেলিয়া আর কি করেন! দাদার কথায় তিনি টপ্সীকে অনিচ্ছার সাথে ছেড়ে দিলেন। যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে টপ্সী তখনই ইভার হাত ধরে ঘুরিয়ে বিনিয়ে তাকে কত কি বলতে লাগল। মিস্টার ক্লেয়ার ওদের দু'জনকে আন্তরিক আলাপ করতে দেখে ওফেলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে নিজের কাজে চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা চলে যেতেই ইভা ওফেলিয়ার কাছে এগিয়ে এসে বললে, "পিসি! টপ্‌সী বলছে, সে তোমার কোনো জিনিস নেয় নি!"

"মিছে কথা, একেবারে মিছে কথা।" চিৎকার করে বলে উঠলেন ওফেলিয়া।

হি-হি করে হাসতে লাগলো টপ্‌সী পিসি ওফেলিয়ার চোখে চোখ রেখে। ওফেলিয়া তখনই আবার তেড়ে গেলেন টপ্‌সীর দিকে। টপ্‌সী কিন্তু ভয়ে পালালো না। সে দেখে, মিস্টার ক্লেয়ার আবার এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছেন। পিসী ওফেলিয়া এখন তার গায়ে হাত তুলবেন না ভেবে সে সাহস করে বলল, "আমি তোমার কোনো জিনিসই চুরি করি নি।"

ওফেলিয়া বললেন, "তাহলে তোর জামার হাতার ভেতর আমার চুলের কাঁটা ও ফিতে দেখতে পেলাম কেন?"

টপ্‌সী গম্ভীরভাবে বললে, "তুমি আমার জামার হাতার ভেতর চোখ বুলিয়েছ বলে দেখতে পেয়েছ।"

"শুনলে তো দাদা বদমাইশ মেয়ের কথা" এই বলে ওফেলিয়া রাগ সামলাতে না পেরে টপ্‌সীর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। মিস্টার ক্লেয়ার সবিস্ময়ে দেখলেন, ঝাঁকুনি পাওয়ায় টপ্‌সীর জামার ভেতর থেকে একগাছা সোনার চুড়ি মাটিতে পড়ে গেল।

সকলের চোখ এবার ছানাবড়া! কাঁদকাঁদ স্বরে ওফেলিয়া বললেন, "আমার চুড়ি।"

টপ্‌সী কিন্তু একটুও বিচলিত হল না এতে। আগের মতোই সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওফেলিয়া রাগ সামলাতে না পেরে টপ্‌সীর হাত দুটো মুচড়ে ধরে প্রশ্ন করে, "এবার বাছাধন, ধরা পড়ে গেছ সকলের সামনে। এবার কি জবাব দেবে টপ্‌সী?"

টপ্‌সী অম্লানবদনে বললে, "কোনো শয়তান নিশ্চয়ই এটা আমার জামার হাতার ভেতর পুরে দিয়েছে—আমি এটা নেই নি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুনলে তো দাদা এই শয়তান মেয়ের কথা। একে নিয়ে কি করবে তুমি ?"—ওফেলিয়ার রুষ্ট গলা শোনা গেল।

মিস্টার ক্লেয়ার বললেন, "মনে হয়, টপ্সীকে শায়েস্তা করতে পারবে টম্। ওকে টমের হাতেই তুলে দেব।"

টম্ এতক্ষণ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে টপ্সীর কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। মনিবের কথা শুনে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "আমি চেষ্টা করবো, তবে কতটা কি হবে তা নিশ্চয় করে বলতে পারছি নে। যা দুষ্টু মেয়ে টপ্সী !"

"দুষ্টু বলেই তো তোমার হাতে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।"—এই বলে মিস্টার ক্লেয়ার হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

এরপর থেকে টম্ মাঝে মাঝে টপ্সীকে উপদেশ দিতে লাগলেন বাইবেলের বাণী শুনিয়ে। টপ্সী বলে, "টম্ কাকা ! বাইবেলের ওসব উপদেশ অনেক শুনেছি পিসি ওফেলিয়ার কাছে। পিসী তো বলে, 'চুরি করা মানুষের মহাপাপ'।"

টম্ বলেন, "তাহলে সব বুঝেও তুই এ ধরনের কাজ করিস্ কেন ?"

টপ্সী গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়, "আমি তো মানুষ নই, আমি তো জন্মাইনি !"

টপ্সীর কথায় হেসে ওঠেন টম্। টপ্সীকে বলেন, "ও আবার কি কথা ! দুনিয়ায় সকলেই জন্মেছে।"

টপ্সী বলে, "উঁহু, অন্ততঃ আমি জন্মাইনি। আমি কেবল বড় হয়েছি আপনা থেকে।" একটু থেমে আবার টপ্সী বলে কাঁদকাঁদ গলায়, "আমার তো কোনো দিন মা-বাপ ছিল না—তাঁদের তো কোনো দিন আমি দেখিনি।"

একথায় কি জবাব দেবেন টম্। টপ্সীর মনের ব্যথা তিনি বোঝেন। তিনি ভালো করেই জানেন, টপ্সীর সাথে তার মা-বাবার জীবনে কোনো দিন দেখা হবে না। হয়তো টপ্সী জানেই না কে তার মা, কে তার বাবা ! হয়তো ওর মা-বাবা পরস্পরের কাছ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়াছাড়ি হয়ে কোনো নিষ্ঠুর মনিবের খপ্পরে পড়ে জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছে। টপ্‌সীর কথা হয়তো তাদের মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে। কিন্তু অসহায় ছোট মেয়ে তার মা-বাবার ছবি এখনও কল্পনা করে থাকে। ভাবে, সকলের যখন মা-বাবা আছে, তখন তারই বা মা-বাবা থাকবে না কেন?

সান্ত্বনার সুরে টম্ বললেন, "টপ্‌সী ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই। এসো, আমার কাছে গান শেখো। গান শিখলে সব দুঃখ ভুলে যাবে।"

টপ্‌সী গান শিখতে রাজী হলো।

কিছুদিনের মধ্যেই টপ্‌সী একজন বেশ ভাল গায়ক হয়ে উঠল। তার স্বভাবটা অনেক বদলে গেলো টমের দরদভরা উপদেশে আর গানের ভেতর দিয়ে।

এভাবে মিস্টার ক্লেয়ারের খামারে টম্ কাকার দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু কপাল যাঁর মন্দ, তাঁর কখনো এত সুখ সয়? টমেরও এ সুখ সইল না বেশী দিন। তাঁর অদৃষ্টের চাকা আবার ঘুরল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

টমের ভাগ্যবিড়ম্বনা

একদিন বাগান থেকে ফেরার পর ইভা ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে কয়েকদিন ধরে মরণের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। টম্ দিনরাত ইভার পাশে বসে রইলেন, ভুলে গেলেন নাওয়া-খাওয়া। টপ্‌সীর অবস্থাও তাই। বাড়ির সব ক্রীতদাস ঈশ্বরের কাছে ইভার প্রাণভিক্ষা চাইল। সংজ্ঞাহীন ইভার জ্ঞান ফিরে এল মৃত্যুর খানিকক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে। মৃত্যুপথযাত্রী ইভা তার বাবার কাছে অন্তিম অনুরোধ জানাল। অনুরোধটা আর কিছুই নয়—টম্ কাকাকে যেন অবিলম্বে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, যাতে তিনি ক্লো-খুড়ীর সঙ্গে আবার একসাথে বসবাস করতে পারেন।

মেয়ের অন্তিম প্রার্থনায় সায় দিয়ে মিস্টার ক্লেয়ার বললেন, "শীগ্‌গির আমি পাকাপাকিভাবে দলিল সই করে দিয়ে টম্‌কে ক্রীতদাসত্ব থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দেব।"

ইভার মৃত্যুতে মিস্টার ক্লেয়ার পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বাড়ির পরিবেশ হয়ে উঠল তাঁর কাছে অসহ্য। দুঃখের বোঝা এড়াবার জন্যে তিনি মদ খাওয়া শুরু করলেন পুরোদমে, আর শহরে গিয়ে জুয়ার আড্ডায় সময় কাটাতে লাগলেন সেরা বদমাইশদের মাঝে।

মিস্টার ক্লেয়ারের চালচলনের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে বাড়ির সকলেই ভয় পেয়ে গেল। একে তো ইভার জন্যে সকলেই শোকে কাতর, তার ওপর বাড়ির কর্তার হালচাল অস্বাভাবিক। কি যেন একটা অজানা ভয়ে সকলেই দিন কাটাতে লাগল! আসন্ন কোনো একটা বিপদের আভাস যেন সকলেই দেখতে পাচ্ছে!

দিন কয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিস্টার ক্লেয়ার শহর থেকে ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। এসেই টম্‌কে ডেকে পাঠিয়ে তিনি তাকে জানালেন তার মেয়ের অন্তিম বাসনার কথা। টম্ একথা শুনে মোটেই আশ্চর্য হলেন না, কেন না ইভা তাঁকে অনেকবার বলেছিল ক্লো-র কাছে ফিরে যাবার কথা।

মিস্টার ক্লেয়ারের হাতে ছিল একটা দলিল। সেটা দেখিয়ে তিনি টম্‌কে বলেন, "টম্, আজ রাতে বিশেষ কাজে আমি শহরে যাচ্ছি। কাল সকালেই ফিরব। ফিরে এসেই এই দলিলে সই করে দলিলটা তোমাকে দিয়ে দেব। চিরদিনের মতো তুমি ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। আর কালকেই মিঃ শেল্‌বীর ওখানে রওনা হবার জন্যে তৈরী থেকো।"

টম্ কৃতজ্ঞ চিত্তে মাথা নোয়ালেন। ইভার মৃত্যুতে তাঁর মন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল উদাস। এখানে থাকতে আর তাঁর মোটেই ভালো লাগছিল না। সব কিছু তাঁর ফাঁকা হয়ে গেছে যেন! তাই মনিবের কাছে ক্রীতদাসত্ব থেকে চিরমুক্তির সংবাদ পেয়ে তাঁর মনটা ছুটে গেল কেনটাকীর সেই পুরোনো আশ্রয়ে—মিঃ শেল্‌বীর খামার বাড়িতে। ভেসে উঠল ক্লো-র মুখখানা। জর্জের কথা মনে পড়ল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়লেন টম্। এবার তিনি হবেন স্বাধীন, মুক্ত—তাঁকে আর কেউ মালপত্র বলে মনে করতে পারবে না—তাঁকে নিয়ে দর কষাকষি করে বেচাকেনাও কেউ করতে পারবে না।

সারারাত টমের চোখে ঘুম নেই। মুক্তির আনন্দ তাঁর যেন ঘুম কেড়ে নিয়েছে! সারারাত ধরে তিনি কল্পনার জাল বুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হয়, এবার তিনি নিজের পরিশ্রমে যা রোজগার করবেন তা দিয়ে মিঃ শেল্‌বীর ক্রীতদাসত্ব থেকে ক্লো-কে মুক্ত করতে পারবেন। কখনও বা ভাবেন হয়তো মিঃ শেল্‌বী তাঁর ভাগ্য-পরিবর্তনে খুশী হয়ে কোনো টাকাপয়সা না নিয়েই ক্লো-কে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন চিরদিনের জন্যে। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হল না তাঁর। তিনি তো আজীবন দরদ দিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে মিঃ শেল্‌বীর সেবা করে এসেছেন। সেই সেবার কি কোনো দামই দেবেন না মিঃ শেল্‌বী? টমের মনে হয় মিঃ শেল্‌বী যেন তাঁর অন্তরের প্রার্থনা আপনা থেকেই বুঝতে পেরে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ক্রমে উষার আলো ফুটে উঠল। টম্ আজ ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা নিবেদন করলেন। বাড়ির সবাইকে জানালেন মিস্টার ক্লেয়ারের দলিলের কথা। শুনে সবাই খুশী হলো, হলেন না কেবল মিসেস্ ক্লেয়ার। ভাবলেন মেয়ের মৃত্যুতে স্বামীর মাথা খারাপ হয়েছে, তাই তিনি বিনা পয়সায় ক্রীতদাসকে মুক্তি দিচ্ছেন। মিসেস্ ক্লেয়ার ঠিক করলেন যে, একাজে স্বামীকে প্রাণপণে বাধা দেবেন। মুখে কাউকে তিনি অবশ্য কিছু বললেন না। কেন জানি না টমের ওপর তাঁর বিদ্বেষ বেড়ে গেছে প্রচণ্ড। টম্‌কে ইভা ভালোবাসতো আপন মায়ের চেয়ে বেশী—বোধহয় সেটাই হবে এর কারণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনিবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছেন টম্। কেনটাকীতে ফিরে যাবার সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছেন তিনি। শুধু মনিব ফিরে এসে দলিলে সই করে দলিলটা তাঁকে দিলেই তিনি এখান থেকে রওনা হবেন, ব্যস!

কিন্তু টমের মনিব আর সজ্ঞানে ফিরে এলেন না। ফিরে এলো মিস্টার ক্লেয়ারের রক্তমাখা লাশ। কোনো অজানা আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবরটা পেয়েই টমের মাথায় যেন বাজ পড়ল! আধপাগল হয়ে গেলেন টম্।

মিসেস্ ক্লেয়ার মেয়ে ও স্বামীকে পরপর হারিয়ে ভেঙে পড়লেন একেবারে। তিনি নিজের ভাইয়ের কাছে চলে যাবেন ঠিক করলেন। যাবার আগে জমিজমা ও ক্রীতদাসদের বেচে দিয়ে যাবেন তিনি।

ওফেলিয়া বললেন, "কিন্তু দাদা তো টম্‌কে মুক্তি দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। দলিলও তৈরী করে গেছেন, শুধু সেটাতে সই করতে বাকী ছিল। তুমি দাদার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখো না—টম্‌কে মুক্তি দাও।"

মিসেস্ ক্লেয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "ওকে আমি সবচেয়ে বদমাইশ লোকের কাছে বেচে দেব—মুক্তি সে পাবে না।" চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে মিসেস্ ক্লেয়ার টমের ব্যাপারে তাঁর অন্তরের বিদ্বেষের কথা সকলের কাছে ঘোষণা করলেন।

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শয়তানের পাঞ্জায় টম্ কাকা

সে সময় তুলোর আবাদ অঞ্চলে ক্রীতদাস বেচাকেনার একটা মস্ত বড় হাট ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে ক্রীতদাসদের নীলামে বেচাকেনা হত। যারা ওদের বেচত, তারা দেশবিদেশের নানা

www.BanglaBook.org

জায়গা থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে সেই হাটের আড়তে জমা রাখত, আর চড়া দামে ওদের বেচত খরিদ্দারের কাছে। তুলোর আবাদের মালিকরাই ছিল প্রধান খরিদ্দার। তারা নিজের আবাদে বিনা মাইনের খাটিয়ে শ্রমিক চাইত অধিক লাভের আশায়, তাই যখনই তারা শুনত কোনো শক্তসমর্থ ক্রীতদাস হাটে বিক্রী হবার জন্যে এসেছে, তখনই তারা ছুটে আসত আড়তদারের কাছে। যেসব ক্রীতদাসের চাহিদা বেশী হত, তাদের বেচার সময় নীলাম ডাকা হত। নীলামে যে বেশী দর দিত, তাকেই সেই ক্রীতদাস বেচা হত।

প্রত্যেক ক্রীতদাসের নাম, বয়স, উচ্চতা, বুকের ছাতি, তার কাজ করার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের বিশদ বিবরণ একটা কাগজে লিখে সেই ক্রীতদাসের পিঠে সেঁটে দেওয়া হত, আর ক্রীতদাসদের শেকলে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হত। তারপর কেনার আগে তাদের পরীক্ষা করত খরিদ্দারেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। ওদের মধ্যে যারা খুব শক্ত-সমর্থ তাদের নীলামদার একে একে উঁচু বেদীর ওপর নিয়ে এসে খরিদ্দারদের দেখাত, আর নীলাম ডাকত। দেখাবার সময় নীলাম-দার তাদের ঘাড়ে পিঠে দু'চারটে চাবুকও মারত, আর হেঁকে বলত, "দেখুন মশাই, এ একটা সরেস মাল, চাবুক খেয়েও একটু টস্‌কায় না। এমন জিনিসটা আর পাবেন না।" খরিদ্দারদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো লোহার হাতুড়ি দিয়ে ক্রীতদাসের পিঠে বা হাতে সজোরে কয়েক ঘা কষিয়ে পরীক্ষা করে দেখত তাদের সহ্যশক্তি, কেউ কেউ আবার ক্রীতদাসের মুখ হাঁ করে দাঁতে ঘুষি চালিয়ে দেখত দাঁতের জোর কতো।

বছরের বিশেষ একটা নির্দিষ্ট দিনে সেই হাটে একটা আকর্ষণীয় নীলাম হত। সে সময় আশপাশের নানা আড়ত থেকে নানাধরনের ক্রীতদাস নিয়ে আসা হত সেই হাটে, আর খরিদ্দারেরা পছন্দমতো ক্রীতদাস কিনতে পারবে বলে ওই আকর্ষণীয় নীলাম ডাকের কয়েক দিন আগে থেকেই হাট গুলজার করত।

মিসেস্ ক্লেয়ারের নির্দেশে তাঁর সমস্ত ক্রীতদাসকে ওই হাটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বছরের আকর্ষণীয় নীলামে বেচার জন্যে নিয়ে আসা হল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় টম্‌কেও আসতে হল সেখানে। টম্ দেখলেন হাটের বীভৎস ব্যাপার। খরিদ্দারেরা হাতে চাবুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছে, আর মাঝে মাঝে ক্রীতদাসদের পিঠে চাবুক মেরে পছন্দ করছে কোন্‌টা কেনা যায়।

খরিদ্দারদের মধ্যে ছিল খুব জাঁদরেল গোছের একজন লোক। যেমন তার দুশমনের মতো চেহারা, তেমনি তার রোয়াব। অন্য খরিদ্দারেরা তার কাছে যেন খানিকটা নিষ্প্রভ। টম্ দেখলেন, সেই খরিদ্দারকে আড়তদার খুবই খাতির করছে, আর অন্য খরিদ্দারেরা বিনয় দেখাচ্ছে। টম্ আড়তদারকে বলতে শুনলেন, "আরে না না লেগ্রি, তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কখনো নীলাম শুরু করতে পারি? তুমি এসে গেছো, এবার আমি নীলাম শুরু করবো।"

লেগ্রি অর্থাৎ সাইমন লেগ্রি সেই অঞ্চলের একজন কুখ্যাত তুলোর আবাদের মালিক। তার আবাদে কত যে ক্রীতদাস প্রাণ হারিয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। ক্রীতদাসদের প্রতি তার নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নাম শুনে অন্য ক্রীতদাসেরা ভয়ে আঁতকে শিউরে উঠত। যখনই কোনো ক্রীতদাস অবাধ্য হত, তখনই তার মালিক তাকে এই বলে শাসাত, "যদি আবার অবাধ্য হবি তো সাইমন লেগ্রির কাছে বেচে দেব।" এরকম শাসানি শুনেই ক্রীতদাস তখনই শপথ করত আর কখনও সে অবাধ্য হবে না।

এহেন দুর্দান্ত সাইমন লেগ্রির কাছে মিসেস ক্রেয়ার টম্‌কে বেচে দিলেন সেই আকর্ষণীয় নীলামের দিনে। টম্ নীরবে ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাত স্বীকার করে নিয়েছেন! কোনো দুঃখই আজ আর তাঁকে নতুন করে আঘাত দিতে পারবে না! টম্‌কে ছাড়া সাইমন লেগ্রি আরও কয়েকজন নতুন ক্রীতদাস কিনল তার তুলোর আবাদের জন্যে। ওদের মধ্যে এম্মিলিন নামে একটি যুবতী মেয়ে ছিল। সে লেগ্রিকে দেখে ভয়েই দিশেহারা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে টম্‌কে বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল, "আমি আর বাঁচবো না—আমি ওর হাতেই মরবো। এর চেয়ে আমি আত্মহত্যা করবো।" টম্ তাকে সান্ত্বনা দিলেন, ঈশ্বরের নাম নিয়ে আশার বাণী শোনালেন।

ওদের দলে আর একটি মেয়েছেলে ছিল। সে মুখ বুজে কেবল চোখের জল ফেলছে তার শিশুসন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে। সে লেগ্রিকে অনেক অনুরোধ করেছিল তার ছোট্ট মেয়েটাকে কিনে নিতে, যাতে মা ও তার ছোট্ট মেয়ে একসাথে থাকতে পারে। কিন্তু লেগ্রি ছোট্ট মেয়েটাকে কিনল না, কিনল ছোট্ট মেয়েটার মাকে। ফলে মা ও তার বাচ্চা মেয়ে চিরজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়ের মালিক যে কে হল, তা তার মা জানতে পারল না মোটেই।

কেনাকাটা শেষ হয়ে গেলে সাইমন লেগ্রি এসে দেখল—টম্ অন্য সব ক্রীতদাসদের ভগবানের বাণী শোনাচ্ছেন। তা দেখেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। সজোরে টমের মুখে একটা ঘুষি মেরে লেগ্রি বলল, "হতচ্ছাড়া ব্যাটা, আমার ওখানে এসব করবি তো হাড়মাস এক করে দেব।" তারপর লেগ্রি তাদের সকলের হাতে পায়ে শেকল বেঁধে নৌকোয় তুলল নিজের তুলোর আবাদে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নৌকো থেকে নামার আগে সাইমন লেগ্রি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রীতদাসদের জামা আর প্যান্ট তল্লাসী করাল। সাইমনের পেছনে-পেছনে এসে দাঁড়ালো যমদূতের মতো বিরাট-দেহ দুই কাফ্রী—সাম্বো আর কুইম্বো। সাইমনের সকল অত্যাচারের বাহক ওরা। সাইমনের ইংগিতে সাম্বো এগিয়ে গেল ক্রীতদাসদের দিকে। লাথি মেরে সামনের লোকদের সরিয়ে সে একে-একে ক্রীতদাসদের ছেঁড়া পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে, "এই ব্যাটা নিগার, কি আছে তোর পকেটে?" সঙ্গে-সঙ্গে লাঠি দিয়ে তাদের প্রত্যেকের পেটে খোঁচা মারে।

টম্ কাকার পাৎলুনে হাত দিয়ে দেখে, শুধু একটা পুরোনো বই!

www.BanglaBook.org

"হুজুর,···দেখুন তো, এটা কি ?"

সাইমন হাতে নিয়ে দেখে, বাইবেল। সে অট্টহাস্য করে ওঠে। টম্‌কে সে বলে, "কিরে ব্যাটা, এ বইটা কার ?"

টম্ শান্তকণ্ঠে জবাব দেন, "আমার।"

"বটে। ধম্মিষ্টি! চলো তুমি আবাদে, তোমার দেহ থেকে ধম্মো নিংড়ে বের করবো! এই নিগার, শোন্, এ বই যদি আর ছুঁবি, তোর পিঠের চামড়া আস্ত রাখবো না! আজ থেকে আমার হুকুমই তোর বাইবেল। আমিই তোর গির্জে, বুঝলি ? আমি যা বলবো, তখনি তা অক্ষরে-অক্ষরে মানতে হবে, বুঝলি ?"

টম্ কাকার অন্তরে কে যেন চীৎকার করে বলতে চাইছিল, "আমাকে চাবুক মারো আর মেরেই ফেল, আমি জানি শুধু এক মালিককে, এক গির্জাকে।"

কিন্তু মুখে তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। মনে পড়ল বাইবেলে প্রভু যীশুর আশ্বাস-বাণী, "আমাকে তুমি সমর্পণ করো তোমার সব ভালবাসা···আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি···প্রয়োজনের সময় আমি তোমাকে ডেকে নেবো আমার পাশে···তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, তুমি আমারই!"

সেই মহা-আশ্বাসবাণী অন্তরে জপতে-জপতে টম এগিয়ে চলেন মানবতার শ্মশানভূমি সেই তুলোর আবাদে।

মানুষের সংস্পর্শ থেকে, সভ্যতার পরিবেশ থেকে বহু দূরে অবস্থিত এসব তুলোর আবাদ। এখানে যারা কাজ করতে আসে, তাদের কোনো সংবাদই সভ্য-জগতে গিয়ে পৌঁছোয় না। তাই তুলোর আবাদের মালিকরা নির্ভাবনায় এসব মজুরদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখে কিংবা নদীতে ফেলে দেয়। এসবের প্রতিবাদ করবে, এমন কেউ নেই সেখানে!

সারাটা পথ টম্ কাকা এক ফোঁটা জল পেলেন না, খাবার পাওয়া তো দূরের কথা! তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও ক্রীতদাসদের এক ফোঁটা জল পাবার কোনো অধিকার নেই! স্নিগ্ধধারা নদীর ওপর

www.BanglaBook.org

বসে জলের তৃষ্ণায় তারা ছটফট্ করতে থাকে। নামার সময়ে দু-একজন নদীর জলে আঁজলা ভরে জল খাবার চেষ্টা করতেই সাম্বো পেছন থেকে এসে এমন ভাবে শেকল ধরে টানলো যে, মাটিতে তাদের লুটিয়ে পড়তে হলো।

মাটিতে নেমে তাদের পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হলো, কিন্তু হাতে আর কোমরে শেকলের বাঁধন রয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর মতো তাদের শেকল ধরে হাঁটিয়ে বনের মধ্যে আবাদে নিয়ে যাওয়া হলো।

আবাদের এক ধারে খড় আর পাতার ছাউনি দিয়ে মজুরদের থাকবার খুপরী। খুপরীর ভেতরে ছোট-ছোট গর্তে, ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর তাদের শুয়ে থাকতে হয়। বর্ষার দিনে এসব খুপরীর ছাউনি উড়ে যায়। তখন তাদের সারা রাত ভিজে বসে কাটাতে হয়। ভোর হতে না হতে সেই অবস্থাতেই আবার তাদের যেতে হয় তুলোর ক্ষেতে।

এসব তুলোর আবাদের মালিকরা নিজেদের লাভ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কি করে তুলো বেচে বেশী টাকা পাওয়া যায়, তাই তাদের একমাত্র ভাবনা। এজন্যে তারা বিনি পয়সার মজুরদের আধপেটা খাইয়ে রাখত।

কিন্তু দুর্বল শরীরে কাজ করবে না বললে কারো রেহাই ছিল না! বুটের লাথি আর চাবুকের ভয়ে দুর্বল দেহ নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হতো এসব মজুরদের।

বেশির ভাগ মজুরই কিছুদিন কাজ করার পর মারা যেতো। তখন তাদের কোনো রকম কবরের ব্যবস্থা না করে বনে কিংবা নদীর জলে ফেলে দেওয়া হতো। তারপর আর-একদল খাটিয়ে নতুন ক্রীতদাস আনা হতো তাদের জায়গায়।

ভগবান্ এই কালো নিগ্রোদের দেহকে অসাধারণ শক্তিশালী করে গড়েছিলেন। তাদের দেহে ও মনে সাধারণ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে ঢের-বেশী শক্তি ছিলো, তাই তারা উপবাস অনশন আর অত্যাচারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে আপনা থেকে কিছুদিন যুঝতে পারতো। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা সেজন্যে এই নিগ্রো ক্রীতদাসদেরই খুঁজতো। এই অশিক্ষিত, অসহায়, মূক জাতি নিজেদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও ভয়ে নুড়ির মতো শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার সইতো আর নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো "হে ভগবান, কেন তুমি আমাদের গায়ের চামড়া এত কালো করেছিলে? আর তাই বা যদি করেছিলে, তবে কেন এই কালো দেহের মধ্যে দিয়েছিলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি?"

* * * *

তুলোর আবাদে এসে টম্ যেদিন প্রথম কাজ করতে বেরুলেন, সেদিনই এখানকার হালচালের আসল খবর পেয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ কাজ করার পর টম্ দেখলেন, মনিব সাইমন লেগ্রি একটা তেজী ঘোড়ায় চড়ে এখানে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে সাম্বো আর কুইম্বো এগিয়ে গিয়ে মনিবকে হাত ধরে ঘোড়া থেকে নামালো। টম্ দেখলেন, সাইমনের পেছনে চেন দিয়ে বাঁধা বাঘের মতো একপাল কুকুর—বুল্-ডগ্।

ঘোড়া থেকে নেমে সাইমন একটা কুকুরকে আদর করে তার মুখে চুমো খেলো। তারপর যে ক্ষেতে টম্ কাকা কাজ করছিলেন, সেদিকে এগিয়ে গিয়ে টম্‌কে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে সে বললে, "দেখছো তো এসব বুল্-ডগ্! এদের প্রত্যেকটা হলো শিকারী কুকুর! পালাবার চেষ্টা করেছো কি, সঙ্গে-সঙ্গে এসব বুল্-ডগ্‌দের পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে! নিগারদের মাংস খেয়ে-খেয়ে এদের জিভ তৈরী হয়ে গেছে! বড় ভালবাসে এরা নিগারদের মাংস···বুঝলে?"

তারপর সাইমন সাম্বোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন কাজকর্ম হচ্ছে?"

সাম্বো গদ্‌গদ হয়ে জবাব দেয়, "ফার্স্টো কেলাস! আমি থাকতে কাজের গল্‌তি হবে!"

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মজুরদের ক্ষেতে কাজ করতে হয়। কাজের

www.BanglaBook.org

শেষে ওজন করার জায়গায় গিয়ে তুলোর পরিমাণ বুঝিয়ে দিয়ে যে-যার খুপরীতে ফিরে যায়। অনেকে ওজন করার জায়গা থেকে আর খুপরীতে ফিরতে পারে না—কেননা তুলোর ওজন যাদের নির্দিষ্ট মাপের কম হয়, তাদের ওপর তখন চলে নির্মম প্রহার। তুলোয় ছিটকে পড়ে তাদের গায়ের রক্ত। সেই তুলো শুকিয়ে কালো হয়ে আবার ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়। তাদের রক্তমাখা অচেতন দেহগুলো প্রায়ই অপর মজুররা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে খুপরীতে ফেলে দিয়ে আসে।

সারাদিনের এই হাড়ভাঙা খাটুনির পর সেই অন্ধকার গর্তে ফিরে শুরু হয় আর এক নির্মম পরিশ্রম। যত কষ্টই হোক্ না কেন, পোড়া পেটের জ্বালায় তখন তৈরি করতে হয় নিজেদের খাবার। আট-দশজন মজুর পায় একটা করে গম-পেষাই-এর-পাথর। সেই পাথরের জাঁতায় প্রত্যেককে পিষে নিতে হয় প্রত্যেকের গম। তারপর কোনো রকমে শুকনো পাতা আর ডাল জ্বালিয়ে সেই ময়দার তাল পাকিয়ে রুটি সেঁকতে হয়। সেই ছিল তাদের সারাদিনের খাবার।

টম্‌কে আসতে হলো ক্রীতদাসদের জন্যে নির্দিষ্ট সেই খুপরীতে। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আর গম ভাঙবার মতো শক্তি ছিল না তাঁর দেহে। তাই কোনো কথা না বলে ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়লেন তিনি মাটিতে। কেউ তাঁর কোনো খবর নেওয়ার দরকার বোধ করলো না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কেশী

পরের দিনই টম্ কাকা মনের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তিনি বুঝলেন, এ-দুঃখ তাঁর শুধু একার নয়, প্রত্যেক ক্রীতদাসের। তা ছাড়া তিনি কাজের লোক, জীবনে কখনও কাজে ফাঁকি দেন নি, তাই যত কঠিনই হোক্, কাজকে তিনি ভয় করেন না। কয়েকদিনের চেষ্টাতেই তিনি নিজেকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। নিয়মিত ভাবে হাসি-মুখে নিজের নির্দিষ্ট কাজ করে চললেন তিনি।

টম্‌কে সব চেয়ে ব্যথা দিতে লাগলো তাঁর সহকর্মীদের ভাগ্য। টমের কাজ দেখে মালিক সাইমন লেগ্রি খুব খুশী হলো। সাইমন টম্‌কে আড়ালে সব সময় নজর করতো। সাইমন বুঝতে পারলো, এমন খাটিয়ে মজুর তার আবাদে আর কখনো আসে নি। বুড়ো হলে কি হবে, টম্ যতটা কাজ করেন, তা তিনজন মজুরেও করে উঠতে পারে না! টমের আর একটা গুণ মালিক হিসেবে সাইমনের খুব ভালো লাগলো। অন্য সব ক্রীতদাস যা করে, টম্ তা করেন না, অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য টম্, কাজে ফাঁকি দেন না এবং যে-কোনো কাজের ভার তাঁর ওপর চাপাও না কেন, তিনি আপত্তি করেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপারে টমের ওপর সাইমন মনে-মনে বিষিয়ে ওঠে। যখন অন্য মজুরদের কঠোর সাজা দেওয়া হয়, তখন টম্ একপাশে উদাস হয়ে বসে থাকেন। সাইমন বুঝে উঠতে পারে না, টম্ এত কি ভাবছে! টমের সেই বিস্ময়কর নীরবতা সাইমনের অপরাধী-অন্তরে যেন কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে! সাইমনের মনে হয়, টম্ যেন তার নীরবতা দিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করছে! ক্রীতদাসের এ ধরনের স্পর্ধা সাইমনের অসহ্য লাগে! অথচ কোথায় কিভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তাও সাইমন বুঝতে পারে না! এর ফলে টমের বিরুদ্ধে তার মনে হিংস্র আক্রোশ জমে উঠতে থাকে!

এমন সময় টম্ একদিন দেখলেন একটা লম্বা নিগ্রো মেয়ে,—বোধ হয় কোনো নতুন ক্রীতদাসী—কাজ করতে এলো। মেয়েটির চাল-চলন অত্যন্ত অদ্ভুত লাগলো। সব সময়ে সে মুখ ভার করে থাকে, কেউ কিছু বলতে গেলেই গালাগালি দেয়, তেড়ে মারতে যায়।

টম্ শুনলেন তার নাম কেসী, এ আবাদের পুরোনো মজুরনী। অত্যাচার সইতে না পেরে কিছুদিন আগে সে পালিয়ে গিয়েছিল। ধরা পড়ায় আবার তাকে এখানে ফিরে আসতে হয়েছে।

টম্ ক্ষেতের যেদিকটায় কাজ করতেন কেসী সেখানেই কাজ করে। টম্ একদিন দেখলেন, কেসী জ্বরের ঘোরে দাঁড়াতে পারছে না, অথচ সেই অবস্থায় সে ক্ষেতে তুলো তুলতে এসেছে।

টম্ তার কাছে গিয়ে স্নেহভরে বলেন, "বোন তুই চুপ করে বোস্, আমি তোর হয়ে তুলো তুলে দিচ্ছি।"

কেসী অবাক্ হয়ে টমের দিকে তাকিয়ে থাকে! জীবনে কেউ কখনো তাকে এমন স্নেহভরে ডাকে নি! কেসী ভালো করে জানে, এখানে কোনো মজুর অপর মজুরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। তাই সে অবাক হয়ে টম্‌কে বলে, "তুমি কি পাগল! এখানকার নিয়ম-কানুন জানো না? যদি সাম্বো দেখতে পায় যে তুমি আমাকে সাহায্য করছো, তাহলে তোমার পিঠের চামড়া আর আস্ত রাখবে না। আমার জন্যে কেন তুমি বুড়ো-মানুষ, জেনে-শুনে এ নির্যাতন সইতে যাবে?"

টম্ হেসে বলেন, "বোন, আমারও একটা নিয়ম-কানুন আছে। আমি সব সময় সেই নিয়ম-কানুন মেনে চলার চেষ্টা করি। সেই নিয়ম-কানুন হলো 'আতুরকে সেবা করা ও সাহায্য করা'। সেটাই আমার পরম ধর্ম···সে-ধর্ম থেকে কোনো অত্যাচারই আমাকে দূরে সরাতে পারবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেসীর সমস্ত প্রতিবাদ নাকচ করে টম্ কাকা কেসীর ঝুড়িতে তুলো তুলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে পেছনে কে যেন হো হো করে হেসে উঠলো! টম্ কাকা ফিরে দেখেন সাম্বো!

"কিরে ব্যাটা বুড়ো নিগার···ভারী দয়া দেখছি যে!"

টম্ কাকার ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে। তবু শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন, "দয়া মানুষের ধর্ম!"

সাম্বো হেসে ওঠে, "আচ্ছা, ব্যাটা নিগার, ওজন করার জায়গায় যখন যাবি, তখন আমার ধম্মোও তোকে বুঝিয়ে দেবো!"

সেদিন সন্ধ্যার সময় ওজন করার জায়গায় মালিক সাইমন লেগ্রি চোখ রাঙা করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বেপরোয়া প্রতিহিংসার চাহনি। একে একে মজুরদের ঝুড়ি ওজন হল। সাইমন লেগ্রি সেদিকে একটুও নজর দিল না। সে অপেক্ষায় আছে, কখন টমের ঝুড়ি আসে। আজ তার বহুদিনের জমানো আক্রোশ মেটাবার সুযোগ সে পেয়েছে। সাম্বোর কাছে আজ সে খবর পেয়েছে যে, টম্ নিজের কাজে গাফিলতি করে কেসীর ঝুড়িতে তুলো তুলে দিয়েছে। সুতরাং সাইমন আজ ধরেই নিয়েছে যে, টমের তুলো ওজনে কম হবে। আর সেই অজুহাতেই সে ওকে কঠোর সাজা দিতে পারবে। কিন্তু টমের ঝুড়ি ওজন করে দেখা গেল, নির্দিষ্ট ওজনের বেশী তুলো হয়েছে!

তারপর কেসীর ঝুড়ি ওজন হলো। দেখা গেল, তুলো কিছু কম তোলা হয়েছে।

সাইমন খুশীতে ভরপুর হয়ে ওঠে। সাম্বোর হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে সে টমের দিকে এগিয়ে বললে, "এই বুড়ো, তোর কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি, আজ তোকে সেজন্যে বখশিস্ দেবো। সাম্বোর হয়ে আজ তুই সর্দারের কাজ কর···নে এই চাবুক···লাগা এই মাগীর পিঠে! লাগা চাবুক!"

টম্ পাথরের মত অনড় হয়ে থাকেন!

সাইমন গর্জে ওঠে, "কিরে বুড়ো! আমার কথা কানে শুনতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাচ্ছিস্ নে ? এই হারামজাদা নিগার ! বড় দয়া তোর না ? আচ্ছা, আজ তোর সব দয়া নিঙ্‌ড়ে বের করে ফেলবো ! নে···লাগা চাবুক মাগীর পিঠে !"

শান্তকণ্ঠে টম্ এবার জবাব দেন, "আমি পারবো না !"

এমন ভাবে এই তুলোর আবাদে আর-কেউ কোনো দিন সাইমনের মুখের ওপর 'না' বলে নি !

সাইমন আর স্থির থাকতে পারে না। লাথি মেরে টম্‌কে মাটিতে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো সে চাবুকের পর চাবুক চালাতে থাকে টমের ওপর, আর চিৎকার করে বলে, "বল্ আর-একবার বল্, পারবি নে !"

হুঁশ হারাবার আগে টমের মুখ থেকে শোনা গেলো, "আমার ভগবানের যা নিয়ম, আমি তা পালন করবো !"

এত মারেও ঢিট্ হয় না, এমন মানুষ এর আগে সাইমন আর দেখে নি।

মারতে-মারতে সাইমন নিজে যখন ঝিমিয়ে পড়লো, তখন তার হুঁশ হলো, টম্ বোধ হয় মরে গেছে ! সাইমন আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতে পারে না ! সাম্বোর ওপর টমের দেহটার ভার দিয়ে সাইমন ছুটে বেরিয়ে যায় ! যাবার সময় বলে যায়, "ব্যাটা মরে গেলে নদীতে ফেলে দিয়ে আসবি, বুঝলি ?"

সাম্বো টমের অনড় দেহের কাছে গিয়ে তাঁর বুকে হাত দিয়ে দেখে তখনো নাড়ী ধুক্-ধুক্ করছে। সাম্বো অবজ্ঞাভরে বলে, "ব্যাটা নিগারের প্রাণ···এত সহজেই যাবে !"

মজুররা ধরাধরি করে টমের অচেতন দেহ তুলে নিয়ে তাঁর খুপরীতে রেখে আসে। সেখানে তেমনি অসহায়ভাবে টম্ পড়ে থাকেন। শেষ রাতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, "একটু জল !"

তারপর টমের মনে পড়লো, জলই বা কে দেবে ?

কিন্তু আশ্চর্য, কে যেন তাঁর মুখে জল ঢেলে দিলে, আর সারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেহে কিসের যেন প্রলেপ লাগিয়ে দিলে! টম্ মাথা তুলে দেখেন, সেই হতভাগিনী নিগ্রো-রমণী কেসী রাতে সকলের নজর এড়িয়ে চুপি-চুপি এসেছে তাঁর সেবা করার জন্যে! তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এম্মিলিন।

ব্যথিত হয়ে টম্ বলে ওঠেন, "এ কি করছো বোন! তোমরা এখানে এসেছো জানতে পারলে ওরা তোমাদের নির্যাতন করবে!"

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কেসী বলে, "আমি আর ওদের মারের ভয় করি নে।"

টমের সারা দেহে নীরবে তারা দুজনে বুনো পাতার প্রলেপ লাগিয়ে দিতে থাকে। তারা বলে "কথা কয়ো না···লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ঘুমিয়ে পড়ো!"

যতক্ষণ টম্ না ঘুমিয়ে পড়লেন, ততক্ষণ কেসী আর এম্মিলিন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলো। টম্ ঘুমিয়ে পড়তেই তারা আবার অন্ধকারে নিজেদের খুপরীতে এসে ঢুকলো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দানব থেকে মানব

যে টমি-গুণ্ডা দল-বল নিয়ে জর্জ ও ব্রাদার ফিনিয়াসকে হত্যা করতে এসেছিল, সে আজ এমনই আহত যে, সীমান্তের ওপারে কোয়েকার কলোনীর দিকে রওনা হবার সময়ে জর্জ তাকে তুলে নিলো গাড়িতে।

গাড়ির মধ্যে টমি-গুণ্ডার হুঁশ যখন ফিরে এলো, তখন তার মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে চলেছে! তার আসল নাম টম্ লকার। টমি-গুণ্ডা বলেই সে বড়-বড় শহরের গুণ্ডাদের আড্ডায় পরিচিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীবনে এমন কোনো নীচ কাজ নেই যা সে করেনি। কেউ বলতে পারবে না, জীবনে কোনোদিন লকার দয়াপরবশ হয়ে কাউকে ক্ষমা করেছে! তার নির্মমতার জন্যেই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা বেশ মোটা টাকা দিয়ে তাকে কাজে লাগাতো পলাতক ক্রীতদাসদের শায়েস্তা করার ভার দিয়ে। লকার আর তার বন্ধু মার্ক, তখন জীবিত বা মৃত সেই পলাতক ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে আসতো।

এই নিষ্ঠুর হত্যার খেলায় লকার বহুবার মার্ককে বহু বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, এমন কি, যা সে কারো জন্যে করেনি, মার্কের জন্যে তাও করেছে, অর্থাৎ, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে মার্ককে বাঁচিয়েছে! কিন্তু আজ সেই মার্কই কিনা তাকে মারাত্মকভাবে আহত দেখে একলা ফেলে পালিয়ে গেল! আর তাকে বাঁচালো সেই পলাতক ক্রীতদাস, যাকে সে হত্যা করার জন্যে মরিয়া হয়েছিলো! এসব কথা ভাবতে-ভাবতে লকারের মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। মনে-মনে সে একটা দিব্যি দিয়ে বললো, "এবার যদি বেঁচে ফিরে যেতে পারি, তাহলে মার্ককে আমি দেখে নেব।"

এদিকে জর্জ আর ব্রাদার কিনিয়াস্ এসে প্রায়ই লকারের খবর নেন। লকারের কোনো যন্ত্রণা হলে তাঁরা উপশম করার চেষ্টা করেন। তাঁরা আশ্বাস দেন, কলোনীতে একবার গিয়ে পৌঁছুলে আর কোনো ভয় নেই, সেখানে ভালো ডাক্তার, নার্স, ওষুধ সবই পাওয়া যাবে।

কলোনীতে যখন তারা এসে পৌঁছুলো, তখন ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় লকার রীতিমতো কষ্ট পাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে একটা ঘরে পরিষ্কার নরম বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। যন্ত্রণায় লকার তার অভ্যাসমতো চেঁচিয়ে উঠলো, "ওরে, এই পাজীর দল···আর পারছি না···আমাকে মেরে ফেল্, শীগ্‌গির মেরে ফেল্!"

কুমারী ডোরকাস্ নার্সের পোশাক পরে তখনি লকারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। যন্ত্রণার ঘোরে লকার তাঁকেও অকথ্য গালাগালি দিতে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিকিৎসার গুণে পরের দিন যখন লকার একটু সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন সে চোখ চেয়ে দেখে, কুমারী ডোরকাস্ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। কোমল স্নেহমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, "এখন কেমন আছো, ভাই ?"

লকারের মনের মধ্যে আবার সেই ঝড় ওঠে ! এবার যেন সে-ঝড় তার ভেতরটা একেবারে ওলট-পালট করে দেয় ! কথা বলতে গেলেই তার গলা যেন আটকে যায় ! সে বুঝতে পারে না, এ তার কি হলো !

কুমারী ডোরকাসের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, "সেই ছোঁড়াটা···আর সেই মেয়েটা···তারা কোথায় ?"

"কাদের কথা বলছো, ভাই !"

"আহা···সেই যে···সেই ক্রীতদাসটা, যে তার বউ আর ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছিলো ?"

"ও···জর্জ আর এলিজা ! তারা তো এখানেই আছে।"

"এখনো এখানে আছে ! কী সর্বনাশ ! ওদের আজই এখান থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।"

"আজই ! কেন বলো তো ?"

লকার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "হাঁ হাঁ, আজই···এখনই তাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে বলো···তারা যেন লেক্ পার হয়ে যাবার চেষ্টা করে···বুঝলে ? তাদের বলে দাও !"

"তারা লেক্ পার হয়েই যাবে !"

"শোনো···তাদের বলে দাও···মেয়েটার চেহারা আর পোশাক যেন বদল করে নেয়। আমি জানি, আমাদের দলের মারফত এর মধ্যে খবর চলে গেছে···সেখানে মেয়েটার চেহারা, পোশাক-আশাক ···সব খবরই চলে গেছে !"

কুমারী ডোরকাস্ বললেন, "তোমায় এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ ! আমি এখনি গিয়ে তাদের সাবধান করে দিচ্ছি !"

কদিন থাকার পর লকার সেখান থেকে যেদিন বিদায় নিয়ে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল, সেদিন সে একেবারে আলাদা মানুষ! সে আর তার পুরোনো আড্ডায় ফিরে গেল না। একটা গাঁয়ের কাছাকাছি জায়গায় একখানা কুঁড়ে ঘর তুলে বনে-বনে শিকার করে তার দুরন্ত দেহমনের শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলার সংকল্প সে নিলো!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
মুক্তি

সেদিনই লকারের কথা শুনে জর্জ নিজের হাতে এলিজাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দিব্যি তরুণ ছেলে সাজিয়ে তুললো। কাঁচি দিয়ে এলিজার একরাশ চুল কেটে সে ছোটো করে দিল। সেই নতুন পোশাকে আয়নার দিকে চেয়ে এলিজা অবাক্ হয়ে যায়! নিজেই যেন নিজেকে সে চিনতে পারে না!

হঠাৎ তার নজর পড়ে ধুলোয়-লুটানো তার কালো কোঁকড়ানো চুলগুলোর দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিজা বলে, "হায়, হায়, এ কি হলো!"

জর্জ বলে, "দাঁড়াও এখনো মেক-আপের বাকি আছে!"

এই বলে নিজের বাক্স থেকে রঙ আর তুলি বের করে এলিজার মুখের ভোল যথাসম্ভব পালটে দেবার সে চেষ্টা করে।

ছদ্মবেশ শেষ হয়ে গেলে এলিজা আয়না দিয়ে নিজেকে দেখে অবাক্ হয়ে যায়, তাকে আর মেয়ে বলে চেনাই যায় না!

আর একটুও দেরী না করে তারা জিমকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পথে যেতে-যেতে জর্জ বলে, "এখনো ভয়ে আমার বুক কাঁপছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই শেষ পথটুকু পেরুতে পারলেই আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন!"

এলিজা উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কানাডা আর কত দূরে?"

জর্জ বলে, "আমরা যে হ্রদের দিকে চলেছি···সে হ্রদ পার হলেই কানাডা। হ্রদের ওপর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়···তার পরই কানাডা। কানাডার দিকে যতই এগিয়ে চলেছি, বুকের কাঁপুনি ততই বাড়ছে! এই শেষ পথটুকু কি নিরাপদে পার হতে পারবো না?"

এলিজার বুকে জেগে উঠে বিশ্বাসের মহাশক্তি। সেই অশিক্ষিত নিগ্রো তরুণী বলে, "যে-ভগবান্ এত বিপদের ভেতর দিয়েও আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন, এ পথটুকুও তিনি নিশ্চয়ই পার করে দেবেন! তুমি বিশ্বাস করো জর্জ, আমার মনের ভেতর কে যেন বলছে, আমরা নিশ্চয়ই মুক্ত হবো···নিশ্চয়ই কানাডায় গিয়ে পৌঁছুবো!"

এলিজার সেই দৃঢ়বিশ্বাসের কথায় জর্জের মনে আবার উৎসাহ জেগে ওঠে! স্ত্রীর সে বালক-মুখের দিকে চেয়ে গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে।

আবহাওয়া হালকা করার জন্যে রহস্য করে জর্জ বলে, "তোমাকে দেখতে-দেখতে আমি ভুলে যাচ্ছি যে, তুমি এলিজা! মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোনো তরুণ মুলাটো ছেলে!"

লকার তাদের যে খেয়াঘাটে যেতে বলেছিলো, সেখানে গিয়ে তারা একটা বোটে চড়ে যাত্রী জাহাজে গিয়ে উঠলো। লকারের নির্দেশমতো তারা আলাদা-আলাদা ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে বসে ছিল, যাতে কেউ তাদের সন্দেহ না করে।

জাহাজ ছাড়ার মুখে তারা নজর করলো, দু'জন লোক যেন কাদের খুঁজছে। জর্জ বুঝলো, এরা হেলীর চর—তাদেরই খুঁজছে।

জর্জের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তারা বলাবলি করছিল, "নাঃ, এ-জাহাজেও তারা নেই···চলো, নেমে পড়ি।"

তারা নেমে পড়তেই জর্জ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এলিজা

www.BanglaBook.org

মনে-মনে ভগবান্‌কে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে থাকে। জাহাজ রওনা হলো কানাডার দিকে।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে জাহাজখানা কানাডার আমহার্স্টবার্গ বন্দরে এসে নোঙর ফেললো। তারপর দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা কাঠের পাটাতনটা নামিয়ে দেওয়া হ'ল জেটির ওপরে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ঢং-ঢং করে।

ঘণ্টার সেই আওয়াজ জর্জ আর এলিজার কানে বাজলো এক নতুন সুরে। সেই মুক্তির সুর সাড়া জাগিয়ে দেয় তাদের মনে।

কানাডা···মুক্তির দেশ কানাডা···আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা সেই কানাডার মাটিতে পা দেবে! তারপর থেকেই তারা হবে স্বাধীন —তারা হবে মুক্ত! দাসত্বের লোহার শেকল আর বেঁধে রাখতে পারবে না তাদের···পশুর মতো তাদের আর কেউ বেচাকেনা করতে পারবে না···মানুষের মতো তারা এবার থেকে চলে ফিরে বেড়াতে পারবে ইচ্ছেমতো!

দলে দলে জাহাজের যাত্রীরা বন্দরে নামতে থাকে। জর্জ আর এলিজাও নেমে আসে তাদের সঙ্গে। জিম্‌কে কোলে তুলে নেয় জর্জ। ধীরে ধীরে তারা নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। সামনেই জেটিতে যাবার পাটাতন। এলিজার হাত ধরে সেই পাটাতনের ওপর পা দেয় জর্জ।

তার মনের ভেতর তখন এক বিচিত্র অনুভূতি। এলিজার বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে। জর্জের হাত ধরে সে এগিয়ে যায়। মিনিট তিনেকের মধ্যেই তারা তীরে নেমে আসে। কানাডার মাটিতে পা দিয়ে বুক ভরে মুক্তির নিশ্বাস নেয় তারা।

আজ তারা মুক্ত—চিরদাসত্বের বন্ধন থেকে আজ তারা মুক্তি পেয়েছে। তাদের সামনে আজ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনন্দে এলিজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর চোখে জল দেখে জর্জ ধরা গলায় বলে, "কেঁদো না, এলিজা! এসো, আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নতুন আলো

ক'দিন চুপচাপ শুয়ে থাকার ফলে টম্ কাকার দেহের ক্ষতস্থানগুলো একটু-একটু করে শুকিয়ে এলো··· গায়ের ব্যথাও অনেকটা কমে এলো। কিন্তু তখনো তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেন না!

সাইমন রোজ বলে পাঠায়, "আর অসুখের ভান করে শুয়ে থাকলে চলবে না··· আজই কাজে বেরুতে হবে!"

দিনে দশবার করে এসে সাম্বো উত্ত্যক্ত করে। অবশেষে টমের খাবার বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে সাইমন।

কেউ প্রতিবাদ করে না! প্রতিবাদ করার সাহসই নেই এসব ক্রীতদাসের! তাছাড়া প্রত্যেকে নির্যাতিত হতে-হতে এখন অপরের নির্যাতন সম্বন্ধে এরা উদাসীন হয়ে গেছে। কেউ কারুর খোঁজ নেয় না এবং খোঁজ নেওয়াটা তুলোর বাগানের আইন-বিরোধী কাজ।

ইচ্ছে না থাকলেও দুর্বল দেহ নিয়ে টম্ কাকাকে ক্ষেতে যেতে হয়। সারাদিন রোদে পুড়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। সন্ধ্যাবেলায় যখন খুপরীতে ফিরে আসেন তিনি, তখন আর তাঁর গম পেষার ক্ষমতা থাকে না। কোনো-কোনো দিন বাসি রুটী যা পড়ে থাকে, টম্ তাই দু-তিন কামড় খেয়ে শুয়ে পড়েন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইমন আড়াল থেকে টম্‌কে সব-সময়ে নজরে রাখে। আজ পর্যন্ত তার আবাদে যত ক্রীতদাস এসেছে, চাবুকের ডগায় সাইমন তাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত প্রতিরোধ-শক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে! একমাত্র এই বুড়ো নিগারটাই শুধু নীরবে তার সমস্ত অত্যাচারকে তুচ্ছ করে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে!

টমের এ-স্পর্ধা সাইমন সইতে পারে না!

তার মনে হয়, দিনদিন যেন এই নির্বাক্ লোকটার কাছে সে হেরে যাচ্ছে! যতই তার মনে সে-কথা জেগে ওঠে, ততই সে নানা কায়দা করে টমের ওপর অত্যাচার চালায়। সামান্য অছিলায় তাঁর খাবার সে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সাইমন কিছুতেই টমের মুখে কথা ফোটাতে পারে না।

এভাবে দিনদিন অত্যাচার আর নির্যাতনের ফলে টমের শরীর আর সেই সঙ্গে তাঁর মনও ভেঙে পড়তে লাগলো। চারদিকের ভয়াবহ বীভৎসতা আর নিরানন্দের মাঝে তিনি তাঁর মনের বিশ্বাস যেন হারিয়ে ফেলতে বসেছেন! সে-কথা যখনি মনে হয়, তখনি তাঁর চোখ জলে ভরে আসে।

আগে-আগে কাজ থেকে ফিরে এসে রুটী তৈরী করার সময় শুকনো পাতার আগুনে তিনি বাইবেলটা খুলে অন্ততঃ একটা কি দুটো পরিচ্ছেদ পড়তেন! কিন্তু এখন যেন সে-শক্তিও তাঁর চলে গেছে!

সেদিন রুটী তৈরী করতে বসে তাঁর মনে এক নিদারুণ প্রশ্ন জেগে উঠলো, "তবে কি আমার মন থেকে ভগবৎ বিশ্বাস চলে গেছে?"

একথা মনে হতেই তিনি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-ময়লা বাইবেলখানা চালের ভেতর থেকে বের করে আনেন।

কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখেন, সারা শরীর কাঁপছে, চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুঃখে, বেদনায় তিনি বাইবেল বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হা যিশু, তুমিও কি শেষে আমাকে ছেড়ে গেলে ?"

এমন সময় অন্ধকারে কে যেন হেসে উঠলো! টম্ মাথা তুলে দেখেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মালিক সাইমন হাসছে।

সাইমন ব্যঙ্গ করে বলে 'কি হলো টম্ ? তোর যিশু বুঝি আর খোরাক জোগাচ্ছে না তোকে ?"

দাঁতে দাঁত দিয়ে টম্ চুপ করে থাকেন।

সাইমন বলে, "এই শেষবার তোকে বলছি টম্, আমার কথা শোন্···নিজের ভালো এ রকম করে পায়ে মাড়িয়ে চুরমার করে দিস্নে···এমন সুযোগ তুই আর পাবি নে! তুই কাজের লোক··· আমার কথা যদি শুনিস্, কাল থেকেই তোকে সর্দার করে দেবো! তোর ভাবনা কি? সাম্বো-কুইম্বো যে-রকম আরামে থাকে, তুই তাদের চেয়েও বেশী আরামে থাকতে পাবি! কি বলিস, আমার কথা শুনবি তো? দেখছিস্ তো, যিশু তোর কিছুই করলো না!"

টম্ যেন সেই মুহূর্তে অন্তরের ভেতর থেকে কিসের সাড়া পেলেন! নির্ভীক শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "যিশু আমাকে সাহায্য করুন আর নাই করুন, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাকেও জানি নে! তিনি আমাকে ছাড়লেও আমি তাঁকে ছাড়বো না!"

বাঘের মতো সাইমনের চোখ জ্বলে ওঠে। উত্তপ্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, "বটে রে ব্যাটা, শয়তান নিগার! আচ্ছা, বেশ···দেখি তোর যিশু তোকে কি করে বাঁচায়!"

রাগে গর্-গর্ করতে-করতে সাইমন চলে যায়।

টম্ স্পষ্ট বুঝতে পারেন, কাল থেকে তাঁর উপর নির্যাতনের নতুন পালা সুরু হবে। কিন্তু তবুও তাঁর মনে ভয় নেই। প্রভু যিশুর চরণে আজ তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। সাইমন চলে যেতেই তিনি যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন, "হে পিতা, হে মঙ্গলময় যিশু, আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে তুমি বল দাও! সমস্ত অত্যাচার নীরবে সইবার মতো শক্তি আর সাহস আমাকে দাও।"

প্রার্থনা শেষ হতেই তাঁর মনে হলো, তিনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। অত্যাচারের ভয় আর তাঁর মনের আনাচে কানাচেও নেই।

তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো কাঁটার মুকুট-পরা ক্রুশেবিদ্ধ যিশুর হাস্য-মধুর মুখ। এমন হাসি, এমন ক্ষমা, এমন আনন্দ তিনি আর জীবনে দেখেননি!

সে-অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য মুখের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে স্পষ্ট তিনি যেন শুনতে পেলেন, "বৎস, দুঃখ সহ্য করো···দুঃখে কাতর হয়ো না। চেয়ে দেখো, আমি সারাদেহে বয়ে বেড়াচ্ছি মানুষের হাতে পাওয়া অপার বেদনা আর নির্মম নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু তার জন্যে আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই। আমি যেমন খুশীমনে এসব সয়েছি, তেমনি তুমিও খুশীমনে মানুষের হাতে দৈহিক লাঞ্ছনা সহ্য করো! আমি তোমাকে বলছি, আমি যেমন আমার মহান্ পিতার পাশে চির-আনন্দের স্থান পেয়েছি, তুমিও তেমনি আমার পাশে স্থান পাবে!"

সে-অপূর্ব চেতনার সঙ্গে-সঙ্গে টমের দেহে-মনে এক দুর্বার শক্তি জেগে উঠলো!

সেদিন থেকেই তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল! শত প্রহার আর নির্যাতনেও তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যেতো না! যখন যেখানে কোনো মজুর অসুস্থ হয়ে পড়তো, সাইমনের রোষ তুচ্ছ করে টম্ সেখানে হাজির হয়ে তাদের সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন! তারপর সাইমন ও তার অনুচরদের কাছ থেকে সমস্ত নির্যাতন আর অপমান হাসিমুখে নিজে সইতেন।

এতদিন যেসব মজুর টমের ওপর সাইমনের রোষ দেখে তাঁকে এড়িয়ে চলতো এবং দূরে সরে আলাদা থাকতো, তারাও এ-অদ্ভুত লোকটার আচরণে ধীরে-ধীরে নিজেদের অভ্যাস বদলাতে লাগলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টমের প্রভাব সেই অসহায় লাঞ্ছিত মজুরদের মনে এক নতুন শক্তির, এক নতুন আশ্বাসের আবরণ এনে দিলো, আর সেই ক্রম-বর্ধমান টমের প্রভাবের বিরুদ্ধে সাইমন যেন দিন দিন ক্ষেপে উঠতে লাগলো।

কেবলি তার মনে হতো—টমের কাছে যেন সে হেরে যাচ্ছে!

টম কোনো কথা বলেন না। সাইমন বা তার অনুচরেরা অত্যাচার করলে হাসিমুখে তিনি তা সহ্য করেন—কোনো প্রতিবাদ জানান না।

সাইমন আজ পর্যন্ত বহু ক্রীতদাস দেখেছে···বহু ক্রীতদাসকে সে চাবুকের ঘায়ে শায়েস্তা করেছে, কিন্তু এবার টমের কাছে হলো তার নিদারুণ নৈতিক পরাজয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আত্মাহুতি

ইতিমধ্যে তুলোর আবাদে এক কাণ্ড ঘটে গেল। অত্যাচার সইতে না পেরে কেসী আবার পালালো। তার সঙ্গে এম্মিলিনও পালিয়ে গেলো।

পালিয়ে যাবার আগের রাতে তারা দুজনে চুপিচুপি টমের কাছে নিজেদের সংকল্পের কথা বললো। কিভাবে কোন্ পথ দিয়ে তারা পালাবে, তাও তারা টমের কাছে গোপন রাখলো না। এরপর তারা টম্‌কেও তাদের সাথে পালিয়ে যেতে বললো।

টম্ বললেন, "না বোন, এখান থেকে পালিয়ে আমি যাবো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি পালিয়ে গেলে বাকী যারা এখানে থাকবে, তাদের ওপর চলবে নির্মম অত্যাচার। তাদের বিপদে ফেলে আমি নিজেকে বাঁচাবো না। তোমরা যখন যাবে ঠিক করেছো তখন বরং চলে যাও। তোমাদের যাত্রাপথ নিরাপদ হোক্, এটাই আমি সব সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।"

কেসী ও এম্মিলিনের পালানোর খবর শুনে সাইমন রেগে টঙ্ হয়ে গেল। সে জানতো, কেসী ও এম্মিলিন মাঝে-মাঝে রাতে লুকিয়ে টমের সঙ্গে দেখা করতো। তাই সে ধরে নিলো যে, টমের পরামর্শ-মতো ওরা দু'জনে পালিয়েছে! সাইমনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো টমের ওপর।

সাইমনের মনে টমের বিরুদ্ধে আগে থেকেই পর্বত-প্রমাণ আক্রোশ জমা হয়ে উঠেছিল। এবার কেসী ও এম্মিলিনের পালানোর ব্যাপারে তা সীমা ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেলো!

সাইমন ঠিক করলো, এবার টম্‌কে বাগে আনতে না পারলে তাকে জানে খতম করে তবে ছাড়বে!

কেসী আর এম্মিলিনের পালানোর ব্যাপারে সহায়তা করার সন্দেহে সাইমন যে টমের জন্যে কি ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, সে বিষয়ে টমের কোনো ধারণাই ছিল না!

রোজকারমতো সেদিনও তিনি চুপচাপ একমনে নিজের কাজ শেষ করে সন্ধ্যার সময় ওজন-ঘরের সামনে ঝুড়ি নিয়ে যখন অন্য মজুরদের সঙ্গে হাজির হলেন, সে-সময় মুখ ভার করে ঝড়ের মতো এসে সাইমন তাঁকে বললো, "শুনেছিস্ ব্যাটা নিগার! কেসী আর এম্মিলিন পালিয়েছে?"

টম্ সে-কথা আগেই জেনেছেন, কিন্তু খোদ মালিকের মুখে সে কথা শুনে তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের আভাস জেগে উঠলো!

সাইমন নজর করলো টমের মুখের সেই নীরব আনন্দের জৌলুষ।

www.BanglaBook.org

রাগে ফুঁসতে থাকলেও সাইমন তখন আর কিছু বললো না। সে জানে, টমের ভেতর এমন একটা-কিছু আছে, যার জন্যে সে আবাদের সমস্ত মজুরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে! সে-প্রভাবকে সাইমন যদি নিজের কাজে লাগাতে পারতো, তাহলে তার কাজের কতই না সুবিধে হতো! কিন্তু কিছুতেই ও বুড়ো নিগারটা তার পছন্দমতো কাজ করে নিজের পেটোয়া লোক হবে না!

সেদিন সারারাত সাইমন ঘুমোতে পারলো না। টমের প্রয়োজনীয়তা আর টমের অবাধ্যতার মধ্যে কি করে সামঞ্জস্য আনা যায়, এ কথা ভাবতে-ভাবতে সাইমনের মাথা গরম হয়ে উঠলো। তার আবাদে, তার বুটের তলায় একটা অতি নগণ্য নিগার তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, সাইমন তা কিছুতেই আর সইতে পারে না!

সাইমন ঠিক করে ফেললো, কালই চারদিকে বুলডগ্ আর লোকজন পাঠিয়ে কেসী ও এম্মিলিনের খোঁজ করবে। তাদের যদি ধরতে পারে, ভালো, আর যদি ধরতে না পারে, তাহলে টম্‌কে জানে খতম করে তবে সে আবাদের অন্য কাজে হাত দেবে! টমের এ-অবাধ্যতা সাইমন আর কিছুতেই সইবে না!

* * * *

পরের দিন সকাল থেকেই কেসী ও এম্মিলিনকে খুঁজে বের করবার জন্য তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। বুলডগগুলোকে ওদের ফেলে রেখে-যাওয়া কাপড়ের গন্ধ শুঁকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে-সঙ্গে যমদূতের মতো সাম্বো আর কুইম্বোকে নিয়ে সাইমন তাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে পড়লো।

বুলডগেরা আবাদের শেষ সীমানায় জলাভূমির মধ্যে নেমে চেঁচামেচি শুরু করল। সাইমন বুঝলো, ওরা জলাভূমির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। বিস্তীর্ণ জলাভূমি! তার মাঝে একটা পুরোণো ভাঙা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোড়ো বাড়ি। ভূতের বাড়ি বলে ওটার দুর্নাম আছে। তাই কেউ ভূতের ভয়ে ও-বাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষত না।

সাইমন যতই দুর্দান্ত হোক্ না কেন, সেও ভূতকে বড় ভয় করতো। তাই ওই হানা-বাড়ির ধারে-কাছে সে যেতো না। কিন্তু আজ সে মরিয়া। কেসী ও এম্মিলিন হয়তো ভূতের ভয় তুচ্ছ করে ওই হানা-বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছে। সন্দেহ হতেই সাইমন জলাভূমি পার হয়ে বুলডগ্‌গুলো নিয়ে হানাবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল আর সাম্বো ও কুইম্বো ছুটলো তাদের পেছনে পেছনে।

সাইমনের সন্দেহ মিথ্যে ছিল না! কেসী জানতো সাইমন ভূতের ভয়ে হানাবাড়ির-দিকে কখনো পা দেবে না। তাছাড়া বুলডগ্‌গুলো জলের মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে তাদের খুঁজে পাবে না। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে কেসী ও এম্মিলিন জলাভূমির ভেতর ওই হানা-বাড়িতেই ভূতের ভয় তুচ্ছ করে আশ্রয় নিয়ে ছিলো। পালাবার সময় তারা কয়েকদিনের খাবারও একটা পুঁটলির মধ্যে মজুত করে রেখেছিলো। ভেবেছিলো, কয়েকদিন হানাবাড়িতে কাটিয়ে সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে তারা দুজনে আরও দূরে পালিয়ে যাবে।

বুলডগ্‌দের নিয়ে সাম্বো ও কুইম্বোর সাথে সাইমনকে হানাবাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখে তারা ভয়ে কাতর হয়ে পড়লো।

"এবার কি উপায় হবে? হা ঈশ্বর! তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে না!"—এম্মিলিনের কাতর স্বর শুনতে পেল কেসী। এম্মিলিনের পালাবার অভিজ্ঞতা নেই বলেই সে সহজেই বিচলিত হয়ে পড়লো। কিন্তু কেসী এ ব্যাপারে পুরোনো পাপী। সে তাড়াতাড়ি এম্মিলিনকে বললো, "চুপ! কথা কয়ো না। ওরা এ বাড়িতে ঢুকতে সাহস করবে না।"

কেসীর কথাই ঠিক হল। সাইমন হানাবাড়ির দরজার কাছে এসে ইতস্ততঃ করতে লাগল। পেছনে তাকিয়ে সে দেখে—কুইম্বো আর সাম্বো এগিয়ে আসছে বটে, কিন্তু বুলডগেরা সেই যে এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেখান থেকে একচুলও নড়ছে না। সাইমন বুলডগ্‌দের ইশারা করে ডাকল, কিন্তু তাতেও তারা সাড়া দিল না। ভূতের উপস্থিতি পশুরা সহজেই বুঝতে পারে—একথা সাইমনের মনে হতেই ভয়ে তার গা শিউরে উঠল। সে আর এগোবে কি না ভাবছে, এমন সময় জলাভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়, তার সেই ঝড়ে হানাবাড়ির দরজাটা আপনা থেকে হুড়ুম্-দাড়াম্ আওয়াজ করে খুলে গেল।

ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সাইমনকে বাধ্য হয়ে হানাবাড়ির সদরে ঢুকতে হল। সঙ্গে এল সাম্বো আর কুইম্বো। ঢুকেই তারা দেখতে পেল, দোতলায় বারান্দায় আবছা-অন্ধকারের মাঝে দুটো মূর্তি যেন ঘোরাফেরা করছে!

আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরে কেসী বিহ্বল হয়ে পড়ল। ইশারায় এম্মিলিনকে বড় ঘরের পেছনে যে ছোট কুঠুরীটা আছে তার ভেতর লুকিয়ে পড়তে বলল। নিজেও সেদিকে পা দিল।

ঘরের ভেতরে ছোট কুঠুরী। নানারকম আবর্জনায় ভরতি এই ঘরে লুকিয়ে থাকতে-থাকতে তারা কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলো। কিন্তু উপায় কি? নীচে সাইমনের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। ভেতরে ঘরের দরজা-জানালায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি! কখনও বা পাল্লাগুলো খুলছে, কখনও বা সেগুলো বন্ধ হচ্ছে। ঘরের শুকনো আবর্জনা হুহু করে চারদিকে এলোমেলো ভাবে উড়তে শুরু করেছে।

সহসা ছোট কুঠুরীর এক কোণে মস্ত বড় সাদা চাদর দেখতে পেল কেসী। দেখেই তার মাথায় একটা মতলব এল। অনেকক্ষণ ধরেই সে ভাবছিল, কিভাবে সাইমনকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়ানো যায়। তার ভাবনা যে সাইমনের যদি একবার ভূতের ভয় ভেঙে যায়, তাহলে এ বাড়িতে তাদের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব! তাই গোড়াতেই সাইমনকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে সত্যি-সত্যি এ বাড়িটা ভূতের আস্তানা,—এটা একটা হানাবাড়ি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এম্মিলিনকে সাদা চাদরটা দেখিয়ে চুপিচুপি কেসী তার মতলবের কথাটা বলল। এম্মিলিনও এতে রাজী হয়ে গেল। এছাড়া আর উপায়ই বা কি? চুপচাপ এখানে বসে থাকলে সাইমনের হাতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হবে, আর তারপর যে কি হবে সেটা ভাবতেই পারে না এম্মিলিন!

ঠিক হল, তারা দু'জনে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সাইমনের সামনে দিয়ে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে জলাভূমির মাঝে এগিয়ে যাবে। তাদের ভূত মনে করে হয় সাইমন বেহুঁশ হয়ে পড়বে, নয়তো ছুটে পালাবে। তারপর বুঝে-সুঝে জলাভূমি থেকে আবার তারা হানাবাড়িতে রাতের অন্ধকারে ফিরে আসবে।

আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে তারা দু'জনে ভূতের সাজ সাজল। সাদা চাদরটাকে দু'টুকরো করে তারা নিজেদের সারা দেহ ঢেকে নিল। সাদা চাদরের মাঝে মাঝে ছিল ময়লা কালো দাগ। সেই দাগগুলো থাকায় একটা বিশ্রী ভয়ঙ্কর বেশভূষার আবরণ তৈরি করতে তাদের সুবিধে হল। ঘরের এককোণে কিছু পুরোনো ময়লা তুলো ছিল। তা দিয়ে ভূতের গোঁফদাড়ির মতো কিছু একটা করা হল।

এবারে ভূতের বেশে তারা বড় বড় পা ফেলে হি হি করে হাসতে-হাসতে ও নাকি সুরে কথা কইতে-কইতে ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কখনও বা তারা ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল।

ভূতের মতো দুটো মূর্তিকে সিঁড়ি দিয়ে নাচতে-নাচতে নীচে নামতে দেখে দুর্দান্ত শক্তিমান্ শয়তান সাইমন যেন তার সকল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। সে ভয়ে পিছু হটতে লাগল, তারপর দরজার চৌকাট পার হয়ে পেছন ফিরে চোঁ-চোঁ দৌড়! কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটে গেল সে বুলডগ্‌দের কাছে। সাম্বো আর কুইম্বো দেখতে পেয়েছে দুটো ভূত, তাই তারাও কোনোদিকে না তাকিয়ে মনিবের পিছু-পিছু ছুটল।

এভাবে নিজেদের বুদ্ধির মারপ্যাঁচে কেসী আর এম্মিলিন সাইমনের হাত থেকে মুক্তি পেল। কয়েকদিন হানাবাড়িতে লুকিয়ে থাকার পর

www.BanglaBook.org

তারা রাতের অন্ধকারে স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অজানা অনিশ্চিত পথে পাড়ি দিল। যেতে হবে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেখানে মানুষের আত্মা মানুষের অত্যাচারে পদদলিত হয় না, যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বাকে সম্মান দেওয়া হয়, যেখানে মানুষের অধিকারকে স্বীকার করা হয়।

* * * *

ওদিকে নিজের আস্তানায় ফিরে এসে সাইমন কয়েক বোতল মদ শেষ করে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলল! তারপর সাম্বোকে হুকুম দিলো, "ওই টম্ ব্যাটাকে এখানে ধরে নিয়ে আয়! সে-ব্যাটা ওদের পালাবার খবর আগে থেকেই সব জানত। আজ তার গায়ের ছাল-চামড়া খসিয়ে সেই চামড়ার ভেতর থেকে সব খবর টেনে বের করবো।"

সাম্বো আর কুইম্বো এই ধরনের হুকুমের অপেক্ষাতেই ছিল। টমের ওপর তাদেরও রাগ বড় একটা কম ছিল না। টম্‌কে তাদের বিরোধী দলপতি হিসেবেই তারা দেখতো।

মনিবের হুকুম পাবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা টমের ডেরায় গিয়ে হাজির হলো। গায়ে জ্বর নিয়ে টম্ তখন শুয়েছিলেন।

মূর্তিমান দুই যমদূতকে দেখে ধীর শান্ত গলায় টম্ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও ভাই তোমরা?"

সঙ্গে-সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলো সাম্বো, "কি চাই তা বুঝি টের পাচ্ছিস্ নে ব্যাটা বুড়ো শয়তান! কেসী আর এম্মিলীন কোথায় গেছে শীগ্‌গির বল!"

"আমি তার কি বলব?"

"কি বলব মানে? ন্যাকামি করার আর জায়গা পাস্‌নি হারামজাদা! দাঁড়া, তোর ন্যাকামি বের করছি!" এই বলে কুইম্বো এগিয়ে গিয়ে সজোরে এক লাথি মারলো টমের পিঠে।

সাম্বো বললো, "বাঁচতে চাস্ তো এখনও বল্, নইলে মালিকের কাছে নিয়ে গেলে তোর আর রক্ষে থাকবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টম্ ধীর গলায় উত্তর দিলেন, "আমি বলতে পারি নে ওদের বিষয়ে কিছুই।"

তাঁর মুখ থেকে একথা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে সাম্বো আর কুইম্বো ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল অমানুষিক প্রহার। টম্ বুঝতে পারলেন, যে শেষ মরণ-কামড়ের ভয় তিনি করেছিলেন এতদিন, আজ এসেছে সেই শেষ মরণ-কামড়ের দিন!

তাই তিনি তখনি নিজের মনকে তৈরি করলেন অন্তিম যাত্রার জন্যে। দেহের সমস্ত বাঁধন ছেড়ে আজ দুনিয়ার বাইরে চলে যাবার সংকল্প নিয়ে মনে-মনে তিনি শুধু ধ্যান করেন জেরুজালেমের সেই অপরূপ মানুষটিকে, যিনি একদা বিনা-অপরাধে হাসিমুখে মানুষের হাত থেকে গ্রহণ করেছিলেন চরমতম নির্যাতন! নিঃশেষে টম্ আজ নিজেকে সমর্পণ করে দেন যিশুর হাতে! সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে ভয়ের বদলে জেগে ওঠে এক দুর্বার অভয় শক্তি! সাম্বো-কুইম্বোর নির্যাতন, সাইমনের চাবুক সেখানে আনতে পারে না তাঁর মনের এতটুকু দুর্বলতা!

টম্‌কে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে সাম্বো তাঁকে সাইমনের সামনে লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দেয়। টম্ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যান, কিন্তু কাঁদেন না। সে-অবস্থায় উঠে হাঁটু মুড়ে তিনি বসেন। আজ আর তাঁর কোনো ভয় নেই! প্রকাশ্যে জোর গলায় তিনি প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু, হে দয়াময়! এই আমি তোমার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে তোমার শরণ নিলুম!"

সাইমন বুনো পশুর মতো চেঁচিয়ে ওঠে, "বটে! বটে! আজ তোর সঙ্গে তোর ভগবানকেও দেখে নেবো!"

সাইমন আজ নিয়ে এসেছে বুলডগদের শাসন করার জন্যে গাঁট-দেওয়া চাবুক। কোনো বাছ-বিচার না করে সাইমন সে-চাবুক টমের দেহের ওপর আষ্টেপিষ্টে চালাতে থাকে। চাবুকের ঘায়ে টমের পিঠের চামড়া কেটে মাংস উঠে আসে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইমন চাবুক মারে, আর চেঁচায়, "ব্যাটা শয়তান—সব মজুরদের খারাপ করবে!···বল্···বল্···কোথায় কেসী, কোথায় এম্মিলীন?"

টম্ রক্তমাখা দেহে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকেন নীরবে।

"বল্···বল্···ব্যাটা···কোথায় কেসী, কোথায় এম্মিলীন?" চাবুক মারতে-মারতে চেঁচায় সাইমন।

অতিকষ্টে টম্ বলেন, "আমি তাদের কথা কিছুই বলতে পারি নে!"

"বলতেই হবে তোকে! সাম্বো···কুইম্বো!"

সাইমন একনাগাড়ে চাবুক চালিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। তখন সাম্বো আর কুইম্বো একে একে শুরু করে এলোপাথারি চাবুকের মার টমের সারা দেহের ওপর।

টমের দেহখানা ধীরে-ধীরে রক্তমাখা মাংস-পিণ্ডে পরিণত হল। সাইমন তখন হুকুম করে, "সাম্বো, থাম্। এই ব্যাটা টম্···এবার বল্, এখন থেকে আমার কথা মান্‌বি কি না?"

টম্ তখন মরণের পথে পাড়ি দিয়ে ধুকছেন! সেই অবস্থাতেও টম্ বলেন, "আমি জীবনে একজন প্রভুকে জানি···তাঁকেই আমি মেনে এসেছি এতদিন, তাঁকেই আমি বরাবর মানবো! তুমি আমার দেহের মালিক। তুমি যদি আমার কাছে কাজ চাও, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার কাজ করব! তুমি যদি আমার দেহের শ্রম চাও তো দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তোমার জন্যে খাটবো। কিন্তু আমার মনের মালিক হচ্ছেন আমার একমাত্র প্রভু যিশু!"

এসব কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই অসাড় হয়ে পড়ে টমের দেহ। তাঁর জীবনের স্পন্দন আর বোঝা যায় না! সে-নিস্পন্দতার সামনে সাম্বো আর কুইম্বো পর্যন্ত আর চাবুক নিয়ে এগোতে সাহস করে না!

সাইমন গম্ভীরভাবে বলে, "নিয়ে যা ব্যাটাকে! যদি নিগারটা মরে যায়, গর্তে লাশ ফেলে দিবি।"

সাম্বো আর কুইম্বো টমের সেই রক্তমাখা মাংস-পিণ্ড তুলে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

জর্জ শেল্‌বী

টম্ যখন সাইমন লেগ্রির তুলোর আবাদে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনে-দিনে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন, সেসময়ে শেল্‌বী-পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মিঃ শেল্‌বী মারা গেছেন। তাঁর ছেলে জর্জ এখন আর বালক নয়। সে এখন সুদর্শন তরুণ যুবক।

তাদের অবস্থা আর আগের মতো খারাপ নেই। হেলীর কাছে টম্ ও জিম্‌কে বেচে যে টাকা পেয়েছিলেন, তা দিয়ে দেনা শোধ করার পর মিঃ শেল্‌বী নিজের প্রগাঢ় চেষ্টায় আবার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন এবং মৃত্যুকালে তিনি যে ধনসম্পত্তি রেখে যান, সেরকম ঐশ্বর্য ওই অঞ্চলে অনেকেরই ছিল না।

বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও মিসেস্ শেলবীর মনে সুখ ছিল না। তাঁর সব সময়ই মনে হতো টমের কথা। টমের খোঁজ পাবার বহু চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হয়ে যায়। টমের খোঁজ তিনি পেলেন না। হেলীর কাছ থেকে হাত ফেরত হতে-হতে টম্ যে কোথায় কার কাছে গিয়ে পড়েছেন, শত চেষ্টাতেও সে খবর তিনি জানতে পারলেন না।

তারপর জর্জ বড় হলে সেও শুরু করলো টমের খোঁজ। কিন্তু জর্জও টমের খোঁজ পেলো না শত চেষ্টাতেও।

টম্‌কে হারিয়ে মিসেস্ শেল্‌বী যে দুঃখ পাচ্ছিলেন, তা খানিকটা লাঘব করলেন তিনি টমের স্ত্রী ক্লো-কে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে। এর ফলে ক্লো শেল্‌বী-পরিবারে থেকে স্বাধীনভাবে টাকা-পয়সা রোজগারের জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। শহরে শাকশব্জী ও মুরগীর ডিম বেচে এবং বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করে ক্লো যা রোজগার করতেন তার সবটাই জমাতেন। ক্লো র মতলব ছিল যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁর জমানো টাকা দিয়ে ক্রীতদাসত্ব থেকে টমের মুক্তির পরোয়ানা কিনে নেবেন।

ক্লো-র এসব কাজে মিসেস্ শেল্‌বী খুব উৎসাহ দিতেন। যদিও মিসেস্ শেল্‌বীর ইচ্ছা ছিল যে টমের মুক্তির জন্যে যা টাকার দরকার, তার সবটাই তিনি নিজে দেবেন, তবুও তিনি ক্লো কে টাকা রোজগার করার সংকল্প থেকে বিরত করেন নি, কেননা মনের অশান্তি দূর করার জন্যে ক্লো-কে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার একান্ত দরকার ছিল।

ক্লো এবং মিসেস্ শেল্‌বী দু'জনেই কিন্তু তখনও আশা রাখেন যে টমের খোঁজ তাঁরা একদিন না একদিন পাবেনই।

জর্জকে মিসেস্ শেল্‌বী তাই টমের কথা প্রায়ই মনে করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "টমের খোঁজ খবর নেওয়ার কি ব্যবস্থা করলে জর্জ?"

জর্জ বলে, "আমি চারদিকে লোক পাঠিয়েছি টম্ কাকার খোঁজ আনতে।"

"হেলী কি বললো?"

"সে কিছুই বলতে পারলো না মা! সে বললে যে, আমাদের কাছ থেকে টম্ কাকাকে কেনার কয়েক দিন পরেই সে তাঁকে স্টীমারে বসেই নিউ অর্লিয়েন্সের একজন ভদ্রলোকের কাছে বেচে দিয়েছিলো। টম্ কাকার সম্বন্ধে এর বেশী আর কিছুই সে জানে না।"

"নিউ অর্লিয়েন্সের সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে কি খোঁজ নিয়েছিলে?"

"নিয়েছিলাম মা। কিন্তু সেখানেও টম্ কাকাকে পেলাম না। শুনলাম সেই ভদ্রলোক মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী টম্ কাকাকে নাকি বেচে দিয়েছেন, কিন্তু কার কাছে এবং কিভাবে টম্ কাকাকে বেচে দিয়েছেন, সেসব খবর তিনি কিছুতেই আমাদের জানাতে চান না।"

"কেন?"

"তা তো বলতে পারি নে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু জর্জ, আমি যে টম্‌কে কথা দিয়েছিলাম, আবার আমি তাঁকে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো। আমার সে কথা কি তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে?"

"কেন মিথ্যে হবে মা! তোমার কথা আমি যেমন করে পারি রাখবো। তাছাড়া, টম্ কাকার জন্যে আমারও কি কম দুঃখ হচ্ছে মা? আমার মনে পড়ে ছেলেবেলার সব কথা। মনে পড়ে টম্ কাকার সেই ছোট্ট কুটীরখানার কথা। টম্ কাকা আমাকে কত আদর করতেন। তাঁর কোলে পিঠে চড়েই তো মানুষ হয়েছি আমি। তারপর আরও একটু বড় হলে টম্ কাকাকে আমি সবে এ, বি, সি, ডি শেখাচ্ছি, এমন সময় হেলী তাঁকে কিনে নিয়ে যায়।"

"হ্যাঁ বাবা। ঠিক ওই সময় দেনার দায়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোমার বাবা টম্‌কে হেলীর কাছে বেচে দেন।"

"সবই আমি জানি মা! আর আমাকে বলতে হবে না কিছুই।"

"আরও কিছু বলতে হবে বাবা! তুমি হয়তো জানো না টমের স্বভাব। সমস্ত অত্যাচার তিনি মুখ বুজে সইবেন। কখনো তাঁর মুখ থেকে কোনো প্রতিবাদই বের হবে না। এরকম লোকেরা যদি বদমাইশ মনিবের হাতে পড়ে, তাহলে তাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। হয়তো টমের কপালেও জুটছে সেরকম লাঞ্ছনা, হয়তো অত্যাচারী মালিকের হাতে তাঁর···"

এ পর্যন্ত বলেই মিসেস্ শেল্‌বীর কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো। দু'চোখ ছাপিয়ে উথলে উঠলো অশ্রু। ফোঁটা ফোঁটা করে সেই চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাঁর গাল বেয়ে।

মায়ের চোখে জল দেখে জর্জের চোখেও জল এসে গেল।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে তখন মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করলো, "তুমি কেঁদো না মা! আজই আমি আবার বের হচ্ছি টম্ কাকার খোঁজে। যেমন করে পারি তাঁকে আমি খুঁজে বের করবোই। তারপর টাকা দিয়ে তাঁকে খালাস করে বাড়িতে নিয়ে আসবো।"

একথা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জর্জ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

টম্ কাকার মৃত্যু

টম্ কাকার খোঁজে বেরিয়ে জর্জ যখন দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত তোলপাড় করছিলো, সেসময় দৈবক্রমে ওফেলিয়ার খবর পেয়ে গেল। ওফেলিয়ার চিঠিতে সে জানতে পারলো কিভাবে টম্ মিস্টার ক্লেয়ারের কাছে ক্রীতদাসত্বের বাঁধন থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি পাবার আশ্বাস পেয়েও শেষমুহূর্তে তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি মিসেস্ ক্লেয়ারের নিদারুণ বিদ্বেষের জন্যে এক অতি নিষ্ঠুর মালিকের হাতে তাঁকে সঁপে দেওয়া হয়েছিলো দক্ষিণ অঞ্চলের এক নামকরা ক্রীতদাস বেচাকেনার আড়তে। ওফেলিয়া অবশ্য টমের সম্বন্ধে এর বেশী আর কিছু জানাতে পারলেন না। জর্জের কাছে এতটুকু খবরই যথেষ্ট দামী বলে মনে হলো। সে এবার ছুটে গেল সেই আড়তে এবং বহু টাকা খরচ করে জানতে পারলো যে সাইমন লেগ্রির তুলোর আবাদে টম্ কাকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই আড়ত থেকে।

খবরটা পেয়েই জর্জ গাড়ি করে তখনি রওনা হলো সাইমন লেগ্রির তুলোর আবাদের নির্জন অরণ্য-পথে। কয়েক ঘণ্টা চলার পর সাইমন লেগ্রির বাংলোর সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলো সে। সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভেতর থেকে একজন নিগ্রো চাকর বেরিয়ে এলো।

জর্জ জিজ্ঞাসা করলো, "এটা কি সাইমন লেগ্রির বাংলো? তিনি কি আছেন?"

সাদা চামড়ার লোক দেখে নিগ্রো চাকরটা সসম্মানে সেলাম করে বললো, "আছেন। আপনি দয়া করে বৈঠকখানায় বসুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্জ বৈঠকখানায় গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পরেই সাইমন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "কি ব্যাপার? কি চান আপনি?"

জর্জ বললো, "ব্যাপার বিশেষ কিছুই না। টম্ নামে যে নিগ্রো ভদ্রলোককে আপনি কিনেছিলেন, আমি তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি এখান থেকে টাকার বিনিময়ে।"

জর্জের কথা শেষ হতে না হতেই সাইমন হোহো করে হেসে উঠে বললো, "নিগ্রো ভদ্রলোক! সোনার পাথরবাটি! বড়ই হাসির কথা বলেছেন আপনি! তা, এই 'নিগ্রো ভদ্রলোক' যে আমার এখানে বসবাস করছেন এ খবর আপনি কার কাছে শুনলেন মিস্টার···"

"শেল্‌বী। আমার নাম জর্জ শেল্‌বী। যাই হোক, আমার নাম জেনে আপনার বিশেষ কোনো লাভ হবে না। আমি বলতে চাই, টম্ কাকাকে আমি নিয়ে যাবো···হ্যাঁ, এজন্যে যত টাকা আপনি চান তা আমি দিতে রাজী আছি!"

জর্জের কথায় আবার হেসে উঠলো সাইমন। সে বললো, "টম্ কাকা! সে কি আপনার কাকা নাকি মিস্টার শেল্‌বী?"

জর্জ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "হ্যাঁ, তিনি আমার কাকা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলতে আমি আসিনি এখানে! আমি জানতে চাই, আপনি তাঁকে বেচবেন কি না?"

"বেচতে আমার অবশ্য আপত্তি ছিল না, কেন না, তার মতো একজন বদমায়েস নিগারকে বেচতে পারলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু···"

"কিন্তু আবার কি মিঃ লেগ্রি?" জর্জের কথায় ফুটে ওঠে তীব্র উৎকণ্ঠা।

"মরা মানুষকে আমি বেচি নে"—এই বলে সাইমন পিশাচের মতো হেসে উঠলো।

"মারা গেছেন টম্ কাকা!" কান্নায় ভেঙে পড়লো জর্জ।

বিদ্রূপের সুরে সাইমন বলে ওঠে, "আপনার সেই টম্ কাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্য মারা গেছে কিনা সে খবর এখনও পাইনি আমি। কিন্তু যে রকম প্রচণ্ড মার তাকে দেওয়া হয়েছে তাতে তার মরে যাওয়াই উচিত।"

"মার দেওয়া হয়েছে টম্ কাকাকে? কোথায় তিনি? শীগ্‌গির বলুন, কোথায় রাখা হয়েছে তাঁকে?"

"বেশী দূরে নয়। আবাদের কুলী বস্তির ভেতরে গেলেই তার খোঁজ আপনি পাবেন।"

সাইমনের সাথে আর কথা না কয়ে জর্জ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল কুলী বস্তির দিকে।

টমের খুপ্‌রীতে গিয়ে জর্জ দেখে, মাটিতে মুমূর্ষু অবস্থায় টম্ কাকা শুয়ে···তাঁর সারা দেহ গভীর ক্ষতে ভরা! তাঁর তখন অন্তিম মুহূর্ত!

ছোট ছেলের মতো জর্জ কেঁদে উঠে বললো, "টম্ কাকা! টম্ কাকা! চেয়ে দেখো, আমি এসেছি···আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি!"

বহুকষ্টে টম্ কাকা চোখের পাতা খুলে চেয়ে দেখেন। সামনে জর্জকে দেখে সেই মরণ-যাতনার মধ্যে টম্ কাকার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে! ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলেন, "আঃ! তোমাকে দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে, জর্জ!"

জর্জ বলে, "টম্ কাকা, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। মা তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তিনি ভোলেন নি। আমি টাকা নিয়ে এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে! টম্ কাকা, বাড়ি চলো!"

"হ্যাঁ বাবা, আমি যাব। বাড়ি যাবার জন্যেই আমি আজ তৈরী হয়েছি। ওই আমার সামনে আমার দয়াময় প্রভু রথ নিয়ে এসেছেন! আঃ, কি শান্তি! দয়াময় প্রভু!"

নিভে গেল টম্ কাকার জীবনের আলো চিরদিনের মতো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক এসময় জর্জের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, "কি মশাই, পেলেন আপনার টম্ কাকার দেখা ?"

জর্জ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো যে, সাইমন লেগ্রি দাঁত বের করে হাসছে।

বহুকষ্টে মনের রাগ চেপে রেখে জর্জ বললো, "টম্ কাকা মারা গেছেন। এখন আমি তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে চাই।"

বিদ্রূপের সুরে সাইমন বলে উঠলো, "তাহলে তো মশাই ভালোই হলো ! আমাকে আর কষ্ট করে লাশটাকে হিড়হিড় করে টেনে নদীতে ফেলে দিতে হবে না ! ইচ্ছে হলে আপনি ওই লাশ নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারেন !"

জর্জ তখন ওখানে উপস্থিত কয়েকজন নিগ্রোকে লক্ষ্য করে বললো "ভাইসব, তোমরা যদি টম্ কাকার মৃতদেহ আমার গাড়িতে তুলে দাও, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো তোমাদের কাছে।"

জর্জের অনুরোধে তখনই তিন চার জন নিগ্রো টমের মৃতদেহ জর্জের গাড়িতে তুলে দিলো।

জর্জ তখন সাইমনের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি মনে করবেন না মিঃ লেগ্রি যে, টম্ কাকাকে খুন করে আপনি রেহাই পাবেন। আমি আজই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আপনার নামে ইচ্ছে করে মানুষ খুনের অভিযোগে নালিশ দায়ের করবো।"

সাইমন হোহো করে হেসে উঠে বললো, "করে দেখতে পারেন, কিন্তু সাক্ষী পাবেন তো ? মনে রাখবেন, অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হলে আমিও আপনার নামে পালটা মামলা দায়ের করতে পারি আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন বলে।"

জর্জের আর সহ্য হলো না। সে তখন খপ্ করে সাইমনের কলারটা চেপে ধরে তার মুখে ঘুষির পর ঘুষি চালাতে লাগলো।

আচমকা মারধোরের জন্যে সাইমন ঘাবড়ে গেল। গোটা কয়েক ঘুষি পড়তেই সে ধানের বস্তার মতো ধপাস্ করে পড়ে গেল। জর্জ তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘণ্টা দুই পরের কথা। সাইমনের আবাদের সীমানা থেকে অনেকটা দূরে এক ছায়া-শীতল জায়গায় টম্‌কে সমাহিত করে সেই সমাধির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জর্জ প্রার্থনা করলো, "টম্ কাকা, তোমার সমাধির পাশে বসে আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই জঘন্য ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ করাই হবে আজ থেকে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো তারপর টস্‌টস্ করে সেই অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গালবেয়ে।

* * * *

বাড়িতে ফিরে এসে জর্জ তার মায়ের কাছে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে টম্ কাকার অন্তিম পরিণতির কথা বললো।

টমের কথা শুনে মিসেস্ শেল্‌বীর দুচোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরতে লাগলো।

অবশেষে মিসেস্ শেল্‌বী একটু শান্ত হলে জর্জ বললো, "মা! কালই আমি আমাদের বাড়ির সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে দেবো। এতে তোমার কি মত বলো?"

মিসেস্ শেল্‌বী ধরা গলায় বললেন, "আমার এতে কোনো আপত্তি নেই জর্জ! আমার মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই জঘন্য প্রথা যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই মানবসমাজের মঙ্গল।"

মায়ের মতামত জেনে জর্জ তার পরদিনই এক জনসভা আহ্বান করে সেই সভায় দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো, "আমি আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটি ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে আজ থেকে মুক্তি দিলাম। এর পর থেকে ওরা হবে স্বাধীন মানুষ।"

একথা বলেই জর্জ একে একে তার দাসদাসীদের ডেকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে লাগলো দাসত্বের দলিলগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপসংহার

টম্ কাকার মৃত্যুর কয়েকদিন বাদে দু'জন মহিলার সাথে জর্জ শেলবীর আলাপ হয়ে গেলো স্টীমারের ডেকে। ওঁদের মধ্যে একজন আসছিলেন প্যারিস থেকে। সেই মহিলার নাম মাদাম দ্য থাউ।

কথায় কথায় জর্জ জিজ্ঞাসা করলো মাদাম দ্য থাউকে, "আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন মাদাম ?"

"কেনটাকীতে !"

"কেনটাকীতে ! সেখানে কে আছে আপনার ?"

প্রশ্ন শুনে মাদাম দ্য থাউয়ের মনে হলো যে জর্জ নিশ্চয়ই কেনটাকীর লোক। তাই তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, "আপনার বাড়ি কি কেনটাকীতে ?"

"হ্যাঁ !"

"তাহলে তো ভালই হলো। কেনটাকীতে আমার ভাই থাকে। তার খোঁজ করতেই আমি বেরিয়েছি। আচ্ছা, আপনি মিঃ জর্জ হ্যারিস নামে কোনো লোককে চেনেন কি ?"

"চিনি বই কি ! সে আপনার কে হয় ?"

"আমার ভাই।"

"বলেন কি ! জর্জ হ্যারিস্ আপনার ভাই ! আপনার নাম কি এমিলি ?"

জর্জের এই প্রশ্নে মাদাম দ্য থাউ-এর চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগিনী এমিলি, কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি করে বলুন তো ?"

জর্জ বললো, "আপনার ভাইকে আমি ভালভাবে চিনি। তার কাছ থেকেই আপনার নাম আমি জেনেছি। সে প্রায়ই বলতো যে, এমিলি নামে তার এক দিদি আছে, কিন্তু সেই দিদি যে কোথায় আছে তা' সে জানে না।"

www.BanglaBook.org

জর্জের কথায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মাদা মন্ত থাউ বললেন, "খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলো যে!"

জর্জ বললো, "যদি আপত্তি না থাকে, দয়া করে আমাকে বলুন কেন আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো।"

"বেশ, শুনুন তবে। অনেকদিন আগে আমাকে মঁসিয়ে থাউ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোকের কাছে বেচে দেওয়া হলো। সেই ভদ্রলোক আমাকে বিয়ে করে প্যারিসে নিয়ে যান! সেখানে তাঁর নিজের বাড়ি ও অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, কয়েক বছর বাদে তিনি হঠাৎ মারা যান। স্বামী মারা যাবার পরেই আমি বেরিয়ে পড়েছি জর্জের খোঁজে।"

নিজের এসব কথা বলার পর এমিলি বললেন, "শুনলেন তো আমার সব কথা, এবার বলুন তাকে আপনি কি করে চিনলেন?"

জর্জ বললো, "সে আমাদের এলিজাকে বিয়ে করেছে।"

"সে কি এখন কেনটাকীতেই আছে?"

"না, সে এখন কেনটাকীতে নেই। শুনেছি, এলিজাকে নিয়ে সে কানাডায় পালিয়ে গেছে।"

"কানাডায় পালিয়ে গেছে! তাহলে তো আমাকে সামনের স্টেশনেই নেমে কানাডার জাহাজে উঠতে হবে।"

এমিলির সঙ্গে জর্জের এসব কথাবার্তা চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন এমিলির সহযাত্রী সেই দ্বিতীয় মহিলা, কিন্তু এলিজার নাম শুনেই তিনি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে জর্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এলিজা বলে যে মেয়েটার কথা বললেন, সে কি আপনার কোনো আত্মীয়া?"

জর্জ বললো, "না, সে আমাদের বাড়িতে ক্রীতদাসী ছিলো। কিন্তু ক্রীতদাসী হলেও আমরা তাকে বাড়ির মেয়ের মতো মনে করতাম। আমার মা তাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, জর্জ হ্যারিসের সঙ্গে তার বিয়েও দিয়েছিলেন আমার মা!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্জের কথা শুনে সেই মহিলা আবার প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা, এই এলিজাকে কার কাছ থেকে কেনা হয়েছিলো জানেন কি ?"

জর্জ জবাব দিলো, "এলিজাকে কেনা হয়েছিল সাইমন লেগ্রি নামে এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে।"

জর্জের মুখ থেকে একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা করুণ আর্তনাদ করে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

ব্যাপার দেখে জর্জ আর এমিলি তাড়াতাড়ি তাঁকে কেবিনের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ জলের ঝাপ্‌টা দেওয়ায় জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি এমিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমিও তোমার সাথে কানাডায় যাবো দিদি ! আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো !"

এমিলি জিজ্ঞাসা করলেন, "এলিজা কি আপনার কোনো আত্মীয়া ?

"হ্যাঁ মা, সে আমার মেয়ে।"

একথা শুনেই এমিলি দুহাতে সেই মহিলাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এলিজার-মা সেই মহিলা ছিলেন পলাতক ক্রীতদাসী কেসী।

* * *

জর্জ হ্যারিস্ এখন কানাডার মন্ট্রিল শহরের একটা বড় কারখানার ফোরম্যান।

সেদিন বিকেলে জর্জ হ্যারিস নিজের সুন্দর বাংলোর বারান্দায় বসে জিম্ আর এলিজার সঙ্গে গল্প করতে করতে চা আর খাবার খাচ্ছে, এমন সময় এমিলি আর কেসী হাজির হলেন সেখানে।

জর্জ বা এলিজা কেউই চিনতে পারলো না ওঁদের।

জর্জের নীরব প্রশ্নের জবাবে এমিলি বলে উঠলেন, "জর্জ ! আমাকে কি তুমি চিনতে পারছো না ?"

"না ! কে আপনি দয়া করে বলুন !"

"আমি···আমি তোমার হতভাগিনী দিদি এমিলি !" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। কান্নায় আটকে গেল তাঁর গলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে এমিলিকে পেয়ে জর্জের চোখেও তখন জল এসে গেছে। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে দিদিকে জড়িয়ে ধরে সজল চোখে বললো, "দিদি! আমার দিদি!"

এই দৃশ্য দেখে এলিজার চোখেও জল এসে গেল। কিন্তু তার জন্যে যে বিস্ময় লুকিয়ে ছিলো সে খবর তখনও সে জানতো না। হঠাৎ কেসী ছুটে গিয়ে এলিজাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো, "এলিজা! মা আমার!"

এলিজা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এমিলি বললেন, "জর্জ! ইনি তোমার শাশুড়ী, এলিজার মা।"

এলিজার মাথা তখন তার মায়ের বুকে, আর কেসীর চোখের জল টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে তার মাথার চুলের ওপর।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG